সচিত্র নূতন সংস্করণ

কাজলা রাতের বাঁশী

শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—অমূল্যরতন বন্দ্যোপাধ্যায়।
পরিচালক—দেব-সাহিত্য কুটীর।
৫৪।৭ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ
১৩৩৫

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ মজুমদার।
"বি, পি, এম্‌স্ প্রেস"
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

কাজ্‌লা রাতের বাঁশী

বহ. পাগ. (অনুস্বর

কাজলা রাতের বাঁশী

প্রথম

হাওড়া ষ্টেশন।

বোম্বে মেল্ ছাড়তে তখনও প্রায় আধ ঘণ্টার ওপর দেরী হ'য়েচে। প্লাটফর্ম্ম লোকের চাঞ্চল্যে গম্‌গম্ ক'র্‌ছিল।

ক'লকাতার ভবানীপুর অঞ্চলের একজন বিখ্যাত উকীল—নাম পবিত্র সরকার, প্রিয়তমা পত্নী অনুসূয়ার শারীরিক অসুখের জন্য পশ্চিমের একটা বিখ্যাত স্বাস্থ্যকর জায়গায় চেঞ্জে যাচ্ছিলেন।

ফার্ষ্ট ক্লাশ বার্থ রিজার্ভ থাক্‌লেও, অনুসূয়ার শরীর ভাল নয় ব'লে, অনেক আগেই এঁরা ষ্টেশনে পৌঁছে গেছেন। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নানা রকম গল্প হচ্ছিল।

অনুসূয়া বল্‌লেন—ছেলে দুটো এলো না, মনটা বড় খারাপ কর্‌ছে কিন্তু—

পবিত্র বাবু সামান্য একটু হেসে, স্ত্রীকে কতকটা প্রকৃতস্থ ক'রে নিয়ে, তারপর ব'ললেন—তখন যে ব'লেছিলে—আমি মা হ'লেও, ছেলেদের স্নেহে অন্ধ হ'য়ে থাক্‌বো না?—এখন চোখ মুছলে কি হবে? ব'লেই হাতের রিষ্ট্ ওয়াচটায় দৃষ্টি দিয়ে ব'ললেন—আর সাতাশ মিনিট দেরী।......কি বল—যাবে?—না ছেলেদের জন্যে এ ট্রেণটা ছেড়ে দেবে?

অনুসূয়া সবেগে ঘাড় নেড়ে জানালেন—মুখে তিনি যতই বলুন—আসলে ঠিক আছেন। ছেলেদের লেখাপড়া কামাই ক'রে দীর্ঘ দিনের জন্য যে বিদেশে যেতে হবে,—একথা মা-বাপের স্নেহশাস্ত্রের কোন পাতাতেই লেখা নেই!

পবিত্র বাবু এবারেও আগের মতই সামান্য একটুখানি হাসলেন।

অনুসূয়া অল্প রেগে গেছলেন, ব'ললেন—হাস্‌চো যে?...খালি তোমার ঠাট্টা!...ভাল লাগে না।

পবিত্র বাবু আরও হাসতে লাগ্‌লেন। শেষটায় ব'ললেন—দেখ, জারীজুরী তোমার এক কথাতেই বোঝা গেছে!...আমি বাপ, আমারই ইচ্ছে হচ্ছিল না যে—ছেলে দুটোকে বামুন চাকরদের হাতে দিয়ে আসি, আর তুমি তো মা, পারবে কেন?...লহরকে বরং রেখে এলে চ'লতোই-না, তার ল' কলেজ কামাই হবে। কিন্তু তের বছরের ছেলে—কানন,—তার কি ক্ষতি হ'ত? ফোর্থ ক্লাসে পড়ে, সেখানে গিয়ে একটা মাষ্টার রাখলেই গোল চুকে যেত।

অনুসূয়া খুব গোপন ক'রে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়লেন। তারপর জোর ক'রে খুসী হওয়ার অভিনয় দেখাতে ব'ললেন—ঐ দেখ্‌ছো—যে ভিখিরীটা? দেখ্‌তে পাচ্ছো?

পবিত্র বাবু সঠিক দেখতে পাননি, তবু 'না' বলতে চাইলেন না। মাথা নেড়ে সায় দিলেন—হ্যাঁ দেখেছি।...কিন্তু কেন বলতো?

আজ তের বছরের বেশী হ'য়ে গেছে, কানন তখন পেটে, কাটোয়া যাচ্ছিলুম—তখন ঐ ভণ্ডটার মায়া কান্নায় ভুলে, আমি হাতের পাঁচ গাছা চুড়ী খুলে দিয়েছিলুম ওকে।...

পবিত্র বাবু আশ্চর্য্য হ'য়ে প্রশ্ন করলেন—কিন্তু কেমন ক'রে বুঝেছিলে যে ও লোকটা ভণ্ড?

অনুসূয়া বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ব'ললেন—হতভাগা খোঁড়াকে দেখলেই আমার রাগ ধরে।...জানো এই আধ মাইল তফাতে ঐ খোঁড়া,—'খেতে না পাওয়া' ভিখিরীর একখানা পঁচিশ হাত লম্বা আর ১২।১৩ হাত চওড়া বাড়ী আছে?...ভাড়া খাটিয়ে কি মাসে, ও ব্যাটা না হবে আশী পঁচাশী টাকা পায়!...শুনেছি নাকি ১১ খানা ঘর আছে।... কিন্তু ও নিজে, একটা খোলার বাড়ীর খুব স্যাঁতসেঁতে একখানা তিন হাত ঘরে বাস করে।...হতভাগা জোচ্চোর!...

স্মিত মুখে পবিত্র বাবু ব'লে উঠলেন—জোচ্চোর নয় অনুসূয়া, বেচারী ভাগ্যহীন।...আছে কিন্তু ভোগ করবার অদৃষ্ট নিয়ে আসে নি।

অনুসূয়া যেন আরও চ'টে গেলেন! ব'ললেন—ভাগ্যহীন তাই রক্ষে, যদি ভাগ্যবান্ হ'য়ে জগতে আস্তো, তা হ'লে লোকের হাড়গোড় জ্বালিয়ে খাক্ ক'রে দিত।......ব্যাটা ঠিক বিলিতী ডাকাত হ'ত!...সেই বায়স্কোপের মত...

...খদ্দরের ধুতি-চাদর পরা, হাতে মাথার দিকে ছেঁদাওলা একটা কাঠের বাক্স নিয়ে—পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটি যুবা এসে, স্বামী-স্ত্রী দুজনকার সামনে বাক্সটা এগিয়ে ধরে ব'ললে—দয়া ক'রে কিছু দেবেন?—রামজীবনপুর সেবাসমিতির' জন্যে?...দেশের নিরাশ্রয় মা-ভাই-বোন-সকলেই এখান থেকে সাহায্য পেয়ে থাকেন।—আর সে সাহায্যও আমার এই দেশেরই অন্ধ খঞ্জ মা-ভাই-বোনেরা দিয়ে থাকেন।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে অনুসূয়া প্রশ্ন করলেন—কি হয় ওখানে?

যুবার বক্তৃতার স্বর—সপ্তমে উঠে পড়্‌লো। ব'ল্‌তে লাগ্‌লো—এখানে বর্ত্তমানে এগারোটি অনাথা বালিকা র'য়েচে,—তাদের গ্রাসাচ্ছাদন এবং বিবাহের সকল ভারই এই সমিতি বহন করবেন,—তা ছাড়া, অনেক দুঃস্থ গরীবদের প্রায়ই অর্থ, বস্ত্র—ইত্যাদি সাহায্য করা হয়। এখানে যে সব মেয়েরা আছে,—তারা শিল্প কলা, গান, রন্ধন—

গাড়ী ছাড়ার পাঁচ মিনিট আগে যে ঘণ্টা পড়ে, সেই ঘণ্টার শব্দ হ'তেই পবিত্রবাবু পকেট থেকে একখানি পাঁচ টাকার নোট বের করে যুবকের হাতে দিলেন।

অনুসূয়া অত্যন্ত বিস্মিত হ'য়ে স্বামীর দিকে চাইলে।—তারপর যুবার হাতে যে বাক্সটি ছিল, তার উপরকার লেখাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে প'ড়ে,—বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে ব'সে রইলো।

যুবা গভীর শ্রদ্ধায় নমস্কার জানিয়ে চ'লে গেল,......ট্রেণও ছেড়ে দিলে।......

অনুসূয়া খুব গম্ভীর হ'য়ে ব'সে ছিলেন। পবিত্রবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—হঠাৎ মুখখানা ভারী হ'লো যে?......কি ব্যাপার?

অনুসূয়া শিক্ষিত স্বামীর স্ত্রী হ'লেও নিজে লিখ্‌তে শেখেন নি। কিন্তু ভাল লেখা হ'লে বেশ পড়তে জানতেন। ডান হাত দিয়ে স্বামীর জামার বুক পকেট থেকে তাঁর পকেট বইখানা টেনে নিয়ে, খুল্‌তে খুল্‌তে ব'ললেন—আমি যা বলি, বেশ পরিষ্কার ক'রে লিখে রাখো তো!...

পবিত্র বাবু অবাক্ হ'য়ে গেলেন। বললেন—কেন?

লেখোই তো, দরকার আছে,...লেখো—রামজীবনপুর সেবাসমিতি, হাওড়া। বাক্স নং—২৮।

পবিত্রবাবু হো হো করে হেসে উঠ্‌লেন। অনুসূয়া তখন চটে লাল হ'য়ে গেছেন!

পবিত্রবাবু ব'লতে লাগলেন—উঃ—লেখাপড়া না শিখে তুমি ভয়ানক অন্যায় করে ফেলেচ...এরকম,, ধারালো স্মৃতিশক্তি!...সবকথা গুলো মনে রেখেচ—অ্যাঁ!...

স্ত্রীর বায়নায় বাধ্য হ'য়ে পবিত্রবাবু তাঁর নোট বইতে সেবা-সমিতির ঠিকানাটা টুকে রাখ্‌লেন।

অনুসূয়া ব'ললেন—উকীল তুমি, কিন্তু কেমন করে যে ওকালতি কর, হাজার ভেবে বুঝে উঠ্‌তে পারিনে!......এই যে এক কথায় পাঁচ পাঁচটা টাকা খয়রাৎ করে ব'সলে, জানো—এমনিতর দান করলে সংসারের কত ক্ষতি হয়?

পবিত্রবাবু সেবাসমিতি সম্বন্ধে সেই যুবাটির প্রস্থানের পর একটা কথাও চিন্তা করেন নি। গৃহিণীর অনুযোগকে লঘু ভেবে নিয়ে, মৃদু মৃদু হাস্‌তে লাগলেন।

অনুসূয়া ব'ললেন—ছেলে দুটো লেখাপড়া না শিখ্‌লে, তোমার দোষে শেষকালটায় পথে ব'সতে হবে কিন্তু।

মধুপুরে পৌঁছে, বাড়ীতে পা দিতে দিতেই অনুসূয়া খুসী হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লেন—ভাগ্যিস্‌ অসুখ করেছিল তাই দিনকত থাকৃতে পাবো, নইলে একরাশ টাকা খরচ ক'রে বাড়ীখানা সেবারে কিনলুম, আজ সাত বছরের মধ্যে তেরাত্রির বেশী একবার ও কি থাকৃতে পেয়েছি!...বাপ্‌!—খালি মকদ্দমা আর মক্কেল, মক্কেল আর মকদ্দমা...! জ্বালাতন হওয়া গেছলো!...

দারোয়ান্, চাকর, বামুন ঠাকুর, ঝি ইত্যাদি নিয়ে সে প্রায় ১৫ জন হবে,...সারা বাড়ীখানা গম্ গম্ ক'রে উঠ্‌লো। পাড়ায় কাছাকাছি যে কয়েকজন প্রবাসী ছিলেন, ভাবলেন—এবার হয়তো পবিত্র বাবু মধু-পুরেই আড্ডা পাতলেন। নইলে এত লোকজন!

হপ্তা খানেক বেশ আরামে কেটে গেল।

অনুসূয়া ক'লকাতা ছেড়ে মধুপুরে আসায় যে তাঁর স্বাস্থ্যের বিলক্ষণ উন্নতি হয়েচে, সেটা বেশ স্পষ্ট ক'রেই বুঝ্‌তে পারছিলেন। এবং এই প্রবাস-বাস যে অন্ততঃ ছটি মাস চ'লবেই, এ-ও স্বামীকে পুনঃ পুনঃ জানিয়ে দিলেন। কিন্তু পবিত্র বাবু তাঁর ওকালতির বিশেষ ক্ষতি হবার আশঙ্কায় ছমাস থাকার পক্ষে একান্ত হ'য়ে মত দিতে পারেন নি।

স্থানীয় অধিবাসীরা, সম্ভ্রান্ত আগন্তুক পবিত্র বাবুর ভবনে প্রায়ই আসা যাওয়া করতেন। বিশেষ ক'রে তাঁর সমবয়সীর দল তো খুবই আস্‌তেন।...

সেদিন একদল তরুণ, তাদের চক্ চকে চাঁদার খাতাখানা হাতে ক'রে, পবিত্র বাবুর চা-খাওয়ার সময়টিতেই এসে হাজির হ'ল। এরা আগে আর কখনো আসে নি।

পবিত্র বাবু ভিতর বাড়ীতে ছিলেন। খবর পেয়েই—বাকী আধ পেয়ালা চা টুকু এক চুমুকে গিলে ফেলেই, বাহিরে আসছিলেন,—অনুসূয়া এসে ব'ললেন—কে এলো?—আজ যে বাবুর দল কেউ আস্‌বে না ব'লে ভেতরে চা খেতে ব'সলে?...কিন্তু বরাত জোর আছে কি না! তারা যে তোমায় না দেখে থাকতে পারে না।

পবিত্র বাবু প্রশান্ত হাসি হেসে ব'ললেন—খুব সত্যি কথা অনুসূয়া, —বরাত জোর নিশ্চয়ই!...লোকের পায়ের ধূলো বাড়ীতে পড়া, ভাগ্য নয় তো কি?

অনুসূয়া পরিহাসের সুরে ব'লে উঠলেন—হ্যাঁ ভাগ্য ব'লে ভাগ্য! কিন্তু উপরি উপরি মাস দু তিন এরকম ভাবে ধূলো পড়ার ধূম চ'ললে, ভাগ্যের আসল দিক্‌টাই ধূলো-চাপা প'ড়ে যাবে। কিন্তু সত্যি সত্যিই উঠ্‌লে নাকি?

পবিত্র বাবু বেরিয়ে আস্‌তে আস্‌তে ব'ললেন—দেখি কে কে এল।

অনুসূয়া অল্প অল্প হাস্‌তে হাস্‌তে রান্না ঘরের দিকে চ'লে গেলেন। তিনি ভেবেছিলেন—যারা এসে প'ড়েচে তাদেরও এক এক পেয়ালা চায়ের দরকার।

...পবিত্র বাবু বাহির বাড়ীতে এসে, দেখেন—বন্ধুবর্গের পরিবর্ত্তে কতকগুলি তরুণ কিশোর-সম্প্রদায়! তাদের মধ্যে যে মেজো, সে এগিয়ে এসে বেশ ভদ্রভাবে নমস্কার করে, তার হাতের চক্‌চকে খাতাখানা পবিত্র বাবুর দিকে বাড়িয়ে দিলে।

পবিত্র বাবু কোন কিছুই জান্‌তেন না। জিজ্ঞাসা করলেন—কি বাবু —তোমাদের?

ছেলেটি হাতের খাতাখানা খুব তাড়াতাড়ি খুল্‌তে খুল্‌তে ব'ললে—ব্যাড্‌মিণ্টন, টেনিস আর ক্যারম্‌-কম্‌পিটিসনের জন্যে কিছু চাঁদা চাই।... এখানকার বড় বড় লোক প্রায় সকলেই দয়া ক'রে কিছু কিছু দিয়েছেন। ....আপনার কাছে আমরা কিন্তু অনেক বেশীর আশা ক'রে এসেচি।

পবিত্র বাবু কোন কথা না ক'য়ে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাস্‌তে লাগলেন। ইতি মধ্যে চাকরে প্রায় ৭।৮ পেয়ালা চা নিয়ে আস্‌তেই, ছেলের দল সঙ্কুচিত হ'য়ে স'রে দাঁড়ালো। পবিত্র বাবু ব'ললেন—খাও,—ওসব যে তোমাদের জন্যেই নিয়ে এসেচে!...হ্যাঁ, ভুল হ'য়ে ব'সে, খেতে খেতে আমায় বল দেখি—কি এত বেশী রকম আমার কাছ থেকে নিতে এসেচ তোমরা?

ছেলেরা লজ্জার সঙ্গে চা পান সুরু করলে। দলের পাণ্ডা যে, সে ছিল খুবই 'ফরওয়ার্ড', ব'ললে—আমাদের ক্লাব থেকে একখানা বড় রকমের মেডেল আর খুব ভাল ডিসেণ্ট একটা কাপ্—গেল বছরে কম্‌পিটি-সানের সময় দেওয়া হয়েছিল,...এবারে আমরা তিনখানা মেডেল আর দু'খানা কাপ্ তৈরী করাতে চাচ্ছি।......কিন্তু আপনার অনুগ্রহ ছাড়া—

স্মিতমুখে পবিত্র বাবু ব'ললেন—সব শুদ্ধ কত দিতে হবে,—আমায় ব'ললেই তক্ষুনি দিয়ে দেব। এর জন্যে তোমরা ভেব'না।...কিন্তু একটা কথা—কাপাটি, হাডু-ডু-ডু—এসব খেলার মতলব বুঝি তোমাদের মাথায় ঢোকে না?

পাণ্ডা ছেলেটি সত্য সত্যই চালাক। ব'ললে—আজ্ঞে আপনি যেখানে ব'লছেন—তখন এবার থেকে সুরু করবো।...তা হ'লে—শ তিনেক টাকা পেলে এদিকের সব হ'তে পারে।

পবিত্র বাবু ব'ললেন—আচ্ছা তাই দিচ্ছি। ব'লেই আর না দাঁড়িয়ে অন্দরের দিকে চ'লে এলেন।...

অনুসূয়া তাঁর রোজকার ব্যবস্থামত ওষুধ খাচ্ছিলেন,—স্বামীকে

আসতে দেখে,—ওষুধের গ্লাসটা নামিয়ে প্রশ্ন করলেন—কি ?—কি চাই ? অমন ধারা হাসি খুসীর ভাব নিয়ে এলে যে !

পবিত্র বাবু স্ত্রীর স্বভাব মন ও কথাবার্ত্তার সঙ্গে এত বেশী রকমে পরিচিত ছিলেন যে, তিনি টাকা নেওয়ার জন্য ঘরে ঢুকেচেন,—সেই কথাটাই চট্ ক'রে বল্‌তে সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠলেন।

অনুসূয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন—কি—কত টাকার দরকার ? কাকে দেবে ?...থিয়েটারের পোষাকের জন্যে বুঝি ?...ক্লাবের নাম কি ?

সঙ্কোচে জড়সড় হ'য়ে পবিত্র বাবু খুব আস্তে জবাব দিলেন—থিয়েটার নয়। একটা ছোট ছেলের দল। তাদের খেলা ধূলোর জন্যে কিছু চাচ্ছে।

—ওরে বাবা ! আবার সেই ছেলে গুলোকে হাঁসপাতালে পাঠাবার মতলব ? কেন মনে নেই—কাননদের পার্টিতে পঞ্চাশ টাকা দিয়েছিলে ব'লেই তো দত্তদের গেনু, ফুটবলের ধাক্কায় ফুস্‌ফুসে আঘাত পেয়ে, হাঁস-পাতালে মলো ?...উঁহু—ওদের দিয়ো না বল্‌ছি।

স্ত্রীর কথায় পবিত্র বাবু হতভম্ব হ'য়ে রইলেন। মুখখানা আম্‌তা আম্‌তা ক'রে ব'ললেন—কিন্তু এই মাত্র আমি যে তাদের দোব ব'লে টাকা নিতে এসেছি অনুসূয়া !...বেচারী তরুণের দল—

অনুসূয়া ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন—বেচারী তরুণের দল ব'লেই না যত বাধা !...কোন্ অভাগী মায়ের কোল খালি ক'রে দুনিয়া থেকে সরে যাবে,—আর শাপ-মন্যির ভেতর প'ড়ে থাক্‌বো আমরাই শুধু !...ছেলে পিলে নিয়ে ঘর করি—

পবিত্রবাবু আড়ষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লেন যেন !—তবু তো অনুসূয়া শোনে নি

যে,—এইমাত্র তিনি তাদের হাডু-ডু-ডু-কাপাটীখেলার পরামর্শ দিয়ে এসেচেন!

অনুসূয়া ব'ললেন—আচ্ছা টাকা নিয়ে যাও, কিন্তু ছেলেগুলোকে আমার মাথার দিব্যি দিয়ে ব'লো—বাবাসকল! মারামারির খেলা না খেলে,—ভদ্রখেলা খেলো। না হয় পেট পূরে ভাল মন্দ খেয়ো। ...তা কত টাকা দিতে চেয়েছ?

—তিন শো—

দেরাজ খুলে টাকা দিতে দিতে অনুসূয়া ক্ষুব্ধ হ'য়ে ব'ললেন—সেবারে পঞ্চাশের পাল্লায় প'ড়ে একটার প্রাণ গেছে, এবারে তিন শো'তে হয়তো দেশশুদ্ধ মা গুলোই কেঁদে সারা হবে!...কিন্তু মনে থাকে যেন—আমার কথাটা ব'লতে ভুল ক'রে ব'সো না।......

...বিকেলে আর একদল এল। তারা চায়—আরও বেশী, অন্ততঃ সাত আটশো। তাদের খদ্দর-আশ্রমে গোটাকয়েক তাঁত কেনা হ'য়েচে, কিন্তু উপযুক্ত ঘর না থাকায় সেগুলো যথাস্থানে ফিট্ করা হচ্ছে না। এদের নাকি বেজায় ধুমধামের কাণ্ডকারখানা। এ অঞ্চলের হাজার হাজার লোক এদের কারখানার প্রশংসা করে।

কিন্তু এবারে অনুসূয়া ভয়ানক বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন। ব'ললেন—দেখ, একালের লোকেদের দস্তুর কি জানো? যতখানি নাই দেবে, ততখানি লাফ্ দিয়ে দিয়ে মাথায় উঠ্‌বার চেষ্টা করবে।...কেন বাবু! আমরা কি টাকার বাগান লাগিয়ে রেখেছি?—এ কি গাছের ফল, যে যা চাইবে, আর যতই চাইবে, তাই দিয়ে দেব?...আচ্ছা নিয়ে এসো তাদের এখানে ডেকে! আমি নিজে জেরা ক'রে, যদি ভাল বুঝি তবেই দেব,

নচেৎ নয়।...তারপর হঠাৎ ফিক্ ক'রে হেসে ফেলে ব'ললেন—জেরা করবো ব'লে অন্যায় কিছু করি নি। ও জিনিসটা আমার ঘরে ঘরে শিক্ষা করা কিনা! বল্‌তে বল্‌তে স্বামীর মুখপানে চেয়ে হেসে উঠ্‌লেন।

কিন্তু পবিত্রবাবুর কাকুতি-মিনতিতে বাধ্য হয়ে, এবারেও অনুসূয়াকে দেরাজ খুলে আট শো টাকা বের ক'রে দিতে হ'ল। কিন্তু দেওয়ার পরই, কঠোর হ'য়ে—চাকর-দারোয়ানদের হুকুম করলেন—অপর কোন চাঁদাপ্রার্থীর দলকে যেন আর বাড়ীতে না ঢুক্‌তে দেওয়া হয়।

সন্ধ্যার পর বন্ধুবান্ধবের দল আড্ডা জমিয়ে ব'সেচেন, অন্দর থেকে চাকর এসে জানালে—এখানকার খদ্দর-আশ্রমে সব চাইতে যে ভাল সাড়ী পাওয়া যায়, তাই একখানা গিন্নীমা নিতে চেয়েচেন। বলেই দশটাকার একখানা নোট বাবুদের কাছে রেখে, বললে—আপনারা এ দেশের লোক, তাই আপনাদেরই এনে দিতে মা অনুরোধ করলেন।

পবিত্রবাবু ছাড়া আড্ডা শুদ্ধ সব লোকেই তো অবাক্!—বলে কি!

চাকরটাও বাবুদের পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় দেখে অবাক্ হ'য়ে গেছলো।

দলের একজন পবিত্রবাবুর পানে চেয়ে ব'ললেন—এখানে খদ্দর-আশ্রম র'য়েচে, একথা গিন্নীঠাকরুণকে ব'ল্‌লে কে?

পবিত্রবাবু ঈষৎ বিরক্ত হ'য়ে ব'ললেন—ব'ললে তারাই, যাদের আশ্রম। বিকেলে এসেছিল সব।

বন্ধুটী ব'ললেন—এখানকার তারা?—ক্যান্‌ভাস্ করতে এসেছিল?

পবিত্রবাবু নীরব রইলেন, কোন জবাব করলেন না।

বন্ধুটি আর পাঁচজনকার পানে চেয়ে ব'লতে লাগ্‌লেন—সেইজন্যই বলি—পবিত্রবাবু!—দেশের হাল চাল গুলো একটু আধটু বুঝ্‌তে চেষ্টা

কর। থাকো আর না থাকো, বলি এত বড় বাড়ীখানা করে রেখেচ যখন, তখন সম্বন্ধটুকু তো রাখতেই হবে।...ছি ছি উকীল হ'য়ে আর ক'লকাতার লোক হয়ে ঠকে গেলে ভায়া!...এখানে খদ্দর-আশ্রমের 'খ' টুকুও খুঁজে মেলে না।

হঠাৎ চাকরটা ব'লে উঠ্‌লো—সেকি বাবু!—আজ যে তাঁরা আট-শো টাকা চাঁদা নিয়ে গেছেন—

চাকরের মুখের কথা শেষ না হ'তেই পবিত্রবাবু ঠাস্‌ করে তার গালে একটা চড় ক'সে দিয়ে ব'ললেন—বেরো বেটা! ছোট মুখে বড় কথা... বেরো ব'লছি—

বন্ধুর দল হা হা ক'রে হেসে উঠ্‌লেন। আগে যিনি কথা ব'লছিলেন এবারেও তিনিই ব'লতে লাগলেন—ঠিক হ'য়েচে, যত জোচ্চোরের দল জুটে, ঠকিয়ে কিছু মেরে দিয়ে গেছে।...আরে মধুপুরের আশ-পাশ তো দূরের কথা—আট দশখানা গাঁয়ের কি সহরের মধ্যেও ততবড় খদ্দর-আশ্রম নেই, যার উন্নতির জন্যে আটশোটাকা সাহায্য করতে হবে।......হুঁঃ—আমাদের বাঙ্‌লাদেশের নেহাৎ গোবেচারা ভালমানুষ গুলো মাঝে মাঝে স্বপন দেখে ভাবে, তাদের মতই দেশের সব লোকে সরল আর সোজা!... আরে এখানে যে হাজারটা ভালমানুষের ভালবুদ্ধিকে কাণ ম'লে দিয়ে, একটা জোচ্চোর তার চৌষট্টি হাজার দল বানাতে পারে! একি সোজা জায়গা—এই বাঙ্‌লা মুলুক?......বলি যারা এসেছিল সব বাঙালী তো?

পবিত্রবাবু হেঁট হ'য়ে ব'সেছিলেন। হেঁট হয়েই জবাব দিলেন—হুঁ। তারপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে ব'ললেন—আচ্ছা—খদ্দর-আশ্রমের নাম

দিয়ে, এই যে সব জোচ্চুরী চ'লেছে, এতেও তো খদ্দর জিনিসটার আমদানি রপ্তানী কেউ কমাতে পারে নি! বরং দেশের লোকে—

বন্ধুটি বাধা দিয়ে ব'ললেন—ভুল ভায়া ভুল! সব দেশেই ভালমন্দ লোক থাকে। ন্যায় অন্যায় দুটোকে গলাগলি করেই তো জগৎ চলেছে। বলি—শ্মশানেশ্বরের পূজো দিয়ে সাধুতে মোক্ষ চায়, আর ডাকাতে রক্ত যাজ্ঞা করে—খুন করে!—এটাতো বিশ্বাস কর?......

* * * পরের দিন গেল, তার পরের দিনও গেল। এমনি করে সাত আট দিন কেটে গেল, চাঁদা-চাওয়ার দল কেউ আর এ বাড়ীমুখো হ'ল না। অনুসূয়া ভাবলেন—বাঁচা গেছে, তবু কিছুটাকা দিয়ে, লোকসান থেকে খালাস পাওয়া গেল।

কিন্তু আর এক ঘটনা ঘট্‌লো—ঠিক তার পরের দিনটার প্রাতঃকালে।—

—সে এক অতি গরিব বামুন, দারোয়ান্‌দের হাতে পৈতে জড়িয়ে ধরে কোনরকমে ফটকে ঢুকবার অনুমতি পেয়েছিল। পবিত্রবাবু তখন দু তিনটি বন্ধুর সঙ্গে চা পান করছিলেন। বামুন বৈঠকখানার দোর-গোড়ায় এসে ভয়ানক মিনতির সুরে ব'ললে—হুজুর, সতের বছর পার হতে যায়, মেয়েটিকে আজো পাত্রস্থ করতে পারি নি।...খেতে জোটে না—

পবিত্রবাবু উঁচুগলায় হাঁক দিলেন—দারোয়ান্‌...তারপর বামুনকে বললেন—মেয়ে বেচে ফেল গে ঠাকুর!...বিয়ে দিতে পারবে না তো মেয়ের জন্ম দিয়েছিলে কেন?...তারপর আপনমনেই বিড় বিড় ক'রে ব'কে, আবার ব'লে উঠ্‌লেন—তা ছাড়া তোমার বিয়েই হয় নি হয়তো!... মেয়ে দেখাতে পারো?......

বামুন সাহস পেয়ে লাফিয়ে উঠ্‌লো যেন!—ব'ললে—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু! আপনি আদেশ করলেই তাকে—

পবিত্রবাবু আপত্তির সুরে ব'ললেন—না না দরকার নেই! ওসব ভাড়া করা কেষ্ট দেখানো—আমার ঢের জানা আছে।...বেরো বেটা—হবে না কিছু এখানে।

ব্রাহ্মণ ছেঁড়া চাদরের খুঁট দিয়ে কোটরগত চোখ্ দুটোর জল মুছতে মুছতে বেরিয়ে যাচ্ছিল, অনুসূয়া ভিতর থেকে ডেকে পাঠালেন।

খানিকপরে পবিত্রবাবুরও অন্দরে ডাক্ পড়লো।...ভিতরে এসে দেখেন—বামুন পরমাদরে আহারে ব'সেচেন!...সন্দেশ কচুরি...ক্ষীর অনেক রকম আয়োজন। তার ঠিক সুমুখে একতাড়া নোট,—অন্ততঃ হাজার খানেক টাকার!

পবিত্রবাবুর চোখ্ দুটো ব্যথায় টন্ টন্ করে উঠ্‌লো।

অনুসূয়াবুঝ্‌তে পেরে, হাসিমুখে ব'ললেন—দোষ একটুও নেই তোমার। ঘরপোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখ্‌লেই ভয়ে সারা হয়! কিন্তু সিঁদুরে মেঘের যে একটা শোভা আছে, তা থেকে তাকে বঞ্চিতই থাক্‌তে হয়। এইবার বোঝ—অপাত্রে দান করলে, দানের মর্য্যাদা হানি হয়, আর প্রকৃত অভাবী যারা, তারা পাওয়া থেকে বিমুখ হ'য়ে ফেরে।...কিন্তু আর নয়।...শরীরটা আমার বেশ সেরে উঠেচে, চলো দিন দশের মধ্যেই আমরা ক'লকাতায় রওনা হ'য়ে পড়ি।

কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণের তখন আহার শেষ হ'য়েছিল। অনুসূয়া তার চাদরের খুঁটে, নোটের তাড়াটা বেঁধে দিতেই, পবিত্রবাবু ব'ললেন—পেটের কাপড়ে লুকিয়ে নাও বাবা!

অনুসূয়া হেসে ফেলে ব'ললেন—ঘা খেলে পাথর থেকেও আগুন বেরোয় কিনা !...তা হ'লে পথ-ঘাটের কথাও খেয়াল আছে তোমার !

বামুন উঠে দাঁড়িয়ে ব'ললেন—আমি আর অন্য আশীর্বাদ করবো না মা !—আজ শুধু এই টুকুই ব'লে যাচ্ছি,—তোমরা পথ-ঘাটের খেয়াল যেন ভুল করো না কোন দিন।......

...দিন কয়েক যেতে না যেতেই অনুসূয়া ভয়ানক রকম জেদ ধ'রে ব'সলেন—ছেলেদের জন্যে মন বড্ড বেশী খারাপ হ'য়ে র'য়েচে—আর না বাড়ী চলো—

দ্বিতীয়

হাওড়া জেলার রামজীবনপুর। সেবাসমিতির আট চালা ঘর। কাল—সন্ধ্যা উত্তীর্ণ।

এইখানে আটচালাঘরের কিছু কিছু বিবরণ দিচ্চি।

ঘরের দেওয়াল মাটীর, চারিধারের দেওয়ালগুলোতে ছোট বড় মিলে না হবে পঞ্চাশটি পেরেক পোঁতা র'য়েচে। গোটা আটেক পেরেকের মাথায় একখানা ক'রে খদ্দরের ধুতি আর গোটা কতকের মাথায় একটা করে খদ্দরের জামা আর চাদর টাঙানো। একটা দেবদারু কাঠের খোলা আলমারীতে গুটিকতক বুকে-ছেঁদাওয়ালা ছোট ছোট বাক্স রাখা। বাক্সগুলির সংখ্যা আটটির বেশী নয়, কিন্তু তাদের নম্বর দেওয়া আছে একুশ থেকে আটাশ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ আটটি বাক্স—২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮।

এক কোণের একটা কুলুঙ্গীর মধ্যে একখানা নারকেলের মালা চাপা-দেওয়া গুটি দুই গাঁজার ক'ল্‌কে তখনও ঠাণ্ডা অবস্থায় প'ড়ে ছিল। এ ছাড়া তিনটি মাটীর গুড়্‌গুড়ি আছে, তাদের প্রত্যেকের মুখে ৩।৪ হাত লম্বা লম্বা জাহাঙ্গীর বাদ্‌শার আমলের আধময়লা আধা ছেঁড়া নল ও

কাজলা রাতের বাঁশী

লাগানো র'য়েচে। আর ডাবা হুঁকো অগুন্তি!...ছেঁড়া ক্যাম্পখাট, ভাঙা জল চৌকি, ছারপোকার কোটিং দেওয়া বেতের হাফ্‌ছাউনি চেয়ার, তেলপাকা মোড়া ইত্যাদি আসবাব পত্রও অনেকগুলি বর্ত্তমান।

এইবার ঘরের মালিকানি স্বত্ব নিয়ে, যাঁরা চেয়ার-মোড়া-খাট ইত্যাদির বুক আলো করে বসে আছেন, তাঁদের সম্বন্ধেই ব'লবো।

যেখানে যত বড় অথবা ছোট সমিতি অথবা অনুষ্ঠান আছে, সেখানে মিলেমিশে সমান স্বার্থ নিয়ে কাজ করতেও সকলকার হ'য়ে একজন মাথা থাকে। রামজীবনপুর সেবাসমিতিরও তেমনি একজন মাথা ছিল, —নাম তার করুণাসিন্ধু।...বয়েস পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ, চাম্‌চিকের মতন গঠন-সৌষ্ঠব, সাপের মতন চাউনি, শিকারী বিড়ালের মতন গোঁফ আর ভোর বেলায় মুরগী-ডাকের মতন মোলায়েম গলার আওয়াজ! গায়ের রঙ তামাটে, মাথার চুল কদম্‌-ফুলি, টিকি—টিক্‌টিকির লেজের মতন।... এ হেন সুপুরুষ কর্ত্তামশায়—আড্ডার অতি উত্তম চেয়ার খানিতে ব'সে, দেবদারু কাঠের আলমারী থেকে বাক্স গুলি নামাতে নামাতে ডাক্‌লেন —ক্ষীরোদ!

ক্ষীরোদ অর্থাৎ ক্ষীরোদবন্ধু গুহ, এগিয়ে এসে দাঁড়ালো।

কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কত নম্বর বাক্স ছিল?

—তেইশ।

—আচ্ছা, তারপর—বকু, শ্যামু, মুস্তফি......আর কে হে? সব আপন আপন বাক্স খুলে ফেল। কার কত নম্বর ছিল আমার মনে নেই—

সকলকারই বাক্স খোলা হ'লে, টাকা, পয়সা, দুয়ানি, সিকি, আধুলি

প্রভৃতির গণনা আরম্ভ হ'ল। মিনিট পাঁচ পরে, কর্ত্তা করুণাসিন্ধু তার প্রিয় চেলাটিকে ব'ললেন—মুস্তফী, মোট collection তাহ'লে কত হ'ল ?

মুস্তফী ছিল—যেমন ট্যাঙা তেমনি মোটা, তেমনি কদাকার! তার গলার আওয়াজটা ঠিক নিশিরাতের ঝিঁঝিঁর মতন। মুস্তফী টাকা পয়সা গুন্‌তে গুন্‌তে ঠোঁট দুটো শূয়ারের মত ছুঁচ্‌লো ক'রে শিস্‌ দিচ্ছিল। করুণাসিন্ধুর কথায় জবাব দিলে না। সে এক মনে সিকি-দুয়ানি গুলোর এপিট্‌ ওপিট্‌ টিপে ভাল মন্দর পরীক্ষা করছিল :...

করুণাসিন্ধু আবার প্রশ্ন কর্‌লে—ক্যাশ কত ?

মুস্তফী পূর্ব্বের মতই সিকি-দুয়ানির ভালমন্দ পরখ্‌ করতে করতে ব'ললে—হুঁ...বলি।

অতিষ্ঠ হ'য়ে করুণাসিন্ধু ব'ললে—হুঁ তো ক'রেই চ'লেছ...কত হ'ল ?

মুস্তফী আরও মিনিট দুই দেখে শুনে ব'ললে—পঁচাত্তর দশ আনা দেড় পয়সা।

ঝাঁ করে ক্ষীরোদবন্ধু ব'লে উঠ্‌লো—কোন্‌ বাক্সে কত—খেয়াল রেখেচ ?...আমার কিন্তু আয় অনেক হ'য়েছিল। ত্রিশ টাকার ওপর হবে।

করুণাসিন্ধু গম্ভীর হ'য়ে ব'ল্‌লে—যাক্‌, এক জায়গায় করে ফেল। তারপর কাল্‌কের balance কত র'য়েচে হে ?—তিনশো উনসত্তর না ? ...আচ্ছা,...অনেক হ'য়ে যাবে।...বকু, দু' ছিলিম তৈরী কর দাদা! একটু নেশা না হ'লে সুবিধে হচ্ছে না।

গাঁজা তৈরী হ'ল, খাওয়াও হ'ল। জন দুই ছাড়া বাকী সবাই নেশায় বোঁদ্‌ হ'য়ে ঝোপের বাঁদরের মত ঝিমুতে সুরু করলে।

কাজলা রাতের বাঁশী

করুণাসিন্ধু ব'ললে—অবিনাশ চাটুয্যের মেয়েটার কি হ'ল হে—মুস্তফী...বিয়ের ঠিক হ'ল কোথাও?...বয়েস তো ষোল-সতের উত্‌রে গেছে বোধ হয়।

মুস্তফী ব'ললে—সেবাসমিতিতে দরখাস্ত ক'রেছে হয় তো!...কিন্তু বেটার তেজটুকু তো কম নয়! আঁধুলের জয়রাম ঠাকুরকে ঠিক ক'রে দিলুম, একশো এক টাকা পণ আর একখানা ক'রে মোটা লালপাড় কাপড় দিলেই ড্যাং ড্যাং ক'রে বিয়ে হ'য়ে যেত।...তা বুড়ো চাটুয্যে বলে জয়রামের বয়স পঞ্চাশ বছরেরও বেশী। তার ব্যামো আছে, চাল-চু'লো নেই...তা ছাড়া পণের ঐ একশো এক টাকা, তা-ও আমাদের সমিতি থেকেই দিয়ে দেবার কথা ব'লেছিলুম।...তবু গররাজি!...

কৃপাসিন্ধু তার চেয়ারখানার পিঠের দিক্ থেকে গোটা দুই ছারপোকা বের ক'রে, টিপে মেরে, তার আঘ্রাণ নিচ্ছিল। বল্‌লে—বিষের ঘরে শূন্যি অথচ চক্কোরটা কুলোর মতন!...মরুকগে...তারপর ছারপোকায় রক্তমাখা আঙ্গুল দুটো চেয়ারের হাতলটায় মুছতে মুছতে ব'ল্‌লে—কিন্তু মরুকগে—ব'লেও তো শান্তি নেই হে মুস্তফী!...দু একটা লোক দেখানো কাজ না করলে,—এদিকে আমাদের যে ডান হাত বন্ধ হ'য়ে যায়।...হ্যাঁ ভাল কথা—ওহে বকু!—আজকের জমা খরচটা লিখে ফেলো।

বকু খাতাখানা নিয়েই ব'সে ছিল। ব'ল্‌লে—বলুন কি কত লেখা হবে।

করুণাসিন্ধু খানিকক্ষণ নীরব থাকার পর ব'ল্‌লে—লেখ—Collection—সতের টাকা তিন আনা আধ পয়সা। তারপর ক্ষীরোদের নামে খরচ

লেখ—ক্ষীরোদবন্ধু মোদক...খাই-খরচ বাবত ৫৲ টাকা। আর তেপাশার রামু কৈবর্ত্ত-র মেয়ের অসুখে ঔষধ-খরিদ আড়াই টাকা। এই লেখ—সাড়ে সাত। আর পাঁচ টাকা লেখ—কাঙালী-বিদায়।

ক্ষীরোদ ব'লে উঠ্‌লো—কিন্তু গাঁয়ের লোক সন্দেহ করবে যে।...

করুণাসিন্ধু ব'ললে—হুঃ—এই ক'রেই তুমি ব্যব্‌সা চালিয়েছ আর কি।...বকুচন্দর! কাল সকালেই দশ পনেরটা বাগ্‌দী-ডোমেদের ছেলে-বুড়ো ডেকে এনে,—একটা ক'রে পয়সা দিয়ে দিয়ো!...আর অমনি মুচি-পাড়ার এক বেটাকে ধ'রে এনে গাঁয়ে ঢেঁড্‌রা দিয়ে দিয়ো—সমিতিতে কাঙালী-বিদায় হবে।......অবশ্য বিদায়টা আধাআধি হ'য়ে গেলে, পরে যে আসবে তাকে ব'লে দিতে হবে—আজ আর নেই, আবার আর একদিন আসিস্‌।

সভ্যরা—এক তরফা রায় দিলে—করুণাসিন্ধুর মাথাটা ব্রিটিস্‌ গভর্ণমেণ্টে জমা দিলে লাখ খানেক টাকা পাওয়া যায়!...মগজের ঘিটুকু এম্‌নি টাট্‌কা আর তেজী!...বুদ্ধির ঘোর প্যাঁচ কত!

আনন্দে ফেটে পড়ছিল—শ্যামু। ব'ললে—দোহাই, দাদা!...ইকে যদি আধখানাও বোতল থাকে তো বের ক'রে ফেলো। ও গাঁজাতে আর জমাটি হচ্ছে না বাবা!

মুস্তকী এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। এইবার ব'ললে—কিরে ক্ষীরোদ! তোর সঙ্গে কথা ছিল কি?...বাবা, বোতল আধখানা কেন—পূরো পুরি দুটো বের ক'রে দিচ্ছি। লুকিয়ে রাখা ইকুটা তোদের সাম্‌নে এক্ষুনি প্রকাশ ক'রে ফেল্‌চি...কিন্তু ওর সঙ্গে আর কিছুর যোগাড় দেখ্‌!...বড়

ধোপার বোন্‌টা কি বলে?...পাঁচ টাকায় রাজী হ'য়েছিল না?... ক্ষীরোদ যা-না ভাই!...

ক্ষীরোদ তার খদ্দরের পাঞ্জাবীটা গায়ে চড়িয়ে ব'ললে—একটার কাজ নয় বন্ধু!...গুটি দশ টাকা দাও—ঐ পথে, চৌকিদার নিমে চাঁড়ালের বউটাকেও ধ'রে নিয়ে আসবো।—তা ছাড়া ওর বোন্‌টাও আস্‌তে পারে। ..ঘড়ির দিকে চেয়ে ব'ললে—এই তো এখন সাড়ে আটটা।... ন টার মধ্যেই নিমে ব্যাটা পঞ্চায়েতের বাড়ী শুতে যায়, আর বাড়ী ফেরে না। রাত বারোটা হ'তে হ'তেই রোঁদ্‌ দিতে বেরোয়।...মাগী নিগ্‌ঘাত্‌ আস্‌বে।

টাকা দেওয়া হ'ল। ক্ষীরোদ যাবার সময় ব'লে গেল—আমি চারটি খেয়েই, তাদের নিয়ে আস্‌বো। বাড়ীতে খাবার নিয়ে ব'সে থাক্‌বে... কিন্তু আমি না এলে যেন বোতল খুলে ফে'ল না।

করুণাসিন্ধু ব'ললে—তাই হবে।...কিন্তু বেশী দেরী করিস নি যেন। আবার ভোরে ভোরে বেটীদের সব পৌঁছে দেওয়া চাই।...

ক্ষীরোদ চলে গেল।

করুণাসিন্ধুর মাথায় বাস্তবিকই অনেকরকম মতলব যোগাতো।... নইলে এত বড় মজার কারবারটা বুদ্ধি খরচ ক'রে চালাতে পারে!... খানিকক্ষণ মাথা চুল্‌কে, আরও গোটাকতক ছারপোকা মেরে নাকে শুঁকে, ব'ললে—ওহে মুস্তফী!...অবিনাশ চাটুয্যের মেয়েটাকে যেমন ক'রে হোক্‌—গোত্তরে লাগাতেই হবে।...জয়রামকে পছন্দ না হয়, এক-কাজ করা যাবে,...একটা ভাড়া করা বর এনে হাজির করলে, বোধ হয় চাটুয্যে বুড়ো রাজী হ'তে পারে।

এহেন নূতন বুদ্ধির দৌড়টুকু সবাই ধ'রতে পারলে না। সকলে করুণাসিন্ধুর মুখের পানে হাঁ ক'রে চেয়ে রইলো।

করুণাসিন্ধু মুচকি হেসে ব'ললে—ধ'রতে পারলে না তো?...কেন দূর দেশ থেকে একটা 'বর' ধ'রে আনতে হবে।...দু হাত এক হ'য়ে গেলে,—ব্যাটাকে মেরে তাড়িয়ে দেখ।...তারপর মেয়েটার ভাগ্যে আর আমাদের ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।...আর যদি জয়রাম ঠাকুরকেই মেয়ে দিতে চাটুয্যে রাজী হ'য়ে যায়—তা হ'লে দুদিন পরেই হাতের নোয়া ফেলে, আমাদের গাঁয়ের জিনিস আমাদের গাঁয়েই ফিরে আসবে।...যদি না-ও আসে, তবু আঁধুলে আর রামজীবনপুর...এক ঘণ্টার পথ তো!...দেখা-শুনার কর্ত্তা আমরাই হ'য়ে থাকবো।...বলি দু-পাঁচখানা গাঁয়ের মধ্যে আমাদের সেবা-সমিতিকে অবিশ্বাসের চোখে তো আজ পর্য্যন্ত কেউ দেখেনি হে!...আর দেখতেও দেব না আমরা।...আমরা হলুম—গাঁয়ের নতুনদল!...আমাদের গুণের জৌলুসে, লোক এক কথায় উঠতে ব'সতে চায়!...আমাদের ভয়ে—হিন্দু-মুসলমান একঘাটে জল তোলে।...তবে মানিয়ে চ'লতে হবে বাবা!...কালকেই কাঙালী বিদেয়টা যেন আরম্ভ ক'রে দিয়ো।...বেশী না—একটি টাকার ব্যাপার!

মুস্তফী ব'ললে—কাল নটার মধ্যে বাক্স নিয়ে বেরুতে হবে।...টাকাগুলো যা আছে, আমাদের সংসার খরচ বাবতেও কিছু কিছু যাবে তো?...অন্ততঃ আরও শ দুই টাকা হাতে রাখার দরকার।

করুণাসিন্ধু এ কথার অনুমোদন করলে এবং আগামী কাল প্রাতঃকালেই যে ক'জনকে ভিক্ষায় বেরুতে হবে,—তাদের নাম লিখে বাইরের ক্যানেস্তারা-পিটানো নোটিস্ বোর্ডে টাঙিয়ে দিলে।

...ক্ষীরোদ বাবু ফিরে এল। সে সঙ্গে ক'রে যাদের আন্‌তে গেছ্‌লো, তারাও এসেচে!...

বোতল খোলা হ'ল।...

তারপর যে ভাবের তাণ্ডব-লীলা চ'ললো—সেটা আর খুলে ব'লবো না।...কেননা, সেবাসমিতির উপর আমাদের যে অগাধ বিশ্বাস আছে, সেটুকু অটুট রাখাই দরকার।

প্রকৃত সেবাসমিতি আছে ব'লে, আজও অনেক দায়গ্রস্ত ব্যক্তি অসময়ে উপকার পেয়ে ধন্য হয়।...যা দেশ-মাতৃকার ভূষণ, তার কলঙ্কময় চিত্রটা নাই বা দেখ্‌লুম!

তৃতীয়

সকালবেলা।

রামজীবনপুর—অবিনাশ চাটুয্যের বাড়ী। বাড়ী মানে একখানা আধ্‌ভাঙা মাটীর প্রাচীর দেওয়া খড়ের ছাউনি ঘর আর একখানা দরমার বেড়া দেওয়া চালা। সেখানে একপাশে রান্না হয়, আর একপাশে একটা ঢেঁকী পাতা আছে, তাতে ধান ভেঙে চাল তৈরী হয়। বড় ঘড়খানার এককোণে অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর আগেকার তৈরী একখানি অতি জীর্ণ কাঠের ছোট চৌকীতে, ছিন্ন নামাবলী ঢাকা-দেওয়া শালগ্রামশিলা আছেন। চাটুয্যে মশায় ফুল-তুলসী দিয়ে প্রতিদিনই তাঁর পূজো করেন আর মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য ঠাকুরের কাছে ব্যর্থ প্রার্থনা জানান।

চাটুয্যের সংসারে—ছোট একটি মাতা-পিতৃহীন পৌত্র, আর সতের বছরের অনূঢ়া কন্যা মমতা। মমতাই ঘরের গিন্নী,...তার মা নেই।

ভোর চারটেয় বিছানা ছেড়ে মমতা ঢেঁকীশালে চাল তৈরী করছিল। কাল বিকেলে, চাটুয্যে চার পাঁচটা পিতল-কাঁসার বাসন বিক্রী ক'রে এক টাকার ধান কিনে এনেছিলেন, তাই ভেঙে চাল ক'রে, তবে আজ রান্না হবে।

মমতা সব কাজ একলাই করতো। কিন্তু পাড়ার নাপিত-বউ সময়-অসময় এসে তার অনেক রকম সাহায্য করতো ব'লে, যে কাজ একলা

হ'য়ে ওঠে না, সে কাজ সে অনায়াসেই শেষ করতে পারতো।...আজকের ধান-ভাঙার ব্যাপারে নাপিত বউ সাহায্য করছিল।

চাল প্রায় তৈরী হ'য়ে এসেচে, এমন সময় চাটুয্যে তাঁর গৃহদেবতা শালগ্রামের জন্য ফুল-তুলসী তুলে বাড়ী ঢুক্‌লেন।

মমতা তখন একলা ছিল,—এই মাত্র নাপিত-বউ বাড়ী চ'লে গেছে।

চাটুয্যে দাওয়ার একপাশে, ঘটী থেকে জল নিয়ে, পা ধুতে ধুতে ব'ললেন—আজ আর বেশী কিছু রান্নার দরকার নেই মমতা! ঠাকুরের জন্যে যা হয় ভোগ রেঁধে দিস্।

মমতা জিজ্ঞাসু হ'য়ে চাইতেই তিনি ব'ললেন—আজ যে বিশুদার ছেলের ভাত। ওখানেই খাওয়া দাওয়া হবে।

মমতা ব'ললে—কিন্তু এখনও নেমন্তন্ন হয় নি বাবা!

চাটুয্যে হেসে ব'ললেন—পাগ্‌লি! তুই ভোর চারটেয় উঠেচিস্—তাই মনে হচ্ছে ঢের বেলা হ'য়ে গেছে।...নেমন্তন্ন করার এখনও সময় আছে।

মমতা মুখ নামিয়ে ব'ললে—নেমন্তন্ন হবে না বাবা! কাল নাইতে গিয়ে ঘাটে কথা হচ্ছিল।

—কি কথা?...হবে না কেন?

মমতা কথা কইলে না। আপন মনে কুলো দিয়ে চাল ঝাড়তে লাগ্‌লো। চাটুয্যে কন্যার তরফ থেকে কোন জবাব না পেলেও, আন্দাজে যে টুকু ধারণায় আন্‌লেন, তারই চিন্তায় তাঁর অন্য কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌বার ফুরসৎ হ'ল না।

মমতার চাল তৈরী শেষ হ'য়ে গেল। চাটুয্যে তখন একাগ্র হ'য়ে

ডাবা হুঁকোয় তামাক টানছিলেন।...সতের বছরের কন্যাকে পাত্রস্থ করতে না পারার অপরাধই যদি আজ তাঁর সমাজের কাছে সব চেয়ে গুরুতর সাজা পাওয়ার কারণ হয়, তা হ'লে সে সাজা তাঁকে মাথায় ক'রে বইতে হবে। কেন না—উপায় কোথা?...অথচ এ উপায়ের জন্য আজ তাঁকে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাতে হ'ত না,—যদি আজ পঁচিশ বছরের উপায়ক্ষম পুত্র ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে না চ'লে যেত।

বেলা বেড়ে চ'লেছিল। খোকা উঠে খাবার বায়না ধরতেই মমতা নারায়ণের প্রসাদী বাতাসা আর এক মুঠো মুড়ি দিয়ে ব'ললে—আমি নেয়ে আস্‌চি বাবা!...খোকা রইলো।

চাটুয্যে হুঁকোটা এক ধারে নামিয়ে রেখে ব'ল্‌লেন—হ্যাঁ যাও! ...তা হ'লে নেমন্তন্ন সত্যিই হ'ল না মা!...তারপর আপন মনেই ব'ল্‌লেন—কিন্তু কি আর কর্‌বো!—হাত-পা শিকল দিয়ে বাঁধা হ'য়ে গেছে!...উপায় কই?

মমতা কিছুই ব'ললে না। একটা মাটীর কলসী কাঁকে নিয়ে খুব ধীরে ধীরে নাইবার জন্যে বেরিয়ে গেল।

খোকা ব'ললে—দাদু! আজ ও বাড়ীতে ভোজ, না?...আমি কিন্তু এক সরা পায়েস খাবো, তা ব'লে দিচ্ছি!...সাত দিন তো জ্বর হয় নি, আজো বোধ হয় হবে না—কি বল?...খাবো তো?

চাটুয্যে খুবই অন্যমনস্ক হ'য়ে ছিলেন। কিন্তু খোকার উঁচু আশার কথা শুনে, তাঁর এমনি দুঃখ হ'ল যে, আজকের এই অতি নিকট আত্মীয়ের বাড়ীর সমারোহ কাজেই সমাজচ্যুত হওয়ায়, তাঁর আর দুশ্চিন্তার সীমা-পরিসীমা রইলো না।......অথচ তিনিই এক সময়ে

সমাজের মাথা ছিলেন ! খোকাকে বল্‌লেন—শীগ্‌গীর খেয়ে নিয়ে পড়তে ব'সো দাদু !...লেখাপড়া শিখ্‌লেই রোজ রোজ পায়েস খাবে।

খোকা কাঁদো কাঁদো হ'য়ে ব'ললে—কাল তো পণ্ডিত মশায় ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে আমাকে। বলে—মাইনে নিয়ে তার পর পড়তে আসিস।...ছ'মাসের মাইনে বাকী।

চাটুয্যে দেওয়াল-ঠেস-দেওয়া হুঁকোটা তুলে নিয়ে, নিবিষ্ট হ'য়ে টান্‌তে সুরু করলেন।...ক'লকের আগুন কোন্ কালে নিভে গেছে।

খোকা হাত ধুয়ে এসে তার বই দপ্তর নিয়ে চ্যাটাই পেতে ব'সলো। তারপর বইখানা খুলে, ব'ললে—আমি নিজে নিজে পড়বো দাদু ?...পদ্য-মালার সব আমার মুখস্থ, শুন্‌বে ?

রাতি পোহাইল উঠো বাছাধন,
কি খাবো মা কি খাবো মা,
বড় ক্ষুধা পেয়েছে।
রামদের বুধি গাই প্রসব হইল
হুড় হুড় হুড় হুড় মেঘ ডাকিছে
এঁকি গ্রীষ্ম ভাই প্রাণ আই ঢাই
কোথায় জুড়াই ভেবে না পাই।

চাটুয্যের চিন্তার ধারা একনিমিষে উল্টো দিকে চ'লে গেল।... আহা! পঁচিশ বছরের ছেলে গেঁছে—মাসে পঞ্চাশ টাকা মাইনে পেত!... এই কচি খোকা—এর কি ভরসা!. বুড়োবয়সে স্ত্রী গেছে, পুত্র গেছে, পুত্রবধূ গেছে...আজ কোন্ সাহসে এই শিশুর ভরসায়...

খোকা ব'ললে—শুভঙ্করী থানাও মুখস্থ হ'য়ে গেছে দাদু!—

কুড়োবা কুড়োবা কুড়োবা লিজ্জে

কাঠায় কুড়োবা—

মন প্রতি যত তঙ্কা হইবেক দর—

তঙ্কা প্রতি অষ্ট গণ্ডা—

সহসা পথথেকে কে ডাক্‌লে—চাটুয্যে মশায় আছেন নাকি?

চাটুয্যে শশব্যস্তে ব'ল্‌লেন—খোকা! খোকা! চুপ চুপ! দেখ্‌তো কে ডাক্‌লে?...তারপর নিজেই হাঁক দিলেন—কে?

—একবার ও বাড়ীতে আস্‌বেন।......

—কে—করুণাসিন্ধু!...আচ্ছা বাবা যাচ্চি আমি। এক্ষুনি এলুম ব'লে।...খোকা!—তুই পড়্‌—আমি এক্ষুনি ঘুরে আসচি। পিসীমা এলে বলিস—নারায়ণের ভোগ চড়িয়ে দিতে।...আর কিছুর দরকার নেই।... আজ আমাদের নেমন্তন্ন—ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে সে একরকম পাগলের মতই বেরিয়ে গেলেন।

মমতা স্নান সেরে বাড়ী ফিরে এল। খোকা ব'ললে—বেশীকিছু রেঁধ না পিসীমা! খালি ঠাকুরের ভোগ।...আজ আমাদের নেমন্তন্ন।

মমতা জলের কল্‌সীটা নামিয়ে রেখে, কাপড় ছাড়তে ঘরে ঢুকে ব'ললে—বাবা কোথারে?—

—দাদুও বাড়ীতে গেল।

মমতার বিরক্তিও যেমন হ'ল—দুঃখ লজ্জা এবং নিজ জীবনের প্রতি ধিক্কারও ঠিক ততখানিই হ'ল।...ছিছি—এহেন পোড়া অদৃষ্ট নিয়ে পৃথিবীর কষ্ট আর সে কতকাল বরদাস্ত করে থাক্‌বে!

খোকা তখন পড়ছিল—

জগতের আদি তুমি অনাদিকারণ—

ভক্তি ভরে করি তব চরণ-বন্দন!

...মমতা সিক্ত বসনেই দুটি হাত যোড় করে নারায়ণের সম্মুখে ব'সে পড়লো!—ঠাকুর! ঠাকুর! ভক্তি কি কোনদিনই কর্‌তে পারিনি তোমায়?...এতকাল এত প্রাণমন দিয়ে সেবা করে এসেছি—সে সব কি অভক্তির?...

চাটুয্যে বাড়ী ঢুক্‌লেন। সঙ্গে তাঁর করুণাসিন্ধু আর মুস্তফী।

খোকা ব'ল্‌লে—দাদু! আজ মাইনে দেবে? না বাড়ীতেই পড়বো?

চাটুয্যে মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে ব'ললেন—মাইনে তো নেই দাদু!... বাড়ীতেই পড়ো।

করুণাসিন্ধু ব'ললে—মাইনে বাকী আছে বুঝি?...পণ্ডিত ব'কেছিল, না খোকা?

—হ্যাঁ।...তাড়িয়ে দিয়েছিল কাল।

করুণাসিন্ধু ব'ললে—মুস্তফী,—দাওতো খোকাবাবুর মাইনেটা।... কত রে খোকা?

তিনটাকা। আটআনা হিসেবে ছমাসের বাকী।

মুস্তফী তৎক্ষণাৎ তিনটি টাকা বের করে, খোকা যে চ্যাটাইখানায় ব'সে ছিল, তারই এক কোণে রেখে দিলে।

খোকা টাকা কটা তুলে নিয়ে, ঘরে গিয়ে মমতার হাতে দিয়ে ব'ললে —আমার মাইনে...রেখে দাও পিসীমা!...তার পর তখনি বেরিয়ে এসে খাতার কাগজ ভাঁজ করতে করতে আপন মনেই ব'লতে লাগ্‌লো

—ছ'খানা ইংরাজী ছ'খানা বাংলা...বারোখানা হাতের লেখা...ধাঁ করে লিখে ফেল্‌বো।...হ্যাঁ দাদু, টিপিনের সময় ছুটী আনবো তো?...ভোজ কখন হবে?

চাটুয্যে তখন করুণাসিন্ধু ও মুস্তফীর সঙ্গে গোপন পরামর্শ করছিলেন।......

মমতা ঘর থেকে রান্নাঘরে যাবার সময় একটিবার আড়চোখে চেয়ে গেল।...করুণা এবং মুস্তফীও দু তিন বার চাইলে।

চাটুয্যে বল্‌ছিলেন—সমাজের এককালে আমিই মাথা ছিলুম করুণা! তোমরা তখন ঐ খোকার মতন কচি:ছেলে। কিন্তু সত্যিকথা বল দেখি বাবা!—আজ সেই সমাজে একঘরে হয়ে থাকাটা কি আমি সইতে পারি?

করুণা ব'ললে—আমরা দল বেঁধে আপনাকে যেমন করে হোক রক্ষা করবোই।...তবে বিয়েটা যাতে হ'য়ে যায়, তার ব্যবস্থা দেখুন।... আমাদের গাঁয়ের নিন্দেটা যদি আর পাঁচজন লোকে গেয়ে বেড়ায়,— সেটা কি আমরাই কাণে শুনে ব'সে থাকৃতে পারি?

মুস্তফী ব'ললে—জয়রাম ঠাকুরকে মেয়ে দিতে আপনি এত আপত্তি করছেন কেন?...বয়েস তো খুব বেশী নয়। তা ছাড়া আপনার মেয়েও ছোট হ'য়ে নেই।...ওসব বয়েসের মেয়েদের এম্‌নি ঘরেই মানাবে ভাল।...অবস্থা সচ্ছল, পয়সা আছে।...আপনার সুবিধে কত!

...চাটুয্যে ব'ললেন—একটি পয়সাও খরচ করবার ক্ষমতা নেই বাবা!...সে একশো একটাকা পণ চায়!...কোত্থেকে দেব? আমার সম্বলের মধ্যে তো ঐ নারায়ণ!

করুণাসিন্ধু উৎসাহিত হ'য়ে ব'ললে—বলি আমাদের সমিতিটা তবে ক জন্য র'য়েচে ?...গরীবকে সাহায্য করাই যে আমাদের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য চাটুয্যে মশায় !...একশো এক টাকা কেন ? পাঁচশো টাকা পণ হইলেও আমরা দেব। আপনি চিন্তা করছেন কেন ?...

সোৎসাহে চাটুয্যে ব'লে উঠ্‌লেন—পাঁচশো টাকাই যদি দেবে করুণাসিন্ধু !—তবে জয়রামকে বাদ দিয়ে, অন্য একটি ভালছেলে খোঁজ করতে দোষ কি বাবা ?

—কিন্তু সময় কোথা ?...আজ তো এখনি সমাজের কাছে দিব্যি করে এলেন—এক হপ্তার ভেতর মেয়ের বিয়ে দেব।...যদি এই এক হপ্তার মধ্যে বর না জোটে—তখন ?...কি করবেন ?

মুস্তফী পরম বিজ্ঞের ভাব দেখিয়ে ব'ললে—বুড়ো বয়সে নানা দিকে শোক তাপ পেয়ে, আপনার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে চাটুয্যে মশায়! নইলে—আপনি এটুকু অবিশ্বাস করেন কেন ?—আমরা কি মমতার জন্যে কম খোঁজা খুঁজি করেছি—না করছি ? এমন দিন নেই, যেদিন অন্ততঃ দুজন করেও লোক আমরা নানা জায়গায় পাঠাতে কসুর রেখেচি !...মেলে না।...তবে চার পাঁচ হাজার তো খরচ করবার শক্তি নেই আমাদের।...তাহলে অবিশ্যি কথা ছিল।

চাটুয্যে প্রায় দশমিনিট কাল নীরব চিন্তার পর একটা দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে ব'লে উঠ্‌লেন—তবে তাই হোক্।...ভাগ্যের চেয়ে বড় জিনিষ ব্রহ্মাণ্ডে নেই।...নারায়ণ যা করবেন তাতো জানিই—হবে।...তা হ'লে জয়রামকেই ধরি—কি বল ?

করুণা ব'ললে—এর আর ধরাধরি কি ?...তিনি তো রাজী হ'য়েই

র'য়েচেন।...আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমি বিকেলের ঝোঁকে তাঁর কাছে সব কথা লিখে লোক পাঠিয়ে দেব।

অবিনাশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে সায় দিলেন। করুণাসিন্ধুরা তাঁকে আরও অনেক রকমে সান্ত্বনা দিয়ে আড্ডায় চ'লে গেল।...

মমতার ভোগরান্না সারা হ'য়ে গেছলো। বাইরে এসে দেখ্‌লে—চাটুয্যে দুই হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে ব'সে র'য়েচেন!...মমতার বুকখানা মুচ্‌ড়ে উঠ্‌লো!...হা-রে অভিশপ্ত জীবন—এই গরীবের ঘরের অনূঢ়া কন্যাদের!

মমতা খুব দ্বিধা এবং ভয়ের সুরে আস্তে আস্তে ডাক্ দিলে—বাবা!

অবিনাশ মাথা তুলে চাইলেন। উদাস মর্ম্মান্তিক ব্যথাভরা সে চাহনি!

মমতা মনের দুঃখটাকে গোপন রাখার চেষ্টা কর্‌ছিল যতই, ততই সেটা বাইরে বেরিয়ে আস্‌তে চাচ্ছিল।...কোন রকমে ব'ললে—নাইতে যাও বাবা!...বেলা অনেক হ'য়েচে।

চাটুয্যে উঠে দাঁড়িয়ে ব'ললেন—এই যে মা—যাচ্ছি!...তোর সব হ'য়ে গেছে—রান্না বান্না? খোকার খাওয়া হ'ল?

মমতা বাপের আন্তরিক শোচনীয় অবস্থাটুকু আরও ভাল ক'রেই টের পেলে। ব'ললে—নারায়ণের ভোগ রান্না হ'ল। আমাদের জন্যে তো তুমি রাঁধ্‌তে বারণ করেছিলে!...ব'লেই আর কিছু শুন্‌বার প্রত্যাশা না ক'রে, ঘর থেকে একটী ছোট্ট বাটীতে মাথাবার তেল এনে দিলে।

চাটুয্যে ভয়ানক গম্ভীর হ'য়ে আপন মনে অনেকক্ষণ ধ'রে খালি তাঁর

বাঁ হাতটায় তেল মালিশ কর্‌ছিলেন। বোধ হয় স্নানে যাওয়ার কথা তাঁর বিস্মরণ হ'য়ে গেছলো। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—খোকা কোথারে?

মমতা ব'ললে—ইস্কুলে...

—খাওয়া হয় নি?

—মুড়ি খেয়ে গেছে। টিপিনে এসে—ওবাড়ীতে...

—"হুঁ" ব'লে চাটুয্যে গামছাখানা কাঁধে নিয়ে স্নানের ঘাটে চ'লে গেলেন।

মমতা দাওয়ায় পা ছড়িয়ে ব'সে ভাব্‌তে লাগলো—তার দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত এই হেয় জীবনটার কথা!—যার প্রতি অংশে অংশে অসংখ্য আশাবাসনার অঙ্কুর গজিয়ে উঠেচে!......

মমতা একনিবিষ্ট হ'য়ে ব'সে ছিল। তাদের অনুগত এবং ভালবাসার লোক—নাপিতবউ বাড়ী ঢুকে ব'ললে—ওমা!—ও কিরে?...মমি!

মমতা চম্‌ক খেয়ে ভাল হ'য়ে ব'সলো। ব'ললে—চুপচাপ ব'সে র'য়েচি ব'লে—তাক্ লেগে গেছে বুঝি?...আজ যে ও বাড়ীতে ভোজ!... ঠাকুরদের রান্না অনেকক্ষণ হ'য়ে গেছে।

—কত্তা মশায় কোথা গেলেন?

—তাঁর কথা আর বলিস্ নি দিদি!—এতক্ষণে নাইতে বেরিয়েছেন।

নাপিতবউ মমতার অনেকখানি কাছাকাছি হ'য়ে ব'ললে—একটি বাবু এসেছেন, কত্তা মশায়ের সঙ্গে দেখা করবেন।...

মমতার বুকখানা ধক্ ক'রে উঠ্‌লো।—হয়তো বা আঁধুলের জয়রাম ঠাকুরই এসে পড়েছে!...ব'ললে—কে?...কোথা?

—আমাদের দরজায় বস্‌তে দিয়ে এলুম। বলে—গাঁয়ের মধ্যে সব

চেয়ে যে ভাল লোক, তার সঙ্গে দেখা করবো।...আমি কর্ত্তা মশায়ের নাম ছাড়া আর কাকেও ব'লতে পারলুম না।...

মমতা ভয়ে ভয়ে আর খুব ধোঁকার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে—কি রকম চেহারা বলতো—বুড়ো?

—না না বুড়ো কে ব'ললে?...ভয়ানক রাশ-ভারি লোক। ডাক্‌বো নাকি?

মমতা ব'ললে—বাবা আসুন তারপর।...

নাপিতবউ চ'লে যাচ্ছিল। মমতা ডাক্‌লে—ও দিদি!—শুনে যা... হ্যাঁ, দেখ্‌ বাবা এলেও, তাঁকে আমাদের বাড়ীতে একটুখানি পরে নিয়ে আসিস। নারায়ণের ভোগ পূজোর সময় উত্‌রে গেছে। ভদ্রলোক বাড়ীতে এলে, বাবা এসে এসেই তো পূজোয় ব'সতে পাবেন.না। অন্ততঃ তাঁর সঙ্গে দু চারটে কথাবার্ত্তাও কইতে হবে তো?

নাপিতবউ "আচ্ছা" ব'লে চ'লে গেল।

ঠিক এক সময়েই চাটুয্যে স্নান ক'রে বাড়ী ঢুক্‌লেন। নাপিত বউ-এর সঙ্গে মমতার কথার শেষ দু একটা তাঁর কাণে গেছলো। তিনি ভেবেছিলেন—হয়তো নিমন্ত্রণ বাড়ীর কোন কানা ঘুষোর কথা!... জিজ্ঞাসা করলেন—নাপিতবউ কি ব'লছিলরে মমতা?

মমতা ভেবেছিল—ভদ্রলোক আসার কথা ঠাকুরের পূজো সাঙ্গ হ'য়ে গেলে ব'লবে। কিন্তু আগেই ব'লতে হ'ল। ব'ললে—কে একজন ভদ্রলোক এসেচেন, তিনি গাঁয়ের মধ্যে সব চেয়ে ভাল লোকের সঙ্গে দেখা করতে চান।...নাপিত দিদি তোমার নাম ক'রে দিয়েছে।... লোকটি ওদের দরজাতেই ব'সে আছেন।

চাটুয্যে মশায় ব্যস্ত হ'য়ে ব'ললেন—তবে তাঁকে নিয়ে আয় মা!... যা, গিয়ে বলগে—আমাদের বাড়ীতে আসুন!...ছি, ছি...এত বেলায় ভদ্রলোক অতিথি!...যা যা!—

মমতা লজ্জায়—যেতে পারছিল না। কুমারী সে, কিন্তু কুমারী কন্যার যতখানি বয়স পর্য্যন্ত কুমারী হ'য়ে থাকা উচিত, ততখানি বয়স সে বহুদিন ছাড়িয়ে গেছে। তবু বাপের ব্যস্ততায় যেতে হ'ল।

চাটুয্যে পা ধুয়ে, গামছাখানায় মুছতে মুছতে ডাকলেন—মনি!—ও মমতা! শোন্...

মমতা ফিরে এলো।

চাটুয্যে ব'ললেন—নাপিতবউ না হয় বানিয়ে ব'লেছে আর আপন বুদ্ধিতে আমার নাম ক'রেছে। কিন্তু তাঁকে ডেকে আনা কি ঠিক হবে?...এত বড় গাঁয়ের মধ্যে আর সব যাঁরা র'য়েচেন—

মমতা গর্ব্বিত হ'য়ে ব'ললে—তাঁদের চেয়ে, তোমারই ডেকে আনার সাহস বেশী আছে বাবা!...তা ছাড়া তুমি নিজে হ'তে তো তাঁকে ডাকোনি বাবা! ডেকেচে নাপিত দিদি, আর এখন ডাক্‌তে চ'লেছি—আমি নিজে। ব'লেই আর দাঁড়ালো না। কেবল যেতে যেতে ব'লে গেল—ভোগ পুজোটা আগে শেষ ক'রে নাও বাবা! ততক্ষণ আমি নাপিত দিদির কাছে বসচি।...ভোগের ঘণ্টা শুন্‌তে পেলেই আমি তাঁকে ডেকে আন্‌বো।

...তারপর প্রায় আধ ঘণ্টা নাপিতদের বাড়ীতে অপেক্ষা করার পর, ভদ্রলোকটিকে নাপিত বউ এর দ্বারাতেই মমতা আপন বাড়ীতে আনা করালে। নিজে তাঁর সাম্‌নে বেরুলো না।

চাটুয্যের ঠাকুর-সেবা সাঙ্গ হ'য়ে গেছলো।

ভদ্রলোক বাড়ী ঢুকতেই—"আসুন—আসতে আজ্ঞা হয়" ইত্যাদি বলে সম্বর্দ্ধনা করলেন।...মমতা ভাঙ্গা পাঁচিলটার ফাঁক্ দিয়ে বাড়ী ঢুকেছিল।

চাটুয্যের স্নানাহ্নিক পূজা সবই শেষ হ'য়েছিল কিন্তু খাওয়া হয়নি। তবু তিনি ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশ খুসী হ'য়ে আলাপ জমিয়ে দিলেন।

একথা সেকথার পর ভদ্রলোক ব'ললেন—আমার নাম পবিত্রকুমার সরকার, ক'লকাতায় ভবানীপুরে বাড়ী।...কোন দরকারের জন্যে আপনাদের এখানে যে সেবাসমিতি আছে, তারই সম্বন্ধে কিছু কিছু জান্তে এসেচি। আমি এখানকার মধ্যে কাকেও জানিনে, তবু প্রথমে গাঁয়ে পা দিয়েই দু একটি চাষা মজুরকে ভাল লোকের নাম জিজ্ঞাসা করাতে, আপনার নামই তারা ব'লেছিল।

চাটুয্যে বিনয়-নম্রতা ইত্যাদি জোর ক'রে দেখালেন না। কেননা, এসব তাঁর স্বভাবের মধ্যে এতই বেশী ছিল যে,—দেবতুল্য চরিত্রটুকু-খালি এই জন্যই সদাসর্ব্বদা মাধুর্য্যমণ্ডিত হ'য়ে থাক্‌তো।

পবিত্রবাবু ব'ললেন—রামজীবনপুর সেবাসমিতির কথা আপনি নিশ্চয়ই জানেন?

চাটুয্যে পবিত্র বাবুর প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে, ডাক্‌লেন—মমতা!

নাপিত বউ বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো। চাটুয্যে ব'ললেন—মমতাকে ব'লে দাও—ঝাঁ ক'রে একটা ভাল রকম কিছু রান্না কর্‌তে।...এঁর খাওয়ার সময় উত্‌রে গেছে।...সকালে খাওয়া অভ্যেস্...

পবিত্র বাবু একদম্ অবাক্ হ'য়ে গেছলেন!...এই চাটুয্যের সম্বন্ধে তিনি অন্যের কাছ থেকে ভাল লোক ব'লে সার্টিফিকেট পেলেও, এতক্ষণে প্রমাণ যা পেলেন, তাতে ভাল লোক যাঁরা, তাঁরা যে এঁর চেয়েও বেশী ভাল হ'তে পারেন না—এটুকুই তাঁর সব চেয়ে দৃঢ় ধারণা হ'ল।... বাস্তবিকই তিনি ক্ষুধার্ত্ত আর পিপাসার্ত্ত হ'য়েছিলেন।

অতিথি-সেবা চাটুয্যের বংশগত প্রথা আর মমতার ও তাই।... সুতরাং পবিত্র বাবু বিদুরের খুদ কণায় পরিতৃপ্তির সঙ্গে ভোজন শেষ করলেন। অথচ তিনি এক তিলার্দ্ধের জন্যও ভাব্‌তে পারেন নি যে, এই রামজীবনপুরে সামান্য আধ ঘণ্টার কাজে এসে, আজ এমন ক'রে তাঁকে অপরিচিত এক পরিবারের মধ্যে অতিথি হ'তে হবে।

সেবাসমিতির উপর আজ প্রাতঃকাল থেকেই চাটুয্যের ভয়ানক উঁচু ধারণা জন্মে গেছে। সুতরাং পবিত্রবাবু সমিতির উঁচু সার্টিফিকেটখানা চাটুয্যের হাত দিয়েই লিখে নেওয়ার মতলব করছিলেন। ব'ললেন—দেখুন চাটুয্যে মশায়! আপনাদের এই সমিতি সম্বন্ধে আমি খুবই বিশ্বাস রেখেছিলুম, কিন্তু আমার স্ত্রী বলেন—আজকাল অনেক জায়গাতে ধর্ম্মের সাইন্‌বোর্ড টাঙিয়ে লোকে অধর্ম্মের কারখানা খুলে ব'সেচে।...আমার অবিশ্যি একথা শুনে মনে আনন্দ হয়নি। আপনাদের দোরে অতিথি হওয়া দেখেই তা বুঝ্‌তে পারছেন নিশ্চয়!—ব'লে হাস্‌তে লাগলেন।

চাটুয্যে ডাক দিলেন—মা মমতা!

এবার লাজুক লাজুক ভাব নিয়ে মমতাই বেরিয়ে এল। চাটুয্যে ব'ললেন—দোয়াত কলম আর একখানা কাগজ নিয়ে আয়তো রে!

তারপর পবিত্র বাবুকে ব'ললেন—আমার এই মেয়েটির বিয়েতে, রামজীবনপুর সেবাসমিতি ধরতে গেলে সব খরচাই দিতে চেয়েছেন।...

মমতা কাগজ-কলম ইত্যাদি নিয়ে এলে, চাটুয্যে প্রাণের উচ্ছ্বাসে রামজীবনপুরের সেবাসমিতিকে ভগবানের সৃষ্ট কল্পবৃক্ষের মতই বড় ক'রে, খুব লম্বা চওড়া একখানা প্রসংশাপত্র লিখে দিলেন। তখনও তাঁর আহার হয়নি। নিমন্ত্রণ বাড়ীর ডাক এসে পৌছুবে, কি পৌঁছে গেছে সে খবরও নিতে ভুলে গেছেন। ব'ললেন—পবিত্র বাবু!...মা লক্ষ্মীকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ে ব'লবেন—তাঁদের মত রত্নগর্ভা জননীদের সন্তান এখনও সংসারকে অভাব অভিযোগের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে! ...এখানকার সমিতির যে কজন সভ্য র'য়েচে তারাও রত্নগর্ভা মায়ের সন্তান।

পবিত্র বাবু মৃদু মৃদু হাস্‌তে লাগলেন।

চাটুয্যে ব'ললেন—বহু পুণ্যে আজ আপনার মত অতিথি লাভ করেছি। আজ আমার আনন্দের দিন—

তাড়াতাড়ি ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে, পবিত্র বাবু চাটুয্যের পদধুলি মাথায় নিলেন।

চাটুয্যে বিস্ময়ে পিছিয়ে এসে ব'ললেন—আমি প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করলুম—আপনি চির জয়ী হোন্!...তারপর আত্মশক্তির মহিমায় মনে মনে যথেষ্ট প্রীত হ'য়ে উঠ্‌লেন।

পবিত্র বাবু ঘড়ি দেখে ব'ললেন—আর বেশী দেরী নেই, গাড়ীর সময় হ'য়ে এল। তা হ'লে প্রণাম।...

চাটুয্যে চোখ মুছে ঈষৎ দুঃখের সঙ্গেই ব'ললেন—আপনি ব্রাহ্মণ—

প্রণাম করবেন না।...কিন্তু এই দুপুর বেলায়, দুপুর কেন—বিকেল হ'তে চ'লেছে,...পায়ে হেঁটে—

—না না, গাঁ ঢুক্‌তে সেই ভাঙা মন্দিরটার পাশে আমার গাড়ী র'য়েচে, লোকজন র'য়েচে। পায়ে হেঁটে যাবো কেন? তা ছাড়া ষ্টেশন তো এখান থেকে বেশী দূরে নয়।

তারপর—মুহূর্ত্তে বিদায় পালার অঙ্ক শেষ হ'ল।...

মমতা খিদের জ্বালায় মুড়ি সুড়ি হ'য়ে ব'সে ছিল। খোকা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ঢুক্‌লো।...চাটুয্যে তাড়াতাড়ি তাকে কোলে নিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করতেই সে ব'ললে—আমার কাণ ম'লে তাড়িয়ে দিলে—

মমতা আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'ললে—কেন, টাকা যে দিলুম তখন, আবার কেন?...পড়া হয়নি বুঝি?

খোকা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে জানালে—ভোজের বাড়ীতে সকলে ব'সে গেছে, সেও ব'সেছিল—রক্ষেকর ঠাকুর কাণে ধ'রে উঠিয়ে দিলে!—বলে—তোদের নেমন্তন্ন করলে কে?

অতিথি-শুভাগমনে চাটুয্যের এসম্বন্ধে কেন খেয়ালই ছিল না। পবিত্র বাবুকে নিমন্ত্রনের কথা জানিয়ে, নিজে খাননি তাঁকে খাইয়েচেন অথচ খাওয়ার ডাক আসতে এত দেরী হচ্ছে যে কেন—এই প্রশ্নটা, মনের মধ্যেও ঠাঁই দেওয়ার অবকাশ পাননি। কন্যাকে ডেকে ব'ললেন—মমতা, ঘরে যা কিছু আছে বেড়ে নিয়ে আয়, তিনজনে ভাগ ক'রে খাই।

মমতা আদেশ পালন করলে, কিন্তু মুখ দিয়ে একটা কথাও বের করলে না।......

সন্ধ্যার পর নারায়ণের কাছে প্রার্থনা শেষ ক'রে চাটুয্যে খোকাকে নিয়ে পড়াতে বসিয়েছেন, ডাক এলো,—সমাজের মিটিং হবে।

মমতা চুপি চুপি এসে ব'ললে—দরকার নেই বাবা! অযথা অপমান সইতে গিয়ে কি হবে?...

চাটুয্যে মৃদু হেসে কন্যাকে প্রবোধ দিলেন—জঙ্গলের ভেতর বাস করছি মমতা,—বনের রাজা যে;—তার সঙ্গে বিবাদ ক'রে তো ফল হবে না কিছু!...দেখি কি বলে।

মমতা দাঁতে ঠোঁট কাম্‌ড়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

খোকা ব'ললে—যেয়ো না দাদু! ওরা আজ আমায় ভোজ খেতে দেয় নি!......

* * * *

গ্রাম্য সমাজের মিটিং...রঙ্কেকর ঠাকুরের চণ্ডীমণ্ডপে অনেক লোক জমা হ'য়েছিল। সেবাসমিতির সভ্যরাও হাজির আছে।......

—চাটুয্যে খুড়ো,—তোমাকে সমাজ থেকে বাদ দেওয়া হ'ল।

—তা তো দেখ্‌তে পাচ্ছি। কিন্তু গুরুতর অপরাধটুকুই বুঝ্‌তে পারছিনে।

—অত বড় আইবুড়ো মেয়েকে তুমি ঘরে রেখেচ—

—কিন্তু সে মীমাংসা তো ও বেলাতেই শেষ হ'য়ে গেছে।...এক হপ্তার ভেতর আঁধুলের জয়রাম ঠাকুরকে কন্যা দান করবো।

—পরস্পর শুন্‌লুম—তোমার মেয়ের চরিত্রদোষ ঘটেচে।

চাটুয্যে কট্‌মট্ ক'রে চেয়েই, বিনা বাক্যব্যয়ে সভামণ্ডপ ত্যাগ ক'রে গেলেন।

সভার প্রত্যেক সভ্যরা চেয়ে দেখ্‌লে—বৃদ্ধের মুখে রাজ্যের ঘৃণা একসঙ্গে ফুটে উঠেছে যেন!......

অবথা অপবাদের ভিত্তি তুলেছিল—সেবাসমিতির প্রধান সভ্যগণ। —যারা প্রাতঃকালে, চাটুয্যে মশায়কে নানারকমে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছিল।...

চতুর্থ

"আমি বহুপ্রকারে অবগত আছি যে, রামজীবনপুর সেবাসমিতি, আমাদের স্থানীয় কতকগুলি সম্ভ্রান্ত বংশের যুবক সম্প্রদায় কর্তৃক গত কয়েক বৎসর হইতে অতীব শৃঙ্খলার সহিত সুপরিচালিত হইয়া আসিতেছে। ইহার স্নিগ্ধ ছায়ায় বসবাস করিয়া অনাথ, আতুর, চিরদরিদ্র, পঙ্গু, কন্যাদায়গ্রস্থ প্রভৃতি বহু অভিশপ্ত ব্যক্তিরা নিশ্চিন্ত হইয়া স্ব স্ব দায় হইতে উদ্ধার পাইতেছে। আমি এখানকার স্থানীয় অধিবাসী,—এবং কন্যাদায়গ্রস্থ, আমার কন্যার বিবাহ সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারই এই সেবা-সমিতি কর্তৃক পরিদৃষ্ট হইতেছে।...এক কথায় বলিতে গেলে—এই সেবাসমিতি বাস্তবিকই সেবাসমিতি।"

অবিনাশ চাটুয্যের লিখিত এই সার্টিফিকেটখানা প'ড়ে, অনুপমা ভয়ানক আশ্চর্য্য হ'লেন, এবং বিস্মিত ও বড় কম হ'লেন না। স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে, ঈষৎ অনুতপ্ত হ'য়ে ব'ললেন—সেদিন অতগুনো কথা ব'লে ভা-রি অন্যায় ক'রেছিলুম।...কিন্তু পাঁচজন বদ্‌লোক মিলে একজন ভাল লোকের স্বার্থ হানি করে,—এইটাই আজকালকের চল্‌তি কায়দা হ'য়ে প'ড়েছে।...যাক্—তা হ'লে যদি তোমার সাধ যায়, তো রামজীবন-পুরে কিছু টাকা সাহায্য পাঠিয়ে দিয়ো।...বিশেষ ক'রে এই চাটুয্যে মশায়ের কথা তুমি যা ব'লছো, তাকে সমিতি সম্বন্ধে ম'রে গেলেও আমার অন্য ধারণা আসবে না।...

অভিভূত হ'য়ে পবিত্র বাবু অবিনাশ চাটুয্যের গুণ বর্ণনা করতে লাগলেন।

অনুসূয়া ব'ললেন—আচ্ছা আর একটা কাজ করলে হয় না?—মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্য ক'রে, যদি আমরা চাটুয্যে মশায়কে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিই?...সমিতির কাছ থেকে সাহায্য তো তিনি নিচ্ছেনই!

পবিত্র বাবু চিন্তা ক'রে ব'ললেন—আমার কিন্তু পাঠাতে ভরসা হয় না।...যদি না নিতে চান! সমিতির কাছে সাহায্য চেয়েছেন ব'লে যে সকলকার কাছেই হাত পেতে বেড়াবেন,—এটুকু যেন তাঁর স্বভাবের মধ্যে খাপ্ খায় না ব'লে মনে হচ্ছে।...যাক্, তা হ'লে সেবাসমিতির কর্ত্তা মশায়কে একখানা চিঠি লিখি—কি বল?...তাঁর কোন বিশ্বাসী লোক পাঠিয়ে দেবেন,—তারপর আমরা যা পারি সাধ্যমত দিয়ে দেব।...সেই সঙ্গে চাটুয্যে সম্বন্ধেও অনেক কথা জানা যাবে।

অনুসূয়া খুসী হ'য়ে মত দিলেন। এই সময় ছোট ছেলে কানন এসে ব'ললে—মা, দাদার ভয়ানক বিপদ!

ছেলের বিপদের বার্ত্তা শুনে মা-বাপ দুজনেই ভয়ে আঁতকে উঠ্লেন।

কানন ব'ললে,—ভয় পাবার বিপদ নয়।—দাদার এক বন্ধুর বিয়ে, তাই সেখানে যেতে হবে।...

পবিত্র বাবু ব'ললেন—তা বেশ তো যাবে।...এতে আবার বিপদ কি হ'ল রে?

কানন ব'ললে—অনেক দিন আগে মা বুঝি নিষেধ ক'রেছিল।

অনুসূয়া হাস্তে হাস্তে ব'ললেন—ওঃ—এই কথা!...আচ্ছা ডেকে আন্ তাকে। ব'লেই ডাক দিলেন—লহর!...

বড় ছেলে ঘরে এসে বেশ সপ্রতিভ হ'য়ে দাঁড়াতে পার্লে না। পবিত্র বাবু ব'ললেন—কি লহর! তোর নাকি বন্ধুর বিয়ে?...কবে রে?

লহর জবাব দিলে—আর ছদিন পরে।

কানন ব'ললে—কিন্তু মা তোমার ওপর ভয়ানক চ'টে গেছে দাদা! ওসব হবে-টবে না।...কি মা!—হবে দাদার যাওয়া?

অনুসূয়া ও পবিত্র বাবু দুজনেই হেসে উঠ্লেন।

অনুসূয়া ব'ললেন—তখন ওর একজামিন্ ছিল তাই নিষেধ ক'রে-ছিলুম। কিন্তু এখন...হাঁরে—তোর শরীর বেশ ভাল তো লহর?... অনিয়মে যদি অসুখ বিসুখ কিছু হ'য়ে দাঁড়ায়?

কানন কি একটা ব'লতে যাচ্ছিল। লহর ধম্কে উঠে ব'ললে—নিয়ে আয় তোর হিষ্ট্রির পড়া!...বুঝ্লেন বাবা! খালি খালি ফাঁকি মারছেন। একদিনও ভাল ক'রে পড়া তৈরী হয় না।

কানন রেগে গেল। ব'ললে—আচ্ছা এক্ষুনি নিয়ে আসচি। যতখানি পড়া হ'য়েচে, তার ভেতর থেকে যদি জিজ্ঞেস ক'রে জবাব না পাও, তা হ'লে পাঁচশো বার কাণ মলা খাবো।...নিজে বরযাত্রী যেতে পাবেন না সেই দুঃখে আমার নামে দোষ দেওয়া!...আচ্ছা দাঁড়াও...ব'লে, রাগে তম্ তম্ করতে করতে বই আন্তে গেল।

অনুসূয়া লহরকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর ফিরে আস্তে ক'দিন লাগবে?

লহর ব'ললে—মফঃস্বলে বিয়ে—তা দিন তিনেক হবে বইকি! আমি খুব সাবধানে থাক্বো মা!...তোমরা ভেব'না। রাখুর মাকে তো জানো?—সেবারে ওদের বাড়ী গিয়ে, তাঁর যত্নের কথাটা মনে পড়ে আর

ফিরে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়।...রাখুর বিয়েতে যদি আমি না যাই, তা হ'লে তিনি ভয়ঙ্কর দুঃখ করবেন।

পবিত্র বাবু স্ত্রীকে ব'ললেন—ছেলে মানুষ, ওদের স্ফূর্ত্তিটাই সবচেয়ে বেশী দরকার।...যাক্ না—

অনুসূয়া হেসে ব'ললেন—আমি বুঝি বারণ ক'রেছি?...যা রে লহর! তোকে আর কাননের সুপারিশ নিয়ে আস্‌তে হবে না।...কিন্তু বেশী দেরী ক'রে ব'সো না।...পাড়াগাঁ, ম্যালেরিয়ায় ধরলে, কলেজের হাজ্‌রে কামাই যাবে।

লহর চ'লে গেল। অনুসূয়া স্বামীর দিকে চেয়ে গর্ব্বের সঙ্গে ব'ললেন—ছেলে তৈরী করতে হ'লে, অনেক রকম ভেবে চিন্তে কাজ করার দরকার। দেখ্‌লে তো—তেইশ বছর বয়েস হ'ল,—লহর আমার আজও একটা ছোট খাটো কাজে আমাদের মুখ তাকিয়ে থাকে!... কিন্তু সে তুমি যাই বল,—এসব দিকে তোমার একটুও খেয়াল্ নেই।... আমি যদি একটা দিন না দেখি, তো ছেলে দুটো যা মন তাই ক'রে বসে।

পবিত্র বাবু প্রীত হ'য়ে ব'ললেন—তোমার যোগ্যতা আছে ব'লেই তো আমার খেয়াল নেই গো! বাঙালীদের দস্তুরই এই, একজনের কাঁধে ভার চাপাতে পারলে, নিজে মাথা ঘামায় না।...তা ছাড়া, ছেলে মানুষ করায়—বাপের চেয়ে মায়েরই বেশী দায়ীত্ব।...ব'লে হাস্‌তে লাগলেন।

কথায় কথায় বেলা হ'য়ে গেল। পবিত্রবাবু তাড়াতাড়ি স্নান আহার সেরে, কোর্টে যাবার জন্য তৈরী হ'লেন।

অনুসূয়া ব'ললেন—রামজীবনপুরের ঠিকানাটা তোমার পকেট বইতে লেখা আছে।...তা হ'লে আজই একখানা চিঠি লিখে দিয়ো।

রহস্য করে পবিত্রবাবু ব'ল্‌লেন—তখন কিন্তু হাজার রকম খুঁত ধরে নিন্দে করেছিলে!

অনুসূয়া ব'ললেন—পাপ করলে, প্রায়শ্চিত্তের দরকার যে!...ভুল-ভ্রান্তি মানুষ মাত্রেরই হয়।...মধুপুরের সেই খদ্দর-আশ্রম...তোমাকে কে ঠকিয়ে গেছলো?—মনে পড়েনা—না?

* * * দিনচার পরে, একদিন বিকেল বেলায় বড়ছেলে ঘরে এসে মাকে ব'ললে—রাত্রি ৮টা ১২ মিনিটে আমার গাড়ী। আজ না গেলে সুবিধে হবে না মা!

অনুসূয়া ব'ললেন—সেদিন যে শুন্‌লুম—ছ'দিন পরে?

লহর ব'ললে—ছদিন পরেই তো!...আজ রওনা হ'লে কাল সেখানে পৌঁছুবো। তারপর কালকের বিকেলে, বরের সঙ্গে যেতে হবে।... কনের বাড়ী ওদের ওখান থেকে অনেক দূর শুনেচি।

অনুসূয়া আর কিছু জান্‌তে চাইলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন—টাকা-কড়ি কি কত নিবি বল?...

লহর মনে মনে হিসেব করলে। ব'ললে—কুড়ি পঁচিশ টাকার বেশী নয়। যা হয় দিয়ো!...

...কিন্তু সে যখন যাবার জন্য তৈরী হ'য়ে টাকা নিতে এলো, তখন পবিত্রবাবুও উপস্থিত ছিলেন। তিনি ব'ললেন—কুড়ি পঁচিশ টাকা নিয়ে বিদেশে যেয়োনা লহর!...কখন কি হয় বলা যায় কি? তারপর অনুসূয়ার দিকে চেয়ে ব'ললেন—অন্ততঃ শ'তিনেক টাকা ওর সঙ্গে থাকা উচিত।

অনুসূয়া দেরাজের চাবি খুল্‌তে খুল্‌তে মৃদু হাসির সঙ্গে ব'ললেন—দেখ, লোকের ওপর টেক্কা দেওয়া আমার একটা বদ্‌স্বভাব। তুমি বল'লে

তিনশো দিতে তো ? কিন্তু শোন্ লহর !—এই পাঁচ শো টাকা তোর সঙ্গে দিলুম, ভাল করে গুছিয়ে নে !......

লহর পাঁচ শো টাকার নোট আর আট দশটা খুচ্‌রো টাকা তার মনিব্যাগে পুরে, ষ্টেশনে যাওয়ার জন্য মোটরে উঠ্‌লো।...

লহর চলে গেলে পবিত্রবাবু ব'ললেন—আচ্ছা, আমি যদি ব'লতুম—হাজার টাকা দাও !

অনুসূয়া খিল্ খিল্ করে হেসে উঠ্‌লেন। ব'ললেন—ব'লেই বেকুব হ'তে। রাতের বেলায় তো ব্যাঙ্ক খোলা থাকেনা—যে চেক্ লিখে দিতে !...ওকে হাজার দিলে—কাল সকালেই যদি হঠাৎ কিছুর দরকার পড়্‌তো ?...তা হাজার দশহাজার যাই দাও, তেমন ছেলে আমার নয়, যে অপব্যয় করে বাড়ী ফিরবে !...সেরকম করে আমি ছেলেকে শিক্ষা দিই নি।...লহর আমার অহঙ্কার !...

পবিত্রবাবুও মনে মনে যথেষ্ট গর্ব্ব অনুভব করছিলেন। ব'ললেন—অহঙ্কার নিয়েই বুঝি ব'কে সারা হবে ? এদিকে ক্ষিদের জ্বালায় পেটে খিল ধ'রে গেল !

অনুসূয়া অপ্রতিভ হ'য়ে স্বামীর খাবারের আয়োজন করতে গেলেন।

......পবিত্রবাবু খেতে ব'সেছেন।—চাকর এসে সংবাদ দিলে—দুজন ভদ্রলোক এসেচেন।

অনুসূয়া ঈষৎ বিরক্তির সুরে ব'লে উঠ্‌লেন—বলগে—কাল সকালে আস্‌তে, এখন দেখা হবে না।

চাকর চলে গেল ; কিন্তু আবার ফিরে এসে জানালে—তাঁরা বহুদূর থেকে এসেচেন। তাঁদের আসবার জন্যে নাকি চিঠি দেওয়া হ'য়েছিল।

এবার পবিত্রবাবুই কথা কইলেন—ও, তাহ'লে এরা বোধ হয় রামজীবনপুরের লোক।...আচ্ছা ব'সতে বলগে। যাচ্ছি আমি।

চাকর চ'লে গেলে অনুসূয়া জিজ্ঞাসা করলেন—কত টাকা দেবে?

—তুমি কি বল?

—আমি বলি—শ' দুই। আর চাটুয্যেমশায়ের ভেতরের ব্যাপারটা যদি ওদের কাছে জানতে পারো, তা হ'লে ঐ সঙ্গে তাঁকেও কিছু দিয়ে দিয়ো!

—"আচ্ছা"— ব'লে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পবিত্রবাবু আহার সমাপ্ত করলেন।......

...বৈঠকখানা ঘরে, চলন্ত পাখার নীচে, রামজীবনপুর সেবাসমিতির ঝুনো কর্ত্তা করুণাসিন্ধু আর তন্ত্রমন্ত্রী মুস্তফী ব'সে ব'সে আরাম করছিল।

পবিত্রবাবু উপস্থিত হ'য়ে বললেন—আপনারা বুঝি সমিতির মেম্বর?

—আজ্ঞে,—আমি সেক্রেটারী, আর ইনি সহকারী।...আপনার অনুগ্রহ-চিঠি পেয়েই আমরা চলে এসেছি, তাড়াতাড়ি আসার আরও একটা মূল কারণ আছে। একটি নিতান্ত গরীব বামুনের মেয়ের বিয়ে, আমরা সমিতি থেকে যে টাকা দিতে চেয়েছিলুম, হঠাৎ একজনকার সাংঘাতিক অসুখে, কিছুবেশী খরচ হওয়ায় সেটা দিয়ে উঠতে পারবো না। ভাবনা হ'য়েছিল অত্যন্ত। কিন্তু ভগবানের খেলা...আপনার চিঠি পেলুম।

পবিত্রবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রাহ্মণ বুঝি আপনাদের গ্রামেরই? মেয়েটী কত বড় হ'য়েচে?...

করুণাসিন্ধু ব'ললে—আজ্ঞে আমাদের রামজীবনপুরেই তাঁর সাতপুরুষের বসবাস। মেয়েটি বোধ হয় সতের বছরের। পরমাসুন্দরী।

পাত্রটিও যা ঠিক করেছি আমরা, অতি সুন্দর! অবস্থাও খুব সচ্ছল।... তা ছাড়া ব্রাহ্মণ অতি সদাশয়......

পবিত্রবাবু বুঝ্‌লেন—এ ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই অবিনাশ চাটুয্যে। সুতরাং তাঁর ভিতরের অন্য কথা নূতন করে আর জান্‌তে চাইলেন না, এবং তিনি যে চাটুয্যের পরিচিত, তা-ও প্রকাশ করলেন না। বিশেষতঃ এই চাটুয্যের মুখেই একদিন তিনি সেবাসমিতির উচ্চ প্রশংসাপত্র পেয়েছিলেন ব'লে, করুণাসিন্ধু বা তার সহচরের বিরুদ্ধে কোনো রকম কুচিন্তাও মনে আন্‌তে চাইলেন না। বিনা প্রশ্নে, চাটুয্যের কন্যাদায়ে সাহায্য করতে ইচ্ছুক হ'য়ে,—এই দুজন ভণ্ডের দ্বারাতেই টাকা দিতে মনস্থ করলেন।...অন্দর থেকে, চার শো টাকার নোট নিয়ে এসে, করুণাসিন্ধুকে ব'ললেন—দুশো টাকা আপনাদের সমিতির ভাণ্ডারে রাখবেন। আর বাকী দুশো সেই গরীব বামুনের কন্যাদায়ে আমার হ'য়ে সাহায্য করবেন।...তারপর আরও কুড়িকাটা দিয়ে বললেন—এটা আপনাদের রাস্তা খরচ এবং খাই খরচ বলে দিচ্ছি।

করুণাসিন্ধু অন্য জায়গা হ'লে মস্ত লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিতো, কিন্তু সে আগেই জেনেছিল—পবিত্রবাবু হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল।... সুতরাং বক্তৃতার লোভ ইচ্ছা করেই তাকে সংবরণ কর্‌তে হ'য়েছিল।

টাকাকড়ি মিটিয়ে দিয়ে পবিত্রবাবু ব'ললেন—আপনারা রাতের বেলায় অন্য কোথাও যাবেন না। সঙ্গে টাকাকড়ি রয়েচে।...আমার এখানেই খাওয়ার-থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

তাড়াতাড়ি করুণাসিন্ধু বললে—আপনার মত মহতের মুখে এইকথাই বেরোয়; কিন্তু কাল খুব ভোরের ট্রেণে আমরা দেশে ফিরবো। পরন্তু

দিন সেই মেয়েটির বিয়ে। কিছু কাপড় চোপড় কেনা দরকার, সেগুলোও আজ রাত্রে কিনে রাখবো।...গরীব বামুনের আমরাই হলুম যথাসর্ব্বস্ব। এসময় যদি তাঁর কাছছাড়া হ'য়ে থাকি, তাহ'লে তিনি কেঁদে ভাসাবেন।

পবিত্রবাবু সত্যসত্যই করুণাসিন্ধুর উপর এবং সর্ব্বোপরি সেবা-সমিতির উপর খুব বেশীরকমে ঢলে প'ড়েছিলেন, কাজেই আর কোনো রকম কথা বাড়ালেন না। বিনীত হ'য়ে করুণা ও মুস্তফীকে বিদায় দিলেন।

* * * ভবানীপুর থেকে ট্রামে করে বরাবর ক'লকাতায় এসে, করুণা-সিন্ধু ব'ললে—আজ আর ট্রেন নাই, চলো রাতের মতন একটা ডেরা ফেরা খুঁজে নেওয়া যাক্।...ভাগ্যিস্ তুমি-আমি এসেছিলুম।...চারশোর ভেতর অন্ততঃ পঞ্চাশ টাকায় আজ সারারাত্রি ফূর্ত্তি চ'লবে। বাকী দেড়শো আমাদের হাফ্ হাফ্ শেয়ার!...আর দুশোর একশো তহবীলে জমা করে নেওয়া যাবে—কি বল?

মুস্তফী ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। তারপর সামান্য কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা ক'রে ব'ললে—ভবিষ্যতে কোন গোলযোগ হবে না তো?...লোকটা কিন্তু ভয়ঙ্কর ধড়ীবাজ!...উকিল কিনা!

করুণাসিন্ধু দাঁতে জিভ্ কামড়ে ব'লে—রামচন্দ্র!...ওহে!—এত বড় হ'লে, লোক চিন্‌তে শিখলে না?...এরা সব যতই ধড়ীবাজ হোক্, প্রকৃতি কিন্তু সেই সব লোকদের মতন,—যারা ডানহাত দিয়ে দান করে, অথচ বাঁ-হাতকে জানায় না!...ও তুমি একটুও ভেব না।...কিন্তু যাওয়া যায় কোন্ পাড়া দিয়ে?...সোনাগাছি না চিৎপুর...না আর কোথাও?... যেখানে হোক্ রাত্তিরে ঘুমুনো চাইতো?

— — —

পঞ্চম

অবিনাশ চাটুয্যে রামজীবনপুরের সমাজে একঘরে হ'য়ে রইলেন। সমাজপতিরা কোনো রকম অনুসন্ধান না করেই, ধরে রেখেছিলেন—চাটুয্যের কন্যা মমতার স্বভাব-দোষ ঘটেচে!...অথচ এদিকে লোকের মুখে মুখে স্বভাবদোষের ইতিহাস ঘোষিত হ'লেও, চাটুয্যে মমতার বিয়ের জন্য একটুও কম দুশ্চিন্তা ভোগ করছিলেন না।...দেশের লোকে যখন গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিলে, তখন তিনি বাধ্য হয়েই দেশের সীমানা ছেড়ে অনেকখানি দূরে দূরে অনুসন্ধান সুরু করে দিলেন। একদিন যান, তিনদিন কি চারদিন পরে ফিরে আসেন। আবার ৪।৫ দিন বাড়ী থেকে, পুনরায় ৪।৫ দিনের মত বাইরে ঘোরেন।

এমনি একবার চাটুয্যে বাইরে অনেক দূর গ্রাম দিয়ে চলে গেছেন। মমতা খোকাটিকে নিয়ে নাপিত-বউ'এর সাহায্যে বাড়ীতে র'য়েচে।...

নাপিতবৌ দুপুরের ঝোঁকে তার নিজের বাড়ীতে চলে গেছে। মমতা নারায়ণের ভোগরান্না শেষ করে, বাপের আদেশ এবং উপদেশমত নিজে নিজেই নারায়ণকে ভক্তি করে পূজা-নিবেদন করছিল, খোকা ইস্কুলে।—

—বাহির থেকে কে যেন ডাকলে—খোকা...ও খোকা!

মমতা কানে শুনলে, কিন্তু সাড়া দিলে না। অথচ তখন তার পূজার তন্ময়তা ভঙ্গ হ'য়ে গেছে!

পুনরায় ডাক এলো—মমতা আছো?

মমতা হাত দুটো যোড় করে, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে নারায়ণের সুমুখে নত-জানু হ'য়ে ব'ললে—হে ঠাকুর! পাতকিনী আমি, তাই যখন তখন তোমার সেবা করতে ব'সেই বিঘ্ন পাই।...আমায় মার্জ্জনা কর্‌রো দেবতা! ...তারপর গলার আঁচলটা গলাতেই জড়িয়ে রেখে, ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।...কিন্তু কে ডাকছিল—তা বুঝ্‌তে পার্‌লে না, কেননা—বাড়ীতে সে ছাড়া জনমানুষের চিহ্ন ছিল না। থম্‌থমে দুপুর বেলা, ভাঙাবাড়ী-খানার ভাঙা চালে একটা লাউগাছ উঠেছিল—তারই লতার গায়ে একটা কাক এমনি বিকট গলায় চীৎকার সুরু করেছিল যে, মমতার বুকখানা কেবলই কি এক ভাবী অশুভের ভয়ে আঁত্‌কে উঠ্‌লো! মনে মনে ভাবলে—ভগবানের পূজোটুকুও মন দিয়ে ক'রে উঠ্‌তে পারিনে, আমার শান্তি আস্‌বে কেমন করে!

আবার ডাক—মমতা!

মমতা বেশ করে ধরাগলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে সাড়া দিলে—কে আপনি?

বাহির থেকেই জবাব এলো—আমি করুণাসিন্ধু,...তোমার বাবা কোথা?

মমতার জবাব দিতে গিয়ে সমস্ত দেহখানা যেন বিরক্তিতে নেতিয়ে পড়ছিল। তবু ব'ললে—বাবা আজ চারদিন বাড়ী নেই!

করুণাসিন্ধু ততক্ষণে ভিতরে এসে গেছে।...

মমতা অনূঢ়া মেয়ে, তবু লজ্জায় জড়সড় হ'য়ে, মাথায় কাপড় তুলে দিলে।

করুণাসিন্ধু খানিকটুকু সময় মমতার পানেই চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

তার এই নির্লজ্জভাব দেখে মমতা অসহিষ্ণু হ'য়ে ব'ললে—বাবা কবে বাড়ী আসবেন তার ঠিক নেই কিছু।

করুণাসিন্ধু এবার সপ্রতিভ হ'য়ে ব'ললে—কিন্তু একটা ভয়ানক জরুরী দরকার ছিল মমতা!...তোমার বয়েস হ'য়েচে, কাজেই লজ্জা না করে, আমি যা বলি, সব শুনে রাখো, চাটুয্যে মশায় এলে, তাঁকে ব'লো।...

মমতা দেখ্‌লে—করুণাসিন্ধু উঠোনে দাঁড়িয়ে, আর আষাঢ়ের কাঠফাটা রদ্দুর তার মাথাটাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে!...ব'ললে—আপনি উঠে বসুন।

করুণাসিন্ধু দাওয়ায় ব'সে, ব'ললে—গাঁয়ের সমাজপতি হ'য়ে যাঁরা সমাজের ভাল-মন্দ দেখেন—তাঁরা এক একটি আস্ত গরু!...নইলে কি ব'লবো মমতা,—তোমার নামেও এরা পাঁচ কথা ব'লে বেড়ায়!

মমতা কথা কইলে না।

করুণা ব'লতে লাগ্‌লো—আমাদের সমিতির সকল মিলে এবার উঠে-প'ড়ে লেগেছে; এর প্রতীকার আমরা কর্‌বোই।...পরশুদিন রক্ষেকর ঠাকুরের মেয়ের বিয়ে।...সিউড়ির খুব ভাল উকীলের ছেলের সঙ্গে হচ্ছে। ছেলেটিও উকীল কিম্বা এবার ওকালতি পাশ দেবে।...আমরা ঠিক করেছি—ঐ দিনই দলাদলির গোলমাল সব চুকিয়ে ফেল্‌বো।...তোমাকে তো আমরা এতটুকু বেলা'থেকে দেখে আসচি মমতা,—আর এখনও দেখ্‌চি,—কাজেই এ অন্যায় অখ্যাতি আমরা কিছুতে সইবো না। সমাজ না শোনে, সমিতি এক জোট হ'য়ে রক্ষেকরের বাড়ীর বিয়েকে দক্ষযজ্ঞ করে ফেল্‌বে—একেবারে ধ্রুব সত্যি!...ছি ছি—গাঁয়ের মধ্যে যিনি সব

চেয়ে বিজ্ঞ আর মুরব্বি, তাঁরই কন্যার নামে...না না তোমরা ভেব না মমতা!...আমি শপথ করে ব'ললুম,—আর একঘরে হ'য়ে তোমরা কিছুতেই থাক্‌বে না। আমাদের সমিতি যদি মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ায়,—সাধ্য কি রামজীবনপুরের অঙ্গলোকে প্রতিবাদ করে!

মমতা রূঢ়স্বর নম্র করবার চেষ্টামাত্র করলে না। ব'ললে—আমরা কি ব'লেছি কিছু?—কেন কি দরকার? মিছি মিছি আপনারা কষ্ট করবেন না।...এ আমরা বেশ আছি।

করুণাসিন্ধু অন্তরেও রাগলে না বাহিরেও রাগ দেখালে না। ব'ললে—এ অভিমান তুমি করতে পারো মমতা!—দুহাজার বার করতে পারো। কিন্তু তুমি স্বীকার না করলেও, আমাদের তো স্বীকার করতেই হবে যে, সেবাসমিতির দায়ীত্ব নিয়ে কতটুকু উচিত-অনুচিত আমাদের দেখা কর্ত্তব্য?...তোমার বাবা এলে ব'লো—

মমতা তখনও নরম হ'তে পারে নি। ব'ললে—বাবা এলে যা ব'লতে হয়, দয়াকরে আপনিই ব'লে যাবেন। ও সব বলা কওয়ার মধ্যে আমি থাক্‌তে পার্‌বো না।

করুণাসিন্ধু স্নিগ্ধ হাসি হাসলে যেন!...ব'ললে— ব্যাপার কি জানো মমতা?

মমতা ব'লে উঠ্‌লো—ঢের জানি।...ব্যাপার জানি বলেই তো ওর ভেতর থাক্‌তে চাচ্ছিনে।

করুণা আবার তেমনি হাসি হাসলে। ব'ললে—তুমি নিতান্ত ছেলে-মানুষ মমতা! নইলে সেবাসমিতির সমস্ত ঝক্কি মাথায় করে যে ব'য়ে বেড়ায়, তার সম্বন্ধে অন্তকথা কইতে!...রাগ্‌লে এই রামজীবনপুরের

সক্‌কলকার চলে মমতার চলে না শুধু এই করুণাসিন্ধুর ;...চ'লবে কেন ? সে যে সেবাসমিতির মেরুদণ্ড !...রোগী তেঁতো বলে ওষুধ খায় না, কিন্তু শুশ্রূষা করে যে, তাকে জোর করেই সে ওষুধ খাওয়াতে হয় ।...যখন রোগ সারে—তখন রোগী ভাবে—হাঁ লোকটা একজন ছিল বটে !...আজ যে তোমার এই অযথা অপমানের কথা গুলো শুন্‌তে শুন্‌তেও আমি চটে আগুন হ'য়ে, উঠে পালাচ্ছি নে,—তার কারণ আমাকে এরোগ সারাতেই হবে, এ আমার কর্ত্তব্য !...নইলে তুমি যদি জান্‌তে মমতা, এই দুপুর বেলা অবধি আমি মুখে জলটুকুও না দিয়ে, শুধু তোমাদেরই মঙ্গলের জন্যে ঘণ্টা খানেক ধরে ব'কে সারা হয়ে যাচ্ছি—

নারীর যেখানে দুর্ব্বলতা, মমতা সেখানকার ফাঁড়া কাটাতে পারলে না। করুণাসিন্ধুর আক্ষেপের কথায় তার রাগের তেজ গলে জল হয়ে গেল। কাঁদ কাঁদ হ'য়ে ব'ললে—কেন আপনি বক্‌লেন তবে ?...মিছি মিছি এত বেলা অবধি...কিন্তু খেয়েই বা আসেন নি কেন ?...নাওয়াটাও হয়নি বুঝি এখনো ?

করুণাসিন্ধু কায়দা পেয়ে ব'ললে—কাল থেকে বাড়ীর সকলকার জ্বর,—নিজে হাত পুড়িয়ে আলু-পটল ভাতে রান্না করলুম, তারপর নাইবার জন্যে গামছা নিয়ে—

—"এখানে এসে বকুনি সুরু ক'রেছেন—কেমন ?" ব'লে মমতা হাস্‌তে হাস্‌তে ঘরে গিয়ে, নারায়ণের শীতলের মিষ্টিটুকু আর এক গ্লাস জল এনে ব'ললে—পিত্তিরক্ষেটা তো হ'য়ে থাক্‌, তারপর সর্ব্বরক্ষে পরে হবে ।...নিন্‌—

করুণা ব'লে উঠ্‌লো—সমিতিটা আমাকে এমনি করে পেয়ে ব'সেচে

মমতা, যে,—নাকে দড়ি দিয়ে খাটিয়ে নেয়। নইলে কী আমার স্বার্থ-ছিল—এই অসময়ে তোমাকে উত্যক্ত করতে আসার?...তারপর মিষ্টিটুকু গালে দিয়ে, জলের গ্লাসটা হাতে করে ব'ললে—তোমার বাবা এলে সব কথা খুলে ব'লো।...যদি নিতান্তই লজ্জা হয়, তাহ'লে খোকাকে ব'লো, আমায় ডেকে আন্‌বে। তারপর চোঁ চোঁ করে গ্লাসের সমস্ত জলটুকুই পান করে ফেললে।......

মমতার মনটায়, যেন একরাশ রদ্দুরের জ্বালা ভোগ করে চাঁদ উঠে গেছে!...স্নিগ্ধ হ'য়ে ব'ললে—উঃ ধন্যি আপনার সহ্য গুণ! এতখানি তেষ্টা নিয়ে ব'কে যাচ্ছেন—তবু মুখফুটে বলেন নি যে মমতা এক গ্লাস জল দে!...

—সে-ও এই সমিতির জন্যে মমতা!...তুমি শুন্‌লে অবাক্ হ'য়ে যাবে,—আধখানা কাপড় ভিজে র'য়েচে, আধখানা শুকিয়ে প'রেছি, কাঁচা চাল আর একটুরো বাতাসা খেয়ে দিন কাটিয়েছি,—সে শুধু পরের তরে! তবু দেশের লোক চিন্‌লে না!...ক'লকাতা সহর হ'লে বুড়োর দল ঠাকুর মনে করে মাথায় তুলে নাচ্‌তো।...যাক্, এদিকে দুপুর গড়িয়ে যায়, আমি উঠ্‌লুম;...তোমারও খুব কষ্ট হ'ল নিশ্চয়!...হ্যাঁ, তাহ'লে চাটুয্যে মশায়কে ব'লো—পরশুদিন আমি যদি ডাকি, যেন যেতে অন্যমত না করেন। ব'লে, গামছাখানা কাঁধে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

মমতা ব'ললে—যদি ভাত না রাঁধা হ'য়ে থাকে, তা হ'লে নেয়ে এসে এখানেই—

করুণাসিন্ধু দাঁতে জিভ্ কেটে ব'ললে—পল্লীগ্রামের কুকুর-বেড়ালেও ছুতো খুঁজে বেড়ায়;—লোকে এতকাল অযথা নিন্দে করে তোমার

অপমান করেছে, আজ হঠাৎ আমাকে সূত্র ধরেই নিজের গোড়াটুকু এমনি শক্ত করে নেবে—

মমতার সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে শিউরে উঠ্‌লো!...কিন্তু সে মুহূর্ত্ত মাত্র। ব'ললে—আমি ও-সবের অনেক উঁচুতে উঠে গেছি।...আপনি কি মনে-করেন,—আমি গ্রাহ্য করি? গ্রাহ্য করলে এই রামজীবনপুরের মাটীতে একটা দিনও আমার বাস করা সম্ভব হ'ত না। নারায়ণ যতদিন সহায়, ততদিন আমি কাউকে ভয় করি নে!

করুণা হেসে ব'ললে—কিন্তু তুমি কেমন করে জানবে মমতা, যে আজো নারায়ণ সত্যিসত্যিই তোমার সহায় রয়েচেন?

মমতা অভিভূত হ'য়ে ব'ললে—নিশ্চয়ই রয়েচেন।...মনে-প্রাণে আমি যতক্ষণ জানবো—যে আমি কাঙাল, আমি দুর্ব্বল, ততক্ষণই নারায়ণ আমার সবকিছুকে আড়াল করে থাকবেন।...তাহলে আর আপনি দেরী করবেন না। বেলা শেষ হ'তে চ'ল্‌লো।...যদি অসুবিধে হয়, তাহ'লে এখান থেকেই খেয়ে যাবেন।

করুণা ব'ললে—রান্না হ'য়ে গেছে, সুতরাং বাড়ীতেই খাবো।... তুমি কিন্তু চাটুয্যেমাশয়কে—

—না না ওসবের মধ্যে আমি নেই।...তা ছাড়া বারে বারেই যেখানে অপমান ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না, সেখানে মেয়ে হ'য়ে বাপকে কেমন করে যেতে ব'লবো? আপনিই বলুন না?

করুণা মনে মনে মমতার কাছে পরাজয় স্বীকার করে, যাবা সময় বলে গেল,—জয়রাম ঠাকুরকে আমি রাজী করিয়েছি মমতা যদি চাটুয্যে এসে পৌছে যান, তাহ'লে পরশু তোমার শুভকাজটা ও-

ব'লতে ব'লতে বেরিয়ে যাবার সময়, একটা বিশ্রীরকমের কটাক্ষপাত করে চ'লে গেল।

মমতা ভাবলে—সব ভাল অথচ আগাগোড়াই মন্দ! কিন্তু কেন?

...এমনি সময় খোকা বই দপ্তর বগলে নিয়ে স্কুল হোতে বাড়ী এল।

মমতা জিজ্ঞাসা করলে—সব নিয়ে এলি যে?—ছুটি হ'য়ে গেল?

খোকা তখন খুসীতে ভরপুর! ব'ললে—আজ বিকেলে যা খাটতে হবে পিসীমা,—সে ভয়ানক! কাল আমাদের ইস্কুল সাজাতে হবে যে! ...অনেক বড় বড় লোকজন আসবে!...সবাই বলছিল—এবার নাকি ইস্কুলঘর ইটের তৈরী হবে।...বিকেলে দেবদারু পাতা, কলাগাছ, আম-পাতা—এই সব যোগাড় করে, খুব টুকটুকে করে সাজাতে হবে।

মমতা জিজ্ঞাসা করলে—কে ব'ললে তোকে যে বড় বড় লোক আসবে?

খোকা ব'ললে—সব্বাই তো বলছিল।...কিন্তু আমার খুব খিদে পেয়েছে পিসীমা!

মমতা আর কথা ব'ললে না। খোকার আর নিজের খাবার ঠিক করতে লাগ্‌লো।

* * * সেই দিনই অনেকখানি রাত্রিতে চাটুয্যে বাড়ি ফিরে এলেন। কিন্তু অন্য অন্য বারের ন্যায় এবারও তিনি বিফলমনোরথ হ'য়ে এসেচেন। কোথাও পাত্রের সন্ধান করিতে পারেন নি। আর যদিই বা দু একটি মিলেছিল, কিন্তু দরের সঙ্গে খাপ্ খায় নি।

মমতা বাপের হাত-মুখ ধোয়ার জল ঠিক করে দিয়ে, রান্নার

যোগাড় করতে যাবে, চাটুয্যে ডেকে কতক গুলো টাকা দিয়ে ব'ললেন—রেখে দে!

মমতা জিজ্ঞাসু হ'য়ে চাইতেই, ব'ললেন—অনেক দিনের একটি পুরাতন ছাত্রের সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল। তোর তখন জন্মই হয় নি। হবিগঞ্জের টোলে আমি ন্যায় আর স্মৃতি পড়াতুম। তখনকার দিনের এই ছাত্র। আজকাল খুব নাম-যশ, টাকা পয়সাও যথেষ্ট করেছে। কাল থেকে তার ওখানেই ছিলুম। আস্‌বার সময় দুঃখের কথা সব শুনে, পঁচিশ টাকা প্রণামী দিলে। যত বলি নোব না,—কিন্তু ছাড়ে কে?—বলে—আপনার দয়াতেই আজ আমার উন্নতি, না নিলে জানবো ভগবান বিরূপ।...ব'ললে তো—বিয়ের ঠিক ঠাক হ'লে যত পারে সাধ্যমত সাহায্য করবে।...তারপর তোদের এ ক'দিন চ'ল্‌লো কি ক'রে? বিশেষ কিছু তো দিয়ে যেতে পারি নি।

মমতা টাকাগুলো নিয়ে নাড়া চাড়া করতে করতে ব'ললে—তোমার মটকার চাদরখানা আর আমার তসরের শাড়ী,—দু'য়ে মিলে—তিন টাকা পেয়েছিলুম।...নাপিতবউকে দিয়ে বিক্রী করালুম।...তারপর সামান্য একটু খানি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ব'ললে—কে জান্‌তো যে—হঠাৎ এই টাকাগুলো হাতে পাবো! তাহ'লে বাঁধা দিলুম—এক টাকা দেড় টাকা যা পাওয়া যেতো—

চাটুয্যের হাসি বন্ধ হোল না। হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ললেন—পাগ্‌লি কোথাকার,—সংসারে এই রকমের হিসেব নিকেস নিয়ে যদি চ'লতে হ'ত—তা হ'লে পেটে খাওয়ার প্রথাটা কোন্‌দিন আগে উঠে যেত।...যা এসেছিল,—তা কি থাক্‌বো ব'লেই এসেছিল মমতা!—না তাই থাকে

কখনো? এই যে তোর মা-দাদা-বউদি—এরা যদি থাক্‌বো ব'লেই আস্‌তে পারতো মা!—তা হ'লে আজ সামান্য একখানা বাসন কি গহনা কাপড় নিয়ে—

মমতা প্রসঙ্গটা চাপা দিতে ইচ্ছা করে ব'ললে—আজ দুপুরের সময় তোমার সেবাসমিতির করুণাসিন্ধু এসেছিল বাবা!

চাটুয্যে খুসী হ'য়ে এবং অনেকখানি বিস্মিতও হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কেন এসেছিল?—কিছু ব'লে গেছে?...ছেলেটি বেশ ভাল,...গাঁয়ের সেরা ছেলে।

মমতা বিদ্রূপ ক'রে ব'ললে—হ্যাঁ অতি উত্তম! গাঁয়ের সেরা ব'লেই তো গাঁ-খানার এমন উচ্ছন্নের অবস্থা!...ব'লবে আর কি,—দশবার ক'রে ব'লে গেল—পরশু রত্নেশ্বর ঠাকুরের মেয়ের বিয়ে হবে, সেই দিনই দলাদলি সব মিটিয়ে দেবেন!...করুণার সিন্ধু কি না, তাই এবারে উথ্‌লে উঠেচেন!...কিন্তু আর না, আমি রান্না সেরে নিই! ব'লেই চ'লে যাচ্ছিল—

চাটুয্যে ডেকে ব'ললেন—কি রকম ভাবে মিট্‌বে?—

মমতা যেতে যেতে ব'লে গেল—তা আমি অতশত জানিনে বাপু!...ও সব খলের বন্ধুত্ব...বিশ্বাস করতে সাধ হয় না।

পরের দিন নিত্যকার অভ্যাসমত সামান্য বেলা হ'লেই চাটুয্যে তাঁর ফুল-তুলসী তোলার কাজ শেষ করে নাইতে যাচ্ছেন, পথের মাঝখানে করুণাসিন্ধুর সঙ্গে দেখা!

করুণাই আগে কথা কইলে,—কাল দুপুরে আপনার বাড়ী গিয়ে দেখা পাই নি।...বোধ হয় রাত্রে এসেচেন? কোথা গেছ্‌লেন?

চাটুয্যে কোন কালেই কিছু গোপন রাখ্‌তে পারতেন না। ব'ললেন —দূর অঞ্চল দিয়ে আজকাল এক আধটু খোজ-তল্লাস রাখচি বাবা!—এ দেশের লোকে তো আর আমার মেয়েকে ঘরে নেবে না!

করুণাসিন্ধু অকস্মাৎ এমন এক উত্তম অভিনয় দেখালে, যা দেখে চাটুয্যে ভয়ানক খুসী হ'য়ে উঠলেন। সেই রাস্তার মাঝেই চাটুয্যের পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করে, পায়ের ধুলো নিতে নিতে ব'ললে —আমাকে বৃথা অপরাধী করবেন না।...এত বড় সমিতিটার কর্ত্তা হ'য়ে,—গ্রামের নিন্দে-অখ্যাতি গুলো সবই যেন আমার ব'লে মনে হয়! ...সেই জন্যেই আজ হপ্তা খানেক ধরে মুরব্বীর দলকে খোসামুদীর চূড়ান্ত করলুম!...কিন্তু আর না, এবারে সব কাজের সুরাহা হ'য়ে এসেচে। আজকের বিকেলেই সামাজিক গণ্ড গোল টুকু মিটিয়ে দেব।...মমতার কাছে বোধহয় সব শুনে থাক্‌বেন?—আর জয়রাম ঠাকুরকেও সব কথা বলা হ'য়েচে,...টাকাকড়িও হাতে মজুত,...যদি আপত্তি না থাকে, তাহ'লে কালকের দিনেই দুহাত এক ক'রে দেওয়া যাক্—কি বলেন?... তারপর কোনরকম জবাবের অপেক্ষা না করেই ব'লতে লাগলেন—আর আপত্তিই বা কেন থাক্‌বে?...ধনে মানে ভাল মানুষটিতে জয় রাম ঠাকুর এখনকার দিনে একজন উৎকৃষ্ট পাত্র!...দোজপক্ষ হ'লে কি হবে—

চাটুয্যে এক কথায় ব'লে ফেললেন—আমার বিন্দুমাত্র অন্যমত নেই বাবা! তোমাদের সেবাসমিতির ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে,... যা অভিরুচি করো,—আমি না ব'লবে না। তবে অবিনাশ চাটুয্যের মেয়েকে যে এত বড় দুর্ণাম দিতে পারে...কিন্তু না...তাতেইবা কি করবো করুণা? বিপাকে পড়লে নীচ যে সেও উঁচুর অপমান করে পালায়!

করুণা ব'ললে—তবে আজ বিকেলে যদি একবারটি জয়রামের ওখানে যেতে পারেন,—হাজার হোক, সে পাত্র, তাতে স্বাধীন আর আপনি হ'লেন কন্যার বাপ,—ছোট আপনাকেই হতে হবে। তারপর প্রজাপতির কৃপায় শুভকাজ হ'য়ে গেলে, তখন আর অন্য দ্বিধা আসবে না।

চাটুয্যে তাতেও স্বীকৃত হ'লেন। করুণা ব'ললে—আপনি নেয়ে আসুন।...ঠিক সময়ে আপনাকে ডেকে নেবো।... সামাজিক গোল-যোগটা না হয় কাল সকালবেলাতেই শেষ করা যাবে।...আর ও তো বলা-কওয়াই রয়েচে।

...দুজনে দুদিকে পা বাড়ালেন। কিন্তু করুণা, চাটুয্যেকে স্নানে যেতে দেখেও, অন্য কোথাও না গিয়ে, বরাবর তাঁরই বাড়ীর বাইরে এসে ডাক দিলে—মমতা!

মমতা গলার আওয়াজে চিনেছিল। ব'ললে—বাবা নাইতে গেলেন, ঘণ্টাখানেক পরে এলে দেখা হবে।

করুণা বিনা আহ্বানে বাড়ী ঢুকে, ভারী সপ্রতিভের মত ব'লতে লাগ্‌লো—কেন, আজ আবার হঠাৎ সুর বদ্‌লে দিলে কেন?—কাল অত খাতির, আর আজকে এত্‌ গলাধাক্কার ব্যবস্থা?...বলি বিয়েটার সব ঠিক করে দিলুম ব'লে একটা যেমন তেমন পচা-খসা সন্দেশও কি পেতে পারিনে?

মমতা ভয়ানক গম্ভীর হ'য়ে ব'ললে—আপনি দয়াকরে একটু খানি ঘুরে আস্‌বেন।...বাবার নেয়ে ফিরে আস্‌তে যতটুকু সময় লাগে।

করুণা হেসে হেসে ব'ললে দেখ মমতা,—তোমার কিসে ভাল হবে,

কি করলে তুমি রাণীর মতন সুখে থাক্‌বে, এই চিন্তা ক'রে ক'রে আমার অন্য কাজে অবহেলা এসে গেছে! কিন্তু তবু তোমার মন পেলুম না—

মমতা জোর গলায় ব'ললে—গরীব পেয়ে একি অত্যাচার আপনা-দের?...আমরা কি ভদ্রলোক নই?

করুণা ক্ষুন্নতার ভাব দেখিয়ে ব'ললে—ছি ছি ও কথা কেন ব'লছো মমতা?...আমি তো চ'লেই যেতুম! সমিতির মিটিং র'য়েচে—এক্ষুণি আমায় যেতে হবে, তুমি ব'ললেই কি আমার বসবার সময় হ'তো?

মমতা রাগের চোটে ব'লে উঠ্‌লো বসতেই বা ব'লবো কেন আপনাকে?...যান মিটিং আছে, মিটিং করুন গে।

যাবার সময় করুণাসিন্ধু হাস্‌তে হাস্‌তে ব'লে গেল আমাকে চটিয়ে দিয়ো না মমতা, তা হলে বিয়ে ভেঙে যেতে পারে।

মমতাও সমান জবাব দিলে—গড়তেই বা পায়ে ধ'রে সেধেচে কে?...

*　*　*　*　*　*

রক্ষেকর ঠাকুরের মেয়ের বিয়েতে অনেক লোক বরযাত্রী এসেছিল। তাদের মধ্যে বাছাবাছা কয়েকজন বেশ বিদ্বান্ আর ধনী ছিল।

গ্রামের পাঠশালায় যে প্রবীন লোকটি গুরুমশায় ছিলেন, তাঁর ভয়ানক কূটবুদ্ধি। স্থানীয় অনেকে তাঁকে চাণক্য পণ্ডিত ব'লে ডাক্‌তো। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বরযাত্রী এসেছেন শুনেই তিনি পাঠশালাটি ছেলেদের সাহায্যে দেবদারুপাতায় সাজিয়ে নিলেন আর সেইসঙ্গে বিয়ে-বাড়ীতে হাজির হ'য়ে, দুটিহাত যোড় করে সেই বাছা বাছা লোক ক'জনকে পাঠশালা পরিদর্শন করবার নিমন্ত্রণ দিয়ে এলেন।

বাছাই করা দলের সকলেই যুবক এবং বরের বন্ধু। হৃষ্ট মনে

পাঠশালা দেখ্‌তে এসে তাঁরা গুরুমশায়ের মতলব বুঝ্‌তে পেরে, ঘর তৈরীর জন্য শ দুই টাকা দিয়ে দিলেন। এদিকে সেবাসমিতির ধনুর্দ্ধর মহাপ্রভুরা এই খবরটা পেতে পেতেই গাঁয়ের বনজঙ্গল আর কলাবাগান উজাড় করে লতাপাতা কদলীবৃক্ষে "তাদের রামজীবনপুর-সেবাসমিতি-ভবন" পরিপাটি ক'রে সাজালে। ধনীভদ্রলোকদের নিমন্ত্রণও করলে। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, যুবক-সম্প্রদায় সমিতিভবনে এসে সব দেখাশুনা করলেন কিন্তু একটা আধ্‌লাও দাতব্য করলেন না।

বরের সবচেয়ে যে প্রিয়বন্ধু ছিল,—সে তো কড়াকড়া কতক গুলো কথাই শুনিয়ে দিলে।—সে নাকি ঘুরতে ঘুরতে গাঁজার ক'ল্‌কে আর পাঁঠার হাড় গোড় দেখেছিল।

কিন্তু ছিনে জোঁক করুণাসিন্ধু সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। মমতার বিয়ের কথা পেড়ে যৎ কিঞ্চিৎ আদায় ক'রে নিলে। অর্থাৎ গোটা কুড়ি টাকা!...এটাকা সেই বরের প্রিয় বন্ধুই দিলে। কিন্তু সমিতির সভ্যদের হাবভাব গুলো তার মোটেই পছন্দ হয়নি।

এই প্রিয়-বন্ধুটি—পবিত্রবাবুর ছেলে লহর। সে ছেলেবেলা থেকেই এই ধরণের সেবাসমিতির সম্বন্ধে তার মায়ের কাছ থেকে একটা খারাপ ধারণা পেয়েছিল, তাই গোড়া থেকে সমিতি সন্দর্শনে আস্‌তে তার মোটেই ইচ্ছা হয় নি।

লহর আর তার অন্য সঙ্গীরা তাদের নির্দ্দিষ্ট বাসায় চলে গেলে, করুণাসিন্ধু সেবাসমিতির জমাখরচ বইখানা খুলে, আপন হাতেই লহরের নামে কুড়িটাকা দান ব'লে লিখে রাখ্‌লে। তারপর মুস্তফীকে ব'ললে—তাইতো হে মুস্তফী, এ বেটার ছেলে তো কোনরকমেই টোপ্‌ গিল্‌লে না!

...কিন্তু আমিও সোজা ছেলে নই বাবা।...তারপর অন্য একজনকে লক্ষ্য করে ব'ললে—ওহে ক্ষীরোদ!—ধাঁ করে একটিবার চাণক্যপণ্ডিতের পাঠশালায় গিয়ে খবর নিয়ে এসো তো—পণ্ডিত এ বেটাদের নাম ধাম কিছু জেনে নিয়েচে কি না।...আমার তো বিশ্বাস চাণক্য খুড়ো কিছু-তেই কাঁচা কাজ করে নি। ভবিষ্যতের পাওনা-থাওনা, ওকি বাবা এমনি এমনি ছেড়ে দেবে!

মুস্তফী ব'ললে—আমাদেরও ভুল হ'য়ে গেছে কিন্তু...ঠিকানাটা যদি জেনে নেওয়া হ'ত—

করুণাসিন্ধু হেসে উঠ্‌লো। ব'ললে—পাগল তুমি মুস্তফী, একদম্ তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। আরে বাপু!—সমিতির কাজকর্ম্ম, এমন কি হাবভাব গুলো পর্য্যন্ত যে সুনজরে দেখ্‌তে পার্‌লে না,—সে দেবে তার নিজ্ বাড়ীর ঠিকানা?...চাইতে গেলেই হ'য়েছিল আর কি! গলায় পা দিয়ে যে কুড়ি টাকা আদায় করা গেল, ঠিকানা চাইলে সেটাও বেহাত হ'য়ে যেত।...কি-হে ক্ষীরোদ ঠিক কিনা?

ক্ষীরোদ ব'ললে—তা তো-বটেই!...কিন্তু ব্যাটা গাঁজার ক'ল্‌কে দুটো কি করে পেলে বল দেখি? আমি নিজের হাতে গলির ওপাশে রেখে এলুম।

মুস্তফী, বকু আর শ্যামুকে দেখিয়ে ব'ললে—ঐ যে—ঐ দুটি দেবাদি-দেবকে জিজ্ঞেস্ করো!...ওঁদের খোঁয়াড়ি ভাঙ্গার জেন্য টান্‌তে টান্‌তেই তো-এই সর্ব্বনাশটা হ'য়ে গেছে!...কিন্তু যাক্—গতস্য শোচনা নাস্তি!... তা হ'লে আর দেরী কেন?—ক্ষীরোদ তুমি চাণক্যপণ্ডিতের কাছ থেকে ঘুরে এসো!...ঢের বেলা হ'য়ে গেছে।

ক্ষীরোদ চ'লে গেল, মুস্তফী ব'ললে—আজকে আদায়ে গেছে ক'জন ?—পাঁচজন বুঝি ?

করুণাসিন্ধু—ব'ললে—তাই তো দেখ্‌ছি। তিনটে বাক্স এখানে প'ড়ে র'য়েছে যে !...

বকু আর শ্যামু দুজনেই ছিল না-যাওয়াদের মধ্যে। ব'ললে—পাঁচদিন থেকে একটা পয়সাও মেলেনি ; কিছু টাকাকড়ি ছাড়ো, মাগ-ছেলে আছে তো ?...

করুণাসিন্ধু টাকার বাক্সটা খুলে, দুজনকে ছ'টাকা করে বারো টাকা দিয়ে, ব'ললে—কালকে যেন কামাই করোনা বাবা ! কাল হাতে খরচ রয়েচে !...

মুস্তফী জিজ্ঞাসা করলে—চাটুয্যে রাজী হয়েচে ?—কালই বিয়ে দেবে ?

হঠাৎ ব্যস্ত হ'য়ে করুণাসিন্ধু ব'লে উঠলো—ও হো...তাতো...আমাকে যে একবার জয়রাম ঠাকুরের কাছে—যেতে হ'তো !...গাঁয়ের সামাজিক গণ্ডগোলটাও চাটুয্যেকে ডেকে নেয়ে মিটোতে হবে !...ছি ছি পাঁচসিকের কেত্তন গাইতে ব'সে আড়াই টাকার খোল্ খানাই ভেঙ্গে ফেললুম যে ! নাঃ আর অপেক্ষা করা চ'ললো না।...মুস্তফী, ক্ষীরোদ এলে, চাণক্য পণ্ডিত কি করেছে না ক'রেছে শুনো।...আমি উঠ্‌লুম তাহলে।...হ্যাঁ আর একটা কথা,—তোমাদের টাকাকড়ি চাইনে তো ?

মুস্তফী ব'ললে—স্যাক্‌রাটা তাগাদা করছিল,—আমাকে না হয় গোটা পনের দিয়ে যাও।

পনের টাকা মুস্তফীকে দিয়ে, করুণাসিন্ধু—বাক্স বন্ধ করতে করতে

ব'ললে—টাকা দশেকের দু-আনি, সিকি, আনি—হবে? দেখতো—কাল্‌কের collectionএর থলিটা খুঁজে!

মুস্তফী থলি খুল্‌তে খুল্‌তে প্রশ্ন করলে—কি হবে?

—এক্ষুণি জন কতক কাঙালীকে ঘটা করে দান করতে হবে। অন্ততঃ দু আনা হিসেবে। অর্থাৎ ৭০-৮০ জন পেয়ে গেলেই stop করে দিয়ো।

...ইতিমধ্যে ক্ষীরোদ ফিরে এল। করুণাসিন্ধু তাড়াতাড়ি—জিজ্ঞাসা করলে—কি খবর?—দিয়ে গেছে ঠিকানা?

ক্ষীরোদ বিমর্ষ হ'য়ে ব'ললে—না। চাণক্য খুড়ো চেয়েছিল, কিন্তু ব'লেছে—ঠিকানার দরকার নেই।...এমনি এমনি দু শো টাকা দিয়ে দিলে হে! সে-ও আর কেউ নয়—সেই হতচ্ছাড়া ছেলেটা!...তার নাম কি?—কি নাম ব'ললে তখন?

করুণা জবাব দিলে—লহর সরকার।...কিন্তু ক্ষীরোদ তুমি অত মুস্‌ড়ে রয়েছ কেন?...আরে ঠিকানা না দেওয়াটাই যে আমাদের পক্ষে মঙ্গল-জনক। বিয়ে হ'য়ে গেলে, ওরা যখন বাড়ী চলে যাবে, তখন চাণক্য খুড়োর কাছে গিয়ে ব'লবো—তোমার ইস্কুলকে এক শো আর আমাদের সমিতিকে এক শো—এই মোট দু শো টাকা দান করে গেছে,—অতএব এক শো টাকা তুমি দাও।...ছ্যা...ছ্যা...তোমরা আমার সাক্‌রেদ হ'য়ে এত বোকা সাজো কেন? ওদের কাছে না হয় পেলুম না, তাই ব'লে আমাদের বঞ্চিত করে অন্যকে দিয়ে যাবে আর আমরা তাই সহ্য করে থাক্‌বো?...চাণক্য পণ্ডিত যতই চালাক হোক না,—করুণাসিন্ধু তার চেয়ে অনেক বড়। চালাকীর ব্যবসা করে তার সংসার চলে!

দু পাঁচজন ইয়ার-বন্ধুরা সায় দিয়ে ব'ললে—আর তোমারই কি একলা চলে? এই এতগুলো সাক্‌রেদ,—তাদেরও তো চালিয়ে নাও —মায় মাগ ছেলে সমেত!

ক্ষীরোদ ব'ললে—আচ্ছা সে তো হ'ল। দুশো টাকার মধ্যে একশো না হয় চাণক্য খুড়োর কাছ থেকে নিলে, কিন্তু এর জন্যে বাবা—ঠিকানা জান্‌বার কি দরকার হ'য়েছিল?

করুণা একটা তাচ্ছিল্যের ভাব নিয়ে মুস্তফীর পানে চেয়ে ব'ললে—ও হে মুস্তফী! ক্ষীরেটাকে কাণ ধরে বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে দাও!... দূর হতভাগা!...তুই বাবু সেবাসমিতির সভ্যদের মধ্যে একদম্ অচল্! বলি চাণক্য খুড়োর ধারালো বুদ্ধিকে তো জানিস?—একশো টাকার দাবী দিয়ে তার কাছে যে আমরা হাজির হবো,—সে কি বাবা—সোজা ছেলে যে—একটু জেরা না করে এমনি এমনি দিয়ে দেবে! তারপর আমাদের জোর আছে, দেশে সুনাম আছে, সুতরাং টাকা তাকে দিতেই হবে, কিন্তু ঠিকানা জানা থাক্‌লে, সে এই নিয়ে দাতার সঙ্গে দস্তুর মত লেখালেখি করতো না?

ক্ষীরোদ গালে হাত দিয়ে ব'লে ব'সলো—অবাক্ করলে দাদা! আমার তো ভয় হচ্ছে, ও সব মহাত্মা গান্ধী-ফান্ধীর সুনাম তোমার অত্যাচারে আর টিক্‌লো না দেখ্‌তে পাচ্ছি।......উঃ কি ধড়িবাজ ছেলে বাবা!

—"কিন্তু আর তো দেরী করলে চলে না।" ব'লে উঠে দাঁড়িয়ে, করুণাসিন্ধু তার খদ্দরের চাদর থাম্বা হুক্ থেকে পেড়ে নিয়ে, বেশ করে গায়ে জড়ালে। তারপর মুস্তফীকে ব'ললে—আমি বোধ হয় আঁধুলে

চল্লুম, যদি হঠাৎ কোন দরকার পড়ে, যা ভাল হয় ক'রো। আর কাঙালী, বিদেয় যেন হয়ই।...বিকেল থেকে সন্ধ্যের মধ্যে সব শেষ হয় যেন। ব'লেই—বেরিয়ে গেল। কিন্তু পথে নেমেই, আবার উঠে এসে ব'ললে—আর দেখ হে মুস্তফী! বকু, শ্যামু এদের দিয়ে কিছু কিছু পুরোন চাল, আর ক'লকাতা থেকে যে বেদানা আর আঙ্গুর আনা হয়েছে তাই, আর সের খানেক মিছ্‌রী-বাতাসা, মুগের ডাল, এই সব কিনে আনিয়ে, উত্তোর পাড়ার শ্রীনাথ বাগ্‌দীর বাড়ীতে, দুখে চাঁড়ালের বাড়ীতে, আর দখিণ পাড়ার বেষ্টা ডোম আর নন্দলাল মালাকারের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবে। আমি জানি এ ক'টা বাড়ীতে রোগী আছে। পথ্য করার অবস্থা যে সব রোগীর, তাদের চাল, ডাল বাতাসা দিতে ব'লো, আর যাদের এখনও ব্যারাম সারেনি, তাদের ফল, কিছু মিছ্‌রী এইসব দিয়ে আসবে।...এ ছাড়া, গরীবদের বাড়ী বাড়ী বেশ জাঁকজমক করে অর্থাৎ লোক জানিয়ে খোঁজ-তল্লাস নেবে—কে কেমন আছে, কারো কোন অভাব আছে কিনা! সঙ্গে গোটা পাঁচসাত টাকাও দিয়ে দিয়ো। মোট কথা, এইসব বরযাত্রীর দলকে আমরা জানাতে চাই যে,—সেবাসমিতি আর কিছু নয়—অবিকল সেবাসমিতিই,...তাহ'লে চল্লুম আমি।

করুণাসিন্ধুর প্রস্থানের পর, মুস্তফী, ক্ষীরোদ এবং আরও যারা উপস্থিত ছিল, সকলে মিলে করুণার পাকা বুদ্ধির তারিফ্ করতে লাগ্‌লো। তারপর আধঘণ্টার মধ্যেই স্নানাহার শেষ ক'রে এসে, পুরোদমে এবং অতিরিক্ত বহ্বারম্ভের সঙ্গে সেবাসমিতির সৎকাজ সুরু ক'রে দিলে।......

অনেক রাত্রি,—সে প্রায় এগারোটা বেজে গেছে, করুণাসিন্ধু গলদ্‌ঘর্ম্ম

হ'য়ে সেবাসমিতিতে ফিরে এসে ব'ললে—ওহে ! একখানা পাখা দাও তো শীগ্‌গীর !...বাপ্ !... উঃ এ রকম অন্ধকার রাত আজ দশ পনের বছর হ'য়েচে কি না সন্দেহ। মেঘে আকাশ ছেয়ে র'য়েচে—একটা তারা পর্য্যন্ত দেখা যায় না যে,—সাহস পাই।......

মুস্তফী ক্ষীরোদ প্রভৃতি প্রধান প্রধান সভ্যরা সকলেই হাজির ছিল। মুস্তফী জিজ্ঞাসা করলে—বরাবর কি আঁধুলে থেকে আসচো ?—

হ্যাঁ,—মাঠে মাঠে রাস্তাটা বড় কম নয়। তা ছাড়া তোমরা যতই বলো বাবা, ও বেলপুকুরের কাছে এসে, আমার বড্ড বেশী গা ছম্‌ছম্ করছিল।... বুড়ো চাটুয্যে তো আমাকে সাহস দিচ্ছে—ভয় কি, মানুষ মারার দিন অনেক কাল চ'লে গেছে।...তা ছাড়া টাকা পয়সা সঙ্গে থাক্‌লেই মন খুঁত খুঁত করে,... তা আমাদের তো রিক্ত হস্ত !"—কিন্তু বাবা বুড়ো তো জান্‌তো না যে—করুণাসিন্ধুর ট্যাঁক কখনো রিক্ত থাকে না !...কৈ হে মুস্তফী ! টাকাটা জমা করে নাও,—জয়রামঠাকুরকে নিংড়ে আনা গেল। বাবা কৃপণের কাছ থেকে পয়সা বের করা, আর নাকের জলে চোখের জলে হওয়ায় এক চুল তফাৎ নেই !...দাঁড়া বেটার বিয়েটা হ'য়ে যাক্,—তারপর দেখাচ্ছি—কি করি...

মুস্তফী জিজ্ঞাসা করলে—বিয়ের ঠিক হ'ল ?—

হ্যাঁ কালকেই দিন করে এলুম।...চাটুয্যে ভাবলে—আমি সেবাসমিতির পক্ষ হ'তে তার জন্যে সাধ্যের বেশী বেশী করছি, আর জয়রাম জান্‌লে—তার অনুগত হ'য়ে, বুড়ো বরের বিয়ে দিতে আমি প্রাণপণ উৎসাহ নিয়ে কাজ করছি ! এ একেবারে চন্দ্র-সূর্য্যের সমান আলো প'ড়ে গেছে—আমাদের সমিতির গায়ে !...তারপর আরও মজা হ'য়েচে,—চাটুয্যে বিয়ের খরচা

কবে তোমারই মুরলী উঠিবে বাজিয়া,

বাবত শতখানেক টাকা কালকেই দিয়ে দেবে,—ও দিকে ঠিক সন্ধ্যের সময় জয়রাম, রামজীবনপুরে পা দিয়েই, খুব গোপনে আমার হাতে তিরিশ-খানি দশ টাকার নোট এক দুই করে গুনে দেবে।...কিন্তু কেন দেবে তা জানো?—বুড়ো বরের বিয়ে দিচ্ছি, তার দস্তুরী।...

মুস্তফী ব'ললে—হদ্দ কৃপণ ঐ জয়রাম ঠাকুর—তিন তিনশো টাকা বের করতে পারবে?

করুণা হো হো করে হেসে উঠ্‌লো। ব'ললে—ডাক্তাররা অ্যানা-টমি জানে,—তাতে ঐ মোটামুটিই ব'লে দিতে পারে,—কিন্তু আমি অ্যানাটমির প্রত্যেক খাঁজে খাঁজে যেসব লুকোন আছে তা-ও চোখ বুজে মুখস্থ ব'লতে পারি। মনুষ্য চরিত্রটাই আমার নখদর্পণে এসে গেছে! নইলে মানুষ চরিয়ে ভাত খাই?...বুড়ো জয়রাম কৃপণই হোক আর যাই হোক্,—কিন্তু বুড়ো বয়েসে, ঐ হাঁপানীর রুগীকে মেয়ে দেবে কে? তাতে এমন লক্ষ্মীর মতন চাঁদপানা...ভেতরে সখের ফুরফুরে হাওয়া বইছে...দেবে না টাকা?...

ঠিক এই সময় একটা চাকরের হাতে লণ্ঠন দিয়ে;—তার পিছনে পিছনে লহর আর দুজন তার বন্ধু এসে বাইরে দাঁড়িয়ে বন্ধ দরজায় ঘা দিলে।

করুণা ব'ললে—দেখ হে!—কে আবার দরজায় ঘা মারে!...

দরজা খোলা হ'ল। লহর ভিতরে ঢুকে সকলকে নমস্কার করে ব'ললে—হঠাৎ এসে প'ড়েছি, আপনাদের কোনো অসুবিধে হ'ল না তো?

করুণা ভয়ানক ভদ্রতা দেখিয়ে, আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। ব'ললে

—সে কি মশায়!...সর্ব্ব সাধারণের জন্যেই তো এ বাড়ী খোলা! ...বিলক্ষণ!...আপনাদের যখন খুসী হবে তখনই পায়ের ধূলো দেবেন। কিন্তু এই রাত বারোটায়...তাড়াতাড়ি...কিন্তু বিশেষ দরকার আছে কি লহর বাবু?...তারপর মাথাটা দু একবার চুল্‌কে নিয়ে খুব বোকা বোকা ভাব করে ব'ললে—ভয় হচ্ছে, হয়তো বা আর কিছুর গলদ ধরিয়ে দিতে এসেচেন!...আপনারা মশায় ক'লকাতার লোক...

লহর ব'ললে—না না ও সব ব'লে বৃথা লজ্জা দেবেন না। আমার অন্য কিছু বলবার আছে;...কিন্তু আমি যে ক'লকাতার লোক,—তা জান্‌লেন কি করে?

করুণাসিন্ধু ব'ললে—আজ্ঞে আমাদের ওসবগুলো আগেই জানা দরকার।......আমাদের সর্ব্বস্ব দান করা হ'য়েচে—পরের মঙ্গলের জন্যে, সুতরাং পরকেই আমাদের ভালভাবে চিনে রাখ্‌তে হয়।......আপনারা তো বিদ্বান্ লোক জানেনই......রবীবাবু এক জায়গায় লিখেচেন—

আমার ভাণ্ডার আছে ভ'রে,
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে!

সুতরাং নিজের ভাণ্ডারের চাবি খুল্‌তে হলে আমাদের পরের বাড়ীতে ছুটে যেতে হয়!......তাই বলে ভাববেন না যেন...

না না আপনি বলুন না—কি ব'লবেন।

করুণা কথাটা সংক্ষেপ করে নিতে ব'ললে—আপনার কথার কায়দা দেখে টের পেয়েছিলুম যে আপনি ক'লকাতার লোক। অবিশ্যি আন্দাজে।

লহর অল্প হেসে ব'ললে—ও...দেখুন, আমার একটা বক্তব্য আছে...

করুণাসিন্ধু যেন প্রস্তুত হ'য়েই ছিল, ব'ললে—বলুন, আজ্ঞা করুন !... আমরা তো শোনবার জন্মেই তৈরী হ'য়ে আছি লহরবাবু!......মশায় !—আপনি তো ব'ললে বিশ্বাস করবেন না,—তা ছাড়া আপনাকে এই বিশ্বাস না করার জন্মে দোষও দিতে পারিনে। কেন না—দু'পাঁচ ঘণ্টা আগে যে হাতে-পাঁচে দোষ ধ'রে গেছে—তার কাছে,...কিন্তু প্রমাণ আমাদেরও আছে......ব'লেই ডাক্‌লে—মুস্তফী !

মুস্তফী এগিয়ে আস্‌তেই—ব'ললে—দাও-তো Daily Collection বইখানা,...পাকা খাতাটাও দিয়ো।......তারপর তাড়াতাড়ি খাতাখানা খুলে,—এক জায়গা নির্দ্দেশ করে ব'ললে—এই দেখুন—আপনাদের ক'লকাতারই লোক—বাবু পবিত্রকুমার সরকার—উকীল হাইকোর্ট... এই সব মহা মহা ব্যক্তিরাও এখানে অনুগ্রহ করে থাকেন।......তারপর লহরকে খাতাটা একনজর দেখিয়েই, চট্‌ করে বন্ধ করে ফেললে। পাছে দানের অঙ্কটা লহরের চোখে পড়ে।

লহর তো একদম্‌ অবাক্‌ !......কি সর্ব্বনাশ ! তার বাবা যেখানে স্বেচ্ছায় দান করেন, আর সে সেখানে অযথা নিন্দার বীজ ছড়িয়ে যায় ! ব'ললে—দেখুন, আপনাদের সম্বন্ধে যা বলেছি, তার জন্ম আমাকে মাপ করবেন। অবিশ্যি একথা আমি এখনও বলি যে গাঁজা এই দলেরই যে কোন একজন খেয়েছেন।......কিন্তু গাঁজা খেয়েও যে ভাল কাজ করা যায়,—আজকের ব্যাপার দেখে এইটাই আমার মাথায় খুব ভাল ভাবে প্রবেশ করেছে।......মশায় আপনারা আজ সমস্ত বিকেল-বেলাটা যে ভাবে কাঙালী বিদেয় ক'রে আর রোগীদের ওষুধ-পথ্যি দিয়ে বেড়িয়েছেন,—তাতে আমি অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকেও আর না এসে

থাক্‌তে পারলুম না।......আমার মাপ চাওয়াটাই সব চেয়ে বেশী দরকার হ'য়েছিল।...কিন্তু মাপ ক'রছেন তো?

করুণাসিন্ধু দুটি হাত এক করে ভয়ানক বিস্ময় দেখাতে দেখাতে ব'ললে—ছি ছি—অপরাধী কেন করছেন লহরবাবু!...আমরা অতি সামান্য ব্যক্তি।......আপনারা সজ্জন—বড় লোক,—ওকথা শুনে বড় লজ্জা পাচ্ছি যে,—মাপ্‌ বরং দয়া ক'রে আমাদেরই ক'রে যান!

লহর আর কথা না ক'য়ে মনিব্যাগ খুলে দশখানা দশ টাকার নোট করুণাসিন্ধুর হাতে দিয়ে ব'ললে—এটা আমার সেবাসমিতিকে পরম-শ্রদ্ধার দান। আশা এবং ভরসা করি, ভবিষ্যতে আপনাদের মনে আমি কোনোরকম 'অন্যায়ের অবতার' হ'য়ে দেখা দেব না। ব'লে খানিকক্ষণ হেসে নিয়ে ব'ললে—কি মশায়! করুণাসিন্ধু বাবু!—মার্জ্জনা মঞ্জুর তো?

করুণাসিন্ধুর যেন সশরীরে অক্ষয় স্বর্গলাভ হ'য়ে গেছে, না হয়তো—একই সঙ্গে অর্দ্ধেক রাজত্ব আর এক রাজকন্যা উপহার পেয়েছে!...হর্ষের বেগে সে কেবল নাচ্‌তে বাকী রেখেছিল।......

লহর চ'লে গেলে,—করুণা তৎক্ষণাৎ সেই একশো টাকা সমান অংশে সভ্যদের মধ্যে বিতরণ করে দিলে।

ক্ষীরোদ আহ্লাদে আটখানার জায়গায় ষোলখানা হ'য়ে ব'ললে—মুস্তফীদাদা!।গোটা দুই বোতল ছাড়ো না বাবা!...আকাশ মেঘের ভারে ভেঙে পড়ছে,—আমি ততক্ষণ বিষ্টি না আস্‌তে গোটা দু'তিন বিদ্যে-ধরীকে ধ'রে নিয়ে আসি।...চল্‌ রে বকু! দুজনে যাই।

করুণা ব'ললে—কিন্তু সাবধান বেসামাল্‌ হ'য়ো না কেউ! কাল হাতে

অঢেল কাজ। মমতার বিয়ে, রক্ষেকরের মেয়ের বিয়ে। দু'বাড়ীর তাল্ সাম্লাতে হবে।

একজন ব'ললে—চাটুয্যের মেয়ের বিয়ে, ঐটাই হ'ল আমাদের ঘরের কাজ। আর ও-তো বড় লোকের বাড়ী...

করুণা ব'ললে—'সেবাসমিতি'—সেবার তরে যে ডাক্‌বে আমরা তার কাছেই যেতে বাধ্য। সে গরীব বড়লোক বাছ বিচার করলে চলবে না।...তাহ'লে ক্ষীরোদ,—তোরা আর দেরী করিস নি।......

ষষ্ঠ

গোধূলী-লগ্নে রক্ষেকর-ঠাকুরের মেয়ের বিয়ে সমাধা হ'য়ে গেছে। সেবাসমিতির কতক সভ্য লোকজনদের খাওয়ানোর তদ্বির করছিল আর কতক অবিনাশ চাটুয্যের বাড়ীতে হাজির ছিল।

মমতার বিয়ের লগ্ন—রাত্রি সাড়ে বারোটার পর। কিন্তু তা হ'লে কি হবে—এরই মধ্যে তাদের ভাঙা বাড়ীখানা পাড়ার এবং অন্য পাড়ার মেয়েছেলেতে ভ'রে গেছলো।

করুণাসিন্ধুর স্ত্রী, মুস্তফীর ভগিনী, ক্ষীরোদের মা, শ্যামু-বকু-যত্ত-মধু সকলকার বাড়ীরই মেয়েরা এসে গেছেন! আজকের সকালেই চাটুয্যে, সমাজের কাছে তাঁর সামাজিক দণ্ড থেকে রেহাই পেয়েছিলেন সুতরাং সমাজপতিদের বাড়ীরও কেউ কেউ হাজির ছিল।

রাত্রি আটটার সময়, নাপিত-পুরোহিত আর একটা চাকর সঙ্গে করে, গরুর গাড়ী চড়ে, বর—জয়রামঠাকুর শুভাগমন করলেন।

ঠাকুরঘরের পাশের দাওয়াতে, একখানা ধার্‌করা অর্দ্ধছিন্ন গালিচার বরাসন প্রস্তুত হ'য়েছিল। কন্যাপক্ষীয় নাপিত, বৃদ্ধ জয়রামকে হাত ধরে নিয়ে এসে বরাসনে বসিয়ে দিলে। হাঁপানীর রোগী—মিনিট আট দশ তার ফাটা ফুস্‌ফুস্‌টাতে খোসামুদী করে সান্ত্বনা দিতে লাগ্‌লো। চাটুয্যে, মমতার শতদল-জয়-করা মুখখানা মনে করে গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌তে গিয়ে চোখ দিয়ে জল বার করে ফেললেন।

বাড়ী বাড়ী চেয়ে-আনা প্রায় চৌদ্দ-পনেরটা ডিট্‌জ্‌ হ্যারিকেন জ্বালা

হ'য়েছিল—সুতরাং আলোর কম্‌তি ছিল না। শুভার্থিনী নাপিত-বউ, মমতার বরকে দেখে—হাজার ভক্তি করলেও, এসময় চাটুয্যেকে গালাগালি দিয়ে ফেল্‌লে।

মেয়েরা তখন মমতাকে সাজিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ করছে, আর মমতা জোর করে অযথা বিলম্ব ঘটাবার ওজর খুঁজ্‌চে।—এমনি সময় খোকা এসে জয়রামের কাছ ঘেঁসে ব'সলো।

জয়রামের হাঁপানীটা তখন ক'মে এসেছে। খোকাকে আদর করে ব'ললে—কি বাবা! কি চাও? ব'লেই পকেট থেকে একটা টাকা বের করে, তার হাতে দিয়ে ব'ললে—সন্দেশ কিনে খেয়ো।

খোকা টাকা হাতে করে নিলে, নিয়েই প্রশ্ন করলে—আপনি আমার পিসেমশায় হবেন তো?

জয়রাম তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে এক গাল হেসে ব'ললে—হ্যাঁ বাবা! বা—দিব্যি ছেলে!

খোকা মিনিট দুই জয়রামের মুখখানার পানে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা পিসেমশায়! আপনার দাঁত প'ড়ে গেছে, কিন্তু চুল পাকে নি কেন? দাদুর দাঁতও নেই, চুলও পেকে গেছে।...আপনার কেন পাকে নি?—অ্যাঁ?

করুণাসিন্ধু নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিল। ধমক দিয়ে ব'ললে—যা যাঃ—ডেঁপো ছেলে কোথাকার!......টাকা পেয়েছিস—আবার কেন?

খোকা কাঁদো কাঁদো হ'য়ে উঠে গেল। জয়রাম কানে কানে করুণাসিন্ধুকে ব'ল্‌লে—তাহ'লে আর দেরী কেন? রাত্রি এক প্রহরের পর অমৃতযোগ র'য়েচে।

করুণা মেয়েদের কাছে এসে ব'ললে—তোমরা সব একটুখানি স'রে যাও,—ঠাকুরমশায় মমতাকে আশীর্ব্বাদ করতে আসবেন। ওটা আগে তো আর হ'য়ে ওঠেনি কিনা।......

করুণাসিন্ধুর শাসনে, মেয়েরা একজনও জয়রামকে ঠাট্টা-তামাসা করতে সাহস করলে না। সেখানকার সীমানা ছেড়ে সকলে রান্নার জায়গায় চ'লে গেল। ঘরে রইলো মমতা একা।......

জয়রামকে সঙ্গে নিয়ে করুণাসিন্ধু ঘরে ঢুক্‌লো। চাটুয্যে তখন রক্ষেকর ঠাকুরের বাড়ী গেছেন। নিজের বাড়ীতে কাজ থাক্‌লেও, পল্লীগ্রামের প্রথা অনুসারে এরকম যেতে হয়।

মমতা একখানা নতুন মাদুরের উপর ব'সে ছিল আর তার সুমুখে কতকগুলো ধান-দুর্ব্বা-চন্দন ইত্যাদি রাখা হ'য়েছিল। জয়রাম বাঁ হাতে করে ধান-দুর্ব্বা নিয়ে মমতার মাথায় ছড়িয়ে দিলে, তারপর ডান হাতে মমতার মুখখানা তুলে ধরে, বাঁ হাত দিয়ে তার কপালে একটি চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিয়ে, হাতে পাঁচটি টাকা দিলে।

করুণাসিন্ধু মেয়েদেরকে হেঁকে ব'ললে—তোমরা সব উলু উলু দাও!

মমতা মাথা নত করে তার বরকে প্রণাম করলে।

করুণাসিন্ধু ব'ললে—চলুন বাইরে ব'সবেন। তারপর কি ভেবে ব'ললে—শুনুন!

জয়রাম কপাটের কাছাকাছি এগিয়ে এলে, করুণা ব'ললে—আমার সেটা এই সময় দিয়ে দিন।......আর কেন—আশীর্ব্বাদ হ'য়ে গেল তো!

জয়রাম পকেট থেকে একতাড়া নোট বের ক'রে একবার এদিক্‌-

ওদিক চেয়ে, করুণার হাতে দিয়ে ব'ললে—তিনশো!......খুসী হ'লে তো ভায়া!......আশীর্ব্বাদ করো যেন...হঠাৎ জয়রামের হাঁপানীটা বড্ড বেশী বেড়ে উঠ্‌লো। দম্ বন্ধ হয় আর কি!...কোন রকমে এগিয়ে এসে, মমতা যে মাদুরটায় ব'সে ছিল, তার উপর ব'সে পড়তেই, মমতা ভয়ানক বিরক্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো।

করুণাসিন্ধু ব'ললে—আমি ওদিকের কি হ'ল না হ'ল একবার খোঁজ নিই। তারপর একটুখানি মুচ্‌কি হেসে মমতাকে ব'ললে—পাখাখানা নিয়ে বেচারীকে একটুখানি বাতাস করো মমতা!......সারাদিনের উপবাস! ব'লেই আর দাঁড়ালো না।

মমতার মনে হ'ল—করুণাসিন্ধু যেন তার বুকখানা দু ফাঁক করে কেটে, তাতে একরাশ নুণ্ ছিটিয়ে দিয়ে ছুটে পালালো!...কিন্তু মনুষ্যত্বের দাবীটা যখন তার ছাড়বার নয়, আর নারীত্বের মহিমাটুকুও যখন ছেঁটে ফেল্‌বার নয়, তখন জয়রামকে পাখার বাতাস দিয়ে সাব্যস্ত করতে তাকে হ'লই।

জয়রাম তখন মাদুরটায় দেহখানা এলিয়ে দিয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে যখন সামান্য উপশম হ'ল, তখন কোটরে পড়া চোখ দুটো মমতার দিকে মেলে, ফোক্‌লা দাঁতে হাসি এনে ব'ললে—আমার কাছটিতে একবার ব'সো মমতা!......বুকখানা ঠাণ্ডা হোক্।...

মমতা হাত-পাখাখানা নামিয়ে রেখে—খুব তীব্র হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো—চাবামী করবেন না, শুয়ে আছেন শুয়ে থাকুন!

করুণার অনুপস্থিতিতে, মেয়েরা সাহস পেয়ে তখন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গেছে। একটা অস্ফুট হাসির শব্দ এলো। মমতা তম্ তম্ করে

সেখান থেকে স'রে গিয়ে—একেবারে নারায়ণের সিংহাসনমূলে আছড়ে প'ড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ব'ললে—ঠাকুর!—গরীব বলে কি এম্‌নি সাজাই দিতে হয়? তোমার রাজত্বটা কি এতই অবিচারে ভরা?—অথচ তুমি নিজে দণ্ড ধরে এখানে বিচারক সেজে ব'সে র'য়েচ!

জয়রাম আস্তে আস্তে বাইরে চলে গেল।

...চাটুয্যে এসে বাহির থেকে ডাকছিলেন—মমতা! কিন্তু মমতা সাড়া দেয় নি!

চাটুয্যে বাহিরে দাঁড়িয়ে আবার ডাক্‌লেন—মমতা।

কে একটি মেয়ে ব'ললে—ঠাকুরের পূজো করছে—মমতা!

চাটুয্যে আর কথা কইলেন না। মুখখানা কান্নায় ভ'রে নিয়ে, জয়রাম যেখানে ব'সে ছিল, সেইখানে এগিয়ে গেলেন—কিন্তু সেখানেও তাঁর থাকা হ'ল না। জয়রাম তখন হাঁপানীর চুরুট টানছিল, শ্বশুর মশায়কে দেখে তাড়াতাড়ি লজ্জায় পেছন ফিরে ব'সলো। অথচ একদিন আগে দুজনে একসঙ্গে তামাক টেনেছিলেন।

...মেয়েরা আর একবার মমতাকে সাজিয়ে দেওয়ার কথা ব'লতেই মমতা মিনতি জানিয়ে ব'ললে—এখনো ঢের দেরী আছে, আপনারা তাড়াতাড়ি করবেন না। আমার ঘরে—আমাকেই নিজের হাতে সব কাজ করতে হবে। সেজে ব'সে থাক্‌লে তো চ'লবে না আমার!...

......রাত তখন সাড়ে দশটা। এখনও ঘণ্টা দেড়েক বিলম্ব আছে, অথচ যোগাড়পত্র ঠিকঠাক্‌।

...পাড়ার মেয়েরা এবং অন্য পাড়ার মেয়েরাও, রক্ষেকরের বাড়ীর খাওয়ার ডাক আসতেই সেখানে চলে গেল।...ও বাড়ীর বরযাত্রীদের

খাওয়া এবং অন্যান্য ভদ্রলোকদের খাওয়া তখন প্রায়ই সাঙ্গ হ'য়ে গেছে।......

...চাটুয্যে আস্তে আস্তে মমতার কাছে এসে খুব স্নেহ-কোমল স্বরে ডাক্‌লেন—মা—মমতা!

মমতা তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে, বাপকে প্রশ্ন করলে—সেবাসমিতি তোমাকে কত টাকা দিয়েছে বাবা?

চাটুয্যে বিস্মিত হ'লেন। ব'ললেন—কেন বল্ দেখি মা?—হঠাৎ একথা?...কিন্তু টাকা তো আমি নিই নি মমতা! যা খরচ হচ্ছে ওরাই সব এনে নিয়ে দিচ্ছে। টাকাকড়ি পাই-পয়সাটি আমি হাত পেতে নিই নি।...

সহসা মমতা বাপের কোলে মুখ লুকিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ব'ললে—সব বন্ধ করে দাও বাবা! আমি পারবো না,—এ ঘর ছেড়ে, খোকাকে ছেড়ে, তোমাকে কষ্টের মধ্যে ফেলে রেখে আমি কোথাও যেতে পারবো না।...

চাটুয্যের সব চেয়ে বেশী মুস্কিল হ'ল—নিজের চোখের জলকে গোপন করা নিয়ে।...কোনো রকমে চোখদুটো, মমতার অলক্ষ্যে মুছে নিয়ে, ব'ললেন—তা কি হয় মা! যেখানে যাচ্ছো—ঐ তো তোমার আসল ঘর-বাড়ী!

মমতা আরও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো। বললে—তা নয় বাবা!—ও আমার যমপুরী!...দুনিয়ায় কুকুর বেড়ালেরও থাকবার ঠাঁই আছে,—আমার কি তা'ও থাক্‌তে নেই বাবা?—মা নেই, ভাই নেই, কিন্তু তুমি তো র'য়েচ বাবা!—বাপ হ'য়ে এত নিষ্ঠুর তুমি হ'তে পারো বাবা?

চাটুয্যে তবু মেয়েকে নানারকম করে বোঝাতে লাগলেন। কিন্তু অন্তরে তখন তাঁর প্রচণ্ড তুফান গ'র্জ্জে উঠেচে।...

অনেকক্ষণ থেকেই আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছলো। এখন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে সুরু হ'ল, এবং অল্প অল্প বাতাস বইতে লাগ্‌লো।... চাটুয্যে মমতাকে প্রাণের সঙ্গে আশীর্ব্বাদ করে, জয়রামের কাছে এসে খুব গম্ভীর হ'য়ে ব'সলেন।...

সমাজের চোখ রাঙাণীতে ভয় পেয়ে, আজ যে তিনি পিতার কর্ত্তব্য-চ্যুত হ'তে ব'সেচেন, এইটাই বারে বারে তাঁর মনে হ'তে লাগ্‌লো।... আহা! মা-হারা কন্যা মমতা!...এ মমতার বাঁধন্ আজ তিনি হেলায় ছিঁড়তে ব'সেচেন!...উঃ এ যে 'গঙ্গাসাগরে সন্তান-নিক্ষেপের' প্রথাকেও হার মানিয়ে দিয়েছে!

...বাতাস আর বৃষ্টি দুটোই জোরে দেখা দিলে। জয়রাম চিন্তিত হয়ে ব'ললে—বর্ষাকাল। বিশ্বাস তো নেই।...বেশী কিছু না হ'লে বাঁচি!

চাটুয্যে বাইরে জয়রামকে সমর্থন করলেও, তাঁর আর্ত্ত অন্তরটা হাহাকার করে প্রার্থনা জানাচ্ছিল—প্রলয়ে এ বিশ্ব আজ ছেয়ে যাক্ ভগবান! শুভলগ্ন ভস্ম হোক্......

সপ্তম

বিয়ে হ'য়ে গেলে, খাওয়ার আগে পর্য্যন্ত প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে পাড়ার বুড়ো যদুনাপিত ভূতের গল্প আরম্ভ করেছিল। পাড়াগাঁয়ের লোকে এবং সহরের লোকেও ভূতের গল্পটা খুবই শুনতে ভালবাসে। সুতরাং আসর বেশ জমাটি হ'য়ে গেছলো।

যদুনাপিত ব'লছিল—গাঁয়ের মাঝখানে যে বকুলগাছ আছে, তারই আগ্ ডালে পেত্নী বাস করে। প্রত্যেক দিন, রাত দুপুর হ'তে না হ'তে, পেত্নী ছুঁড়ি খুব সাদা ধবধবে কাপড় মুড়ি দিয়ে, গাছ তলায় ছুটোছুটি করে,—আর সুমুখে লোক দেখ্ লেই তাকে ভয় দেখায়।...

সমস্ত লোকে কেউ বা বিশ্বাস নিয়ে আর কেউ বা অবিশ্বাস নিয়ে গল্পটা মন দিয়েই শুনে যাচ্ছিল। এমন সময় আহারের ডাক পড়লো।

যদুনাপিতেরও মনক্ষুণ্ণ হ'ল, আর শ্রোতারাও নিতান্ত অনিচ্ছায় আহারের জন্য উঠে পড়লো।

...আহার শেষ হ'য়ে গেলে, বরযাত্রীর দল যদুকে ডেকে, রামজীবনপুরের আর কোন্ গাছে বা পুকুরধারে পেত্নী ও ব্রহ্মদৈত্য বাস করে তারই হিসেব নিচ্ছে এমন সময় লহর উঠে দাঁড়িয়ে সঙ্গীদের ব'ললে—তোরা ওকে ছাড়িসনি—আমি আস্‌চি।

সঙ্গীরা লহরকে কোথায় সে যাবে, সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন না করে গল্পেই বেশী মন দিলে।

তখন বৃষ্টি সুরু হ'য়েছে। বাতাসও কম কম বইছে।

লহর ছাতা আর একটা গাড়ু হাতে করে মাঠের দিকে চ'ল্‌লো। খাওয়ার পর, তার পেটে সামান্য গোলমাল হ'য়েছিল।...

লহর আজন্ম সহরে বাস করে, তাই পাড়াগাঁয়ের ভূত-পেত্নীর ভয় থেকে সে অনেকখানি উদাসীন, কিন্তু তবু আজকের শোনা গল্পটার সম্বন্ধেই সে চিন্তা করতে করতে অনেকখানি এগিয়ে একটা বড় গাছ তলার কাছে এসে পড়লো। বড় গাছ দেখেই তার বকুল গাছের পেত্নীর কথা মনে প'ড়ে গেল।...কিন্তু অন্ধকারে সে দেখতে পায় নি যে—এটা যদুনাপিতের সেই বকুল গাছ!

তখন বেশ ভালরকম করে বৃষ্টি পড়ছে। বাতাসের গতি বেড়ে উঠেচে।...লহর শৌচাদি শেষ করে একটু বেশী রকম তাড়াতাড়ি চ'লে আসচে,—দেখে—তার সুমুখের ছোট রাস্তা দিয়ে কে একজন চ'লে যাচ্ছে!......

রাত্রি ১১টা, পল্লীগ্রামের ঘাটপথ, তাতে বর্ষার দুর্য্যোগ, মাঠে এবং গ্রামের পথে কেনোখানে জনমানবের সাড়াশব্দ ছিল না। এমন কি একটা জীবজন্তুও নজরে পড়ে না,—এমন অবস্থায় হঠাৎ চলনশীল মূর্ত্তি দেখে লহরের বকুল গাছের পেত্নী সম্বন্ধে একটা বদ্ধমূল ধারণা এসে গেল বি-এ পাশ করা, আইন পড়া, সহরের এই যুবকটি তখন নির্ভয় অবস্থাতে আর পথ চ'লতে পারছিল না। তার ভয় হ'ল—এগিয়ে যায় কি অপেক্ষ করে।

কিন্তু যে পথ দিয়ে মূর্ত্তিটা আসছিল,—সে পথটা যে এই বকুল গাছ-তলাকেই বাঁ-হাতি রেখে বরাবর মাঠের দিকে চ'লে গেছে,—লহর তা জানতো না। সে দেখ্‌লে—মূর্ত্তি ক্রমেই তার দিকে এগিয়ে আসচে!

...ঠিক যদুনাপিতের কথিত পেত্নীর মতই এর সর্ব্বাঙ্গ সাদা ধব্‌ধবে কাপড়ে ঢাকা!

ভয় যতই হোক্,—তবু শিক্ষিত মন।—লহর একবার গলা ঝেড়ে শব্দ করলে।—অম্‌নি চলনশীল মূর্ত্তি অচল হ'য়ে দাঁড়ালো!

লহর হাঁক্ ছাড়লে—কে—কোথায়?

মূর্ত্তি তখন অন্য দিকে চ'ল্‌তে সুরু করেচে। এইবার লহর সাহসে ভর ক'রে খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে হাঁক্‌লে—দাঁড়াও বল্‌ছি!

মূর্ত্তি ফিরলো। লহরের দিকেই ফির্‌লো। লহর ভাবলে—পেত্নীটা মানুষ দেখলে তার সুমুখে ঘুরে ঘুরে ভয় দেখায়!...

মূর্ত্তি বরাবর লহরের কাছে এসে দাঁড়ালো। লহর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কে তুমি।

—আপনি কে!

—তুমিই বা কে?

—আমি এই গাঁয়ের।—আপনি?......কিন্তু নারায়ণের শপথ—আপনি মিছে ব'লবেন না।

লহর বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হ'য়ে গেল। ব'ললে—আমি এখানকার নই,—বিয়ের বরযাত্রী।

—তাহ'লে আমার পথ ছাড়ুন!...

লহর ব'ললে—তোমার পথ আগ্‌লে তো আমি দাঁড়িয়ে নেই,......কিন্তু তুমি যাবে কোথা? এই দুর্য্যোগ...আঁধারে—কোলের মানুষ দেখা যায় না। তার পরই ভাবলে—বোধ হয় ভ্রষ্টা কোন নারী, কোন অভিসারিকা!

মূর্ত্তি ব'ললে—আমার বাইরে আর ভেতরে যে দুর্য্যোগ ও আঁধার জমা হ'য়ে উঠেছে, তাতে আর কোনো কিছুর দিকে লক্ষ্য রাখবার আবশ্যক নেই।

লহর ব'ললে—তবু যদি বাধা না থাকে, যদি তোমার এতটুকুও সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তা'হ'লে অকপটে ব'লো। ভগবান সাক্ষী রেখে,—আমার মা-বাপের শপথ করে ব'ল্‌চি—আমা হ'তে তোমার মন্দ কিছু ঘটবে না!...বলো—কি হ'য়েচে?

—আমি বিপন্ন......এখানকার সেবাসমিতির নাম শুনেচেন?

লহর তাড়াতাড়ি ব'ললে—হ্যাঁ হ্যাঁ—শুনেচি—কেন?

—সেই সেবাসমিতি—আজ জোর করে, একটা বুড়োর কাছ থেকে কতকগুলো টাকা খেয়ে আমার......তারপর যতটা সংক্ষেপে সম্ভব,—ততটা সংক্ষেপে, মমতা তার বিবাহের ইতিহাস ব'লে গেল।...সে বুড়ো, রোগজীর্ণ বরকে বিয়ে করতে না পারায়, লুকিয়ে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে এসেচে!

লহর ব'ললে—ভয়ানক জোরে বিষ্টি পড়ছে, যদি আপত্তি না থাকে —তুমি আমার ছাতার নীচে এসে দাঁড়াও!...আমাকে তোমার ভাই, বন্ধু, আত্মীয়—যা হয় মনে করে নাও!

মমতা অসঙ্কোচে লহরের কাছে এসে দাঁড়ালো। তারপর ব'ললে—আপনি আমার ভগবান!...আমাকে উপায় ব'লে দিন। মনের অশান্তিতে আর বুদ্ধির দোষে ঘর ছেড়ে চ'লে এসেচি,—আমি বাপের মুখে কালি ঢেলেচি!...আমার কি হবে?...

লহর সামান্তক্ষণ নীরবে ভাবলে। তারপর ব'ললে—এ বিয়ের কথা

কাজলা রাতের বাঁশী

(লহর ও মমতার মিলন রাত্রি ।)
মিলিত হৃদি এ, মৃদু কাতরব,
আধ নিমীলিত আঁখি !

আমিও শুনেচি।' কিন্তু সমিতির ভেতরে যে এতখানি গলদ্‌ তা বুঝ্‌তে পারি নি। অথচ এদের কাজের প্রশংসা জানিয়ে, কাল রাত্রিতে আমি অনেকগুলো টাকাও দান ক'রে ফেলেচি!......আচ্ছা...তোমারই নাম মমতা—বটে?...

মমতা ঘাড় নেড়ে ব'ললে—আজ্ঞে—

লহর দৃঢ় হ'য়ে ব'ললে—আমি যা ব'লবো আর করবো, তোমার অবিশ্বাস নেই তাতে?...বোধ হয় শুনেচ—আমার বাড়ী ক'লকাতায়?—আমার নাম লহর?

মমতা ব'ললে—আমার ভাইপোর মুখে শুনেচি—আঁপনি নাকি তাদের ইস্কুলে দুশো টাকা দান করেছেন।...সে-ই আপনার নাম করছিল।

লহর ব'ললে—হ্যাঁ—আমিই দিয়েচি বটে!...কিন্তু দুর্যোগ ক্রমেই বেড়ে চ'লেছে!...আর এ মাঠে দাঁড়িয়ে থাকলে ফল নেই।...

মমতা ভয়ে ভয়ে ব'ললে—হয়তো ওদিকে আমার খোঁজা খুঁজি সুরু হ'য়ে গেছে।

লহর ব'ললে—হয়তো কেন নিশ্চয়ই।...তাহ'লে......আচ্ছা দাঁড়াও দেখি,...ছাতাটা ধরো তো...ব'লে বুক পকেট থেকে মণিব্যাগ বের করে, আঁধারে আঁধারেই পরখ করে ব'ললে—ঠিক আছে।...সুটকেসটা প'ড়ে রইলো—কিন্তু...আচ্ছা এক কাজ করবে মমতা?......বেশী না, আমি যাবো আর ফিরে আসবো। একলা মিনিট দশ এখানে থাকতে পারবে না?

মমতা ব'ললে—থাক্‌তে আমি পারবো। কিন্তু তাতে বিপদ আরও

বেশী। তারপর ভেবে ব'ললে—আপনি আমার সম্বন্ধে কি করবেন ভেবেচেন?

লহর পরিষ্কার কণ্ঠে ব'ললে—তোমাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাবো।...আমার মা-বাপের হাতে তোমাকে দিয়ে, আমার দায়ীত্ব থেকে মুক্তি নেব।...আমি তো আগেই বললুম মমতা—যে, আমার কাজে-কথায় বিশ্বাস রাখ্‌তে হবে।...ভাই, বন্ধু, দাদা—যা খুসী ভেবে নাও!

মমতা অভিভূতের মত ব'লে উঠ্‌লো—বিপদে মানুষ এতটুকু আশা পেলেই, তা বড় ব'লে সাহস পায়। আপনি মানুস হ'য়ে আমাকে মানুষের কাছে পৌছে দেবেন—এই ভরসায় আজ সমস্ত অবিশ্বাসকে আমি দূর ক'রে দিয়েচি।...যা ব'লবেন—

—তবে চলো...

* * * দু'জনে জলে ভিজে সপ্‌সপে হ'য়ে ষ্টেশনে হাজির হ'ল।

ছোট ষ্টেশন—ওয়েটিংরুম নেই। মমতাকে একটা থামের আড়ালে দাঁড় করিয়ে রেখে, লহর আফিস ঘরের দরজায় এসে কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখ্‌লে—মাষ্টার বাবুটি টেলিগ্রাফ্‌ বাজাচ্ছেন।...

...লহর আর মমতা ছাড়া এ প্রলয়ের রাতে অন্য একজনও যাত্রী হাজির নেই।

লহর কাঁচের কপাটে মৃদু মৃদু আঘাত করতেই একজন খালাসী দোর খুলে দিলে।

লহর মাষ্টারের কাছে গিয়ে নমস্কার করে ব'ললে—এ ট্রেণ কি ক'লকাতায় যাবে?—যেটা আসচে?

—হ্যাঁ।

—কত দেরী ?

—প্রায় তিন কোয়ার্টার।

লহর তখন সামান্য ইতস্ততঃ করে ব'ললে—যদি কিছু মনে না করেন, তবে একটা অনুরোধ করি মাষ্টার মশায় !

মাষ্টার মন্দলোক ছিলেন না। স্মিতমুখে ব'ললেন—বলুন না ?—

লহর তখন নিজের কাপড় জামা দেখিয়ে ব'ললে—সর্ব্বাঙ্গ সুটসুটে হ'য়ে গেছে। শীতে বুকের হাড় পর্য্যন্ত কাঁপতে সুরু করেছে।...

মাষ্টার হাঁকলেন—শিউরতন ! কোঠি মে যা কে—একঠো ধোতি লে আও।

লহর তাড়াতাড়ি ব'ললে—না না—আমি তা বলি নি,...যদি এখান-কার বাজার থেকে আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন, আমি যত দাম লাগে দিচ্ছি।...তা ছাড়া খালি একখানা ধুতি দিলেই তো কাজ শেষ হবে না মাষ্টার মশায় ! সঙ্গে মেয়েরা র'য়েচেন :—তাঁদেরও এই অবস্থা ! ...মশায় ! ব'লবো কি, বেটা গাড়োয়ান মাঝ রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে, গাড়ী নিয়ে স'রে পড়লো !...বিদেশ কি করি......

—আপনারা আসচেন কোত্থেকে ?

—আরে মশায় বলেন কেন ?—রামজীবনপুরের ওপাশে একখানা গ্রাম আছে,—কি আঁধুলে না, কি—সেইখান থেকে।

—ছেলে-মেয়ে আছে না আপনার স্ত্রী একাই ?

—না, ছেলে-মেয়ে নেই।

...তাহ'লে টাকা—

মাষ্টার দাঁতে জিভ্‌ কেটে ব'ললেন—পাগল! 'এত রাত্রিতে বাজার কি খোলা আছে যে টাকা দিয়ে কাপড় পাবেন?......এই শিউরতন!—একঠো ধোতি, একঠো সার্ট, আর মা-জীকো একঠো সাড়ি আর স্যামিজ মাঙ্কে জল্‌দি লে আও!...তারপর লহরকে ব'ললেন—আপনাদের বাড়ী?

—আজ্ঞে ক'লকাতায়,—ভবানীপুরে। ব'লেই বুক-পকেট থেকে ফাউন্‌টেন্‌ কলমটা বের ক'রে, একখানা কাগজে নিজের নাম ও ঠিকানা লিখে, মাষ্টারের সুমুখে রেখে দিয়ে ব'ললে—আমি বাড়ী পৌঁছেই আপনার কাপড়-জামাগুলো পার্শেল ক'রে পাঠিয়ে দেব।...যা উপকার করলেন মাষ্টার মশায়!......নইলে আজ নিউমোনিয়ায় মারা যেতে হ'ত।

মাষ্টার হাস্‌তে লাগলেন। একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে ব'ললেন—বসুন না।...আর মশায়! বলেন কেন?—এই বিদেশে মাঠের মাঝখানে র'য়েছি, আপনাদের পাঁচজনকার ভরসাতেই;—নইলে কি থাকা যায়?

—...শিউরতন জামা-কাপড় নিয়ে আসতেই, মাষ্টার ব'ললেন—শীগ্‌গীর মেয়েদের দিয়ে আসুন!...আমরা বরং একটু আধটু পারি—সহ্য করতে, কিন্তু ওঁদের......না না যান শীগ্‌গীর!

লহর সাড়ী আর সেমিজ এনে মমতাকে ব'ললে—ভিজে কাপড়-জামা ছেড়ে ফেলো, নইলে অসুখ করবে। তারপর আর একটা থামের আড়ালে গিয়ে আপন গায়ের জামা কাপড় খুল্‌তে লাগ্‌লো।...

মমতার শুক্‌নো কাপড়-চোপড় পরা হয়ে গেলে,—সে ভিজে

কাপড়খানা জড়ো করে রেখে দাঁড়িয়ে আছে।—লহর এসে তার হাতে মনিব্যাগটা দিয়ে ব'ললে—এটা সাবধানে রেখ,...মাষ্টারের জামা আমার গায়ে ছোট হ'চ্ছে। তারপর আফিস ঘরে গিয়ে ব'ললে—মাষ্টার মশায়! একখানা চাদর আনিয়ে দিতে হবে। জামা তো আমার গায়ে ছোট হ'ল।.....

মাষ্টার আবার লোক পাঠিয়ে লহর ও মমতা দু'জনের জন্যই দুখানা চাদর আনিয়ে দিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—আপনাদের বাক্স কি ব্যাগ ট্যাগ কিছু সঙ্গে ছিল না বুঝি?......

লহর খুব সপ্রতিভ হ'য়ে অনর্গল মিথ্যাকথা ব'লে গেল—ছিলো বইকি মাষ্টারমশায়!...কিন্তু গাড়োয়ান ব্যাটার অত্যাচারে কি সঙ্গে আনতে পেরেছি? ব্যাটার গাড়ীতেই সব ফেরৎ পাঠালুম।...কাল-পরশু লোক পাঠিয়ে দেব—এসে নিয়ে যাবে।...কিন্তু আশ্চর্য্য রকমের এক বোকা দেখ্‌লুম মশায়—এই গাড়োয়ান ব্যাটাকে!—মশায়! পঁচিশ টাকা ভাড়া দিতে রাজী হ'লুম—তবু ব্যাটা এলো না!

টেলিগ্রাফে খবর এলো—গাড়ী আগের ষ্টেশনে ছেড়েচে।

লহর ব'ললে—আমাদের যে টিকিট করাই হ'ল না এখনো। তারপর বাইরে এসে, মমতার কাছ-থেকে মনিব্যাগ চেয়ে নিয়ে আবার আফিস ঘরে গেল। ব'ললে—দুখানা ফার্ষ্টক্লাস—হাওড়া।

মাষ্টার অবাক্ হ'য়ে তাকালেন। তারপর টিকিট দুখানা দিয়ে, আগের চেয়ে একটু সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কইতে লাগলেন।

গাড়ী এলো।

লহর নির্জ্জন প্রথম শ্রেণীর কামারায় মমতার হাত ধরে উঠে—দু-হাত

কপালে ঠেকিয়ে ব'ললে—নমস্কার মাষ্টারমশায়!...আপনার কুলীটাকে একবার ডেকে দিন তো!...আচ্ছা—আপনি Kindly যদি—

মাষ্টার লণ্ঠনটা বাঁ হাতে ক'রে, তাড়াতাড়ি গাড়ীর কাছে এসে দাঁড়াতেই,—লহর তাঁর হাতে পাঁচ খানা দশটাকার নোট গুঁজে দিয়ে, ব'ললে—ছেলেপিলেদের খাবার কিনে দেবেন।...ব'লবেন—তাদের কাকাবাবু দিয়ে গেছে।

মাষ্টার আপত্তির সুরে ব'ললেন—সেকি!—না না এসব কেন?

লহর আর একবার নমস্কার ক'রে ব'ললে—লক্ষ্মী দাদা আমার, অনুরোধ...

গাড়ী তখন চ'লতে সুরু করেছে!

......তিনটে ষ্টেশন ছাড়িয়ে যে ষ্টেশনে গাড়ী থাম্‌লো, সেটা বেশ জংশন জায়গা। লহর প্লাটফর্মে নেমে অনেক রকম খাবার, কিছু ফল, একটা কাঁচের গ্লাস আর একটা জল রাখার কুঁজো কিন্‌লে। তারপর গাড়ীতে এসে ডাক্‌লে—মমতা!

মমতা ও-পাশের জানলায় মুখ বাড়িয়ে, বোধ হয় নিজের অদৃষ্ট চিন্তা করছিল। লহরের ডাকে মুখ ফিরিয়েই অবাক্ হ'য়ে গেল।

লহর হেসে ব'ললে—যা ঘ'টে গেছে, তার ভাবনায় মন খারাপ ক'রো না। বিয়ে হবে ব'লে সারাটা দিন উপোষ করে ম'রেছ, কিছু খাবে এসো!

মমতা কাছে এসে, লহর যে বেঞ্চে ব'সে ছিল সেই বেঞ্চেই ব'সলো। কিন্তু খেতে চাইলে না। ব'ললে—আমাকে দিন, আমি সব গুছিয়ে দিচ্ছি, আপনি হাত ধুয়ে খেতে বসুন।

লহর একেবারে হাসির লহর খুলে দিলে! ভাগ্যে গাড়ী ছেড়ে দিয়েছিল, নইলে তার এই হাসির শব্দে প্লাটফর্ম্মে লোক জমা হ'য়ে যেত।

ব'ললে—তুমি কিন্তু পয়লা নম্বরের নীরেট বোকা, মমতা!...কেন—জানো না আমি বিয়েতে বরযাত্রী গেছলুম?...আর মাঠের মাঝখানে তোমার সঙ্গে যে দেখা হ'য়েছিল—সে-ও কি জন্যে তা বুঝ্‌তে পারো নি? অত রাত্তিরে, গাড়ু হাতে করে আমি বুঝি মাঠের বকুলগাছ-তলায় ঘুড়ি ওড়াতে গেছ্‌লুম, না?

মমতা বড় দুঃখের বোঝা, এতক্ষণে হাসির অনুগ্রহে হাল্কা করতে পারলে। ব'ললে—তবু একটু কিছু না খেলে আমি খাবো না। তারপর একখানা বড় সন্দেশ লহরের হাতে দিয়ে ব'ললে—এ খানা খেয়ে ফেলুন!

লহর সন্দেশটা নিয়ে খেতে খেতে ব'ললে—এই সব খাবার আর ফল তোমায় খেতে হবে কিন্তু, না খেলে এক হাতে মুখ খুলে 'হাঁ' করাবো আর অন্য হাতে একটি একটি ক'রে সব খাইয়ে দেব।

মমতা হাসতে হাসতে খেতে সুরু করলে।

তার প্রাণের সুপ্ত ব্যথা তখন গম্ভীর সুপ্তিতে ঢ'লে প'ড়েছিল! অথচ এই আহার করার সঙ্গে সঙ্গে তার একথাও মনে এসেছিল—রাত্রি প্রভাতের পর, যাত্রা-পথের কথা শেষ হ'য়ে গেলে—জীবন-যাত্রার পথ কোন্ দিক দিয়ে কি ভাবে সুরু হবে—কে-জানে?

* * * * *

পবিত্রবাবু চা খেতে ব'সেছেন।

বাইরের দরজায় ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো।

অমুসূয়া ব'লে উঠ্‌লেন—কেউ মক্কেল এলো গো—তোমার!...তাই তো বলি—ধীরে সুস্থে ঘরে ব'সে চা-পান—ও সব ওকালতীর বরাতে সহ্য হয় না।

পবিত্রবাবু সামান্য একটু খানি হেসে, পেয়ালায় চুমুক দিলেন।

...লহর এসে প্রণাম করলে।

দুজনেই বিস্মিত হ'য়ে গেলেন।

অমুসূয়া জিজ্ঞাসা করলেন—কিরে! একদিন আগে এসে পড়লি যে?...তা ছাড়া এমন বেশ কেন? গায়ে জামা নেই পায়ের জুতো ভিজে গেছে!...কি একখানা বিন্দাবনে চাদর গলায় জড়ানো!...ওমা!... কেন?

লহর সব কথা মা-বাপের কাছে ব'ললে।

পবিত্রবাবু লাফিয়ে উঠে ব'ললেন—অ্যাঁ! অবিনাশ চাটুয্যের মেয়ে! —রামজীবনপুরে বাড়ী?

লহর মাথা নীচু করে জবাব দিলে—আজ্ঞে—হ্যাঁ।

অমুসূয়া জিজ্ঞাসা করলেন—সেবাসমিতির সভ্যরা জোর করে...

লহর ব'ললে—হ্যাঁ মা—তারাই যোগাযোগ ক'রে, বুড়ো বামুনকে প্রবঞ্চনা করেছিল।

পবিত্রবাবু ব'ললেন—আচ্ছা মেয়েটির নাম কি বল্ দেখি?—মমতা? —হ্যাঁ বাবা!—মমতা।...কিন্তু এখনও সে ট্যাক্সিতে ব'সে রয়েচে।

অমুসূয়া ব'ললেন—সে কি! তাকে বাড়ীতে আনিস্ নি?—দুর— বোকা!

তাড়াতাড়ি চা-এর বাটীটা সরিয়ে রেখে, পবিত্রবাবু অমুসূয়ার হাত-

খানা চেপে ধরে ব'লে উঠ্‌লেন—চলো চলো!...ছি ছি হতভাগা ছেলে, মাকে আমার একলা রেখে এসেচে! চলো—লক্ষ্মী বরণ ক'রে আনি চলো!

কর্ত্তা গিন্নী দুজনেই গাড়ীর কাছে এসে দাঁড়ালেন।

মমতা তখন কাঁদ্‌ছিল।

পবিত্রবাবু দেখেই ব'লে উঠ্‌লেন—হ্যাঁ ঠিক সেই! এক নজর দেখে-ছিলুম!...মা মমতা! মা-লক্ষ্মী! চিন্‌তে পারো—আমাকে?

মমতা তাড়াতাড়ী গাড়ী থেকে নেমে এসে পবিত্রবাবু ও অনুসূয়ার পায়ের ধুলো নিয়ে ব'ল্‌লে—আপনাকে যে এ ভাবে দেখ্‌তে পাবো...

কিন্তু আর কিছু সে ব'লতে পারলে না। নানা রকম বাধা এসে তার বল্‌বার শক্তি কেড়ে নিচ্ছিল যেন!

পবিত্রবাবু মমতাকে আপন কোলের কাছটিতে টেনে নিয়ে এসে, তার মাথায় হাত রেখে ব'ললেন—ভয় কি মা!—লহরের মুখে আমি সব কথাই শুনেচি। তবু যা যা শুন্‌তে বাকী আছে, এর পরে ব'লো।... লহর—কে জান তো?—আমার ছেলে।...ইনি লহরের মা। ব'লে অনুসূয়াকে দেখালেন।

মমতা ইচ্ছা করেই অনুসূয়ার কোলের কাছ ঘেঁসে দাঁড়ালো।

অনুসূয়া ব'ললেন—ঘরে চলো মা! যখন এসেচ,—তখন আর তোমার ভয় কি?......

* * * দ্বিতলে এসে পবিত্রবাবু খুব জোরে জোরে ডাক্‌ দিলেন—ওরে—ও লহর! লহর!

লহর নীচে ছিল। সাড়া দিলে—আস্‌চি—

পবিত্রবাবু মিষ্ট ভর্ৎসনার স্বরে পুত্রকে ব'ললেন—এসে আর রাজা করতে হবে না। ছেলে আজ বাদে কাল উকীল হবেন,—বুদ্ধি দেখনা একবার!...শীগ্‌গীর মোটরে করে জেনেরাল্ পোষ্টাফিস্ থেকে একটা 'তার' ক'রে আয়!...আজ রবিবার।

লহর জিজ্ঞাসা করলে—কোথা?

—দূর গাধা!...তবু বল্‌বি কোথা?—রামজীবনপুরে—রামজীবন-পুরে...তোর শ্বশুরকে......

লহর ভয়ানক বিস্মিত হ'য়ে, হাঁ করে নীচে দাঁড়িয়ে—দোতলার দিকে চেয়ে রইলো।

পবিত্রবাবু বললেন—অবিনাশ চাটুয্যেমশায়কে শীগ্‌গীর চ'লে আসবার জন্যে খবর দে! মমতাকে এখানে আনা হ'য়েচে—তা-ও লিখে দিবি!...

লহর "আজ্ঞে আচ্ছা" ব'লে চ'লে যাচ্ছিল। পবিত্রবাবু আবার ডেকে ব'ললেন—ঐ সঙ্গে পঞ্চাশ টাকার টেলিগ্রাফ্-মনিঅর্ডার করে দে...কি জানি হয়তো টাকাকড়ির অভাব হ'তে পারে।...খোকাকেও সঙ্গে আন্‌তে বলবি।...তারপর অনেক খানি নিশ্চিন্ত হ'য়ে, অনুসূয়াকে ব'ললেন—পঞ্জিকা খানা একবার আনতে বল তো—

সমাপ্ত

প্রীতিকর নির্ম্মল উপহার আর কোথাও পাইবেন না।—সুখের বাসর আগাগোড়া সুখে ভরাইয়া দিবে, প্রাণে আনন্দের বহু বেগধারা বহাইবে। ইহার তুলনা নাই। গল্প করিয়া বলিলে, এই সুনিপুণ লেখিকার অপূর্ব্ব কৌশলের পরিচয় কিছুই দেওয়া চলে না।—সামান্য কয়েক মাসে সুখের বাসরেরও ১ম সংস্করণ ফুরাইয়া গিয়াছে! দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার শোভা লক্ষ্যগুণে বৃদ্ধি করা হইয়াছে!.........

(৪) পণ্ডিত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

"গরীবের মেয়ে" (২য় সংস্করণ) ১৲

নারায়ণচন্দ্রের বই,—তা আবার মূল্য একটি টাকা, সুতরাং অবিলম্বে ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় আশ্চর্য্য হইবার নাই। আমাদের এই উপন্যাস-রস-গ্রাহী পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে এমন একজনও নাই, যিনি নারাণ বাবুর বই পড়েন নি।...গরীবের মেয়ে—সুরবালার অন্তর্নিহিত স্বামীপ্রেম, ঐকান্তিক দৃঢ়তা সংযম, এ সকল লিখিয়া বোঝানো যায় না।—নিজে উপভোগ করিতে হয়।

আমাদের এমন কোন সাজানো কথা জানা নাই,—যাহা দিয়া অমূল্য সম্পদ, কথা-সাহিত্যের মুকুটমণি 'গরীবের মেয়ে'র বিস্তৃত পরিচয় ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি! এক কথায় বইখানি বাস্তবিকই লোভনীয়!

মাসিক বসুমতী-সম্পাদক,—বহুদর্শী, সুনিপুণ লেখক

(৫) পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসু লিখিত—

"পরাজয়"—১৲

আজপর্য্যন্ত এরূপ নূতনত্ব কোন সাহিত্যিকই দিতে পারেন নাই। সত্যেন্দ্রবাবুর উন্নতভাব, গভীর চিন্তাশীলতার সহিত একটির পর একটি করিয়া ঘটনার বিচিত্র সমাবেশ করিবার কৌশল,—পরাজয় পড়িলে প্রত্যেকেই নিমেষে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আমাদের বলিবার

মত এত সাহস আছে যে, একাল পর্য্যন্ত যত প্রকাশক যত রকমের উপন্যাস-সিরিজ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে "পরাজয়" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্ববাদীসম্মতি ক্রমে শীর্ষস্থানীয়। ইহার ভাষায় যে লালিত্য আছে, ভাবে যে উন্মাদনা আছে, গল্পের প্রতি ছত্রে ছত্রে যে বিচিত্রতা আছে, তাহা বর্ত্তমান যুগের বেশীর ভাগ উপন্যাসের মধ্যে কুত্রাপি খুঁজিয়া পাইবেন না।

(৬) শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিত—

"অদল বদল" (দ্বিতীয় সংস্করণ)—১৲

মফঃস্বল হইতে আমাদের একজন গ্রাহক জানাইতেছেন—এই দুঃখ-শোকপূর্ণ বঙ্গ-সংসারের ঘরে যদি 'অদল বদলের' হাওয়া লাগে, তাহা হইলে, সংসার সত্য সত্যই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়! মনের ময়লা দূরে যায়, প্রাণে অনাবিল শান্তিপ্রবাহ বহিতে থাকে। আধুনিক বঙ্গের মহিলা-সমাজে 'অদল বদলের' আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, অধঃপতিত পুরুষজাতি, নারীর অভয়-হস্তের পূতবারি স্পর্শে অভিশাপ মুক্ত হইয়া নিজেদের শত জ্বালাগ্রস্ত সংসারকে সোণার সংসারে পরিণত করিতে পারে। এক মাত্র 'অদল বদলের' অদল বদল নাই, হইতেও পারে না। ইহা এমনি মধুময় এমনি সুরুচিসঙ্গত!...দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত ও সৌষ্ঠবময় হইয়াছে।

(৭) আধুনিক কালের জনপ্রিয় সুলেখক

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত—

"রূপসী"—১৲

ব্যোমকেশবাবুর প্রত্যেক পুস্তকগুলিই জনসাধারণের কাছে যেরূপ প্রশংসালাভ করিয়াছে, 'রূপসী' তাহা হইতে এতটুকুও বাদ পড়ে নাই! বরং রূপসীতে এমন একটা বিশেষত্ব আছে,—যাহা বাস্তবিকই প্রত্যেক বাঙ্গালী মধ্যবিত্তদের চিন্তা করিবার বিষয়। আমাদের সনাতন সমাজে, অসহায়া পুরনারী, তাহার ভবিষ্যৎ জীবিকার্জ্জনের নিমিত্ত কিরূপ সদুপায় অবলম্বন করিলে জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহামূল্য ধন—চরিত্রটুকু নিখুঁত রাখিতে পারে, রূপসীর চরিত্রমাধুর্য্যে গ্রন্থকার সেইটুকুই অতি সুন্দর-ভাবে পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন। রূপসীর ভাষা উপভোগ্য এবং গল্পাংশও অতি উপাদেয়! পাঠে ক্লান্তি আসে না, কৌতূহল ক্রমাগতই বাড়িয়া চলে।...অতি শীঘ্রই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবে। শ্যামলিত পল্লীর বুকের ব্যথা যাহাতে অক্ষরে অক্ষরে ফুটিয়া আছে, তাহার আদর অপরিহার্য্য।

---

(৮) বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পৌত্র দামোদরবাবুর সুযোগ্য দৌহিত্র

খ্যাতনামা ইতিহাস-শিল্পী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

"চাঁদিনী"—১৲

ইতিহাসের ঘটনা সম্বলিত—চাঁদিনী-বেগমের অপূর্ব্ব কাহিনী! যে লেখনীর ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে সুললিত রাগিনী বাহির হয়, যার ছন্দের পাগল করা মোহন মন্ত্রে বনের পশু-পক্ষী বশ্যতা স্বীকার করে, চাঁদিনীও সেই লেখনীর মুখ-নিঃসৃত। যাঁহারা 'মিলন-শঙ্খ' পড়িয়াছেন, তাঁহারা যে চাঁদিনী পড়িতেও বাধ্য হইবেন, ইহা আমরা খুবই জানি। চাঁদিনীর বাস্তব কল্পনার সমাবেশ গঙ্গা-যমুনার মতই অক্ষয় মিলনপ্রয়াসী।

(৯) বসুমতী-সম্পাদক—বিখ্যাত উপন্যাস শিল্পী—মনিষীশ্রেষ্ঠ
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখিত—

"রক্তের সম্বন্ধ"—১৲

"রক্তের-সম্বন্ধ" লইয়া আমাদের বিশেষ পরিচয় দিতে হইবে না। ইহা চিন্তাশীল হেমেন্দ্র প্রসাদের অনন্যসাধারণ চিন্তাশীলতার প্রকৃষ্ট পরিচয়! যাহার মৌলিকত্ব প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকার মনে উদ্দাম আগ্রহ জাগাইয়া তোলে, তাহার পরিচয়ের আবশ্যক কি? ঝোপের আড়ালে ফুল ফোটে, অদৃশ্য থাকিয়া গন্ধ বিতরণ করে, কিন্তু মধুপকুলের কাছে ধরা পড়িয়া যায়!..."রক্তের সম্বন্ধ"—নামের গুণেই কত আগ্রহ-ব্যাকুল পাঠক প্রতি-দিন ইহা খরিদ করিতেছেন। পাঠ করিলেই বুঝিবেন—এই অমৃত-পূরিত গ্রন্থের মর্য্যাদা কত বেশী!!

১০। শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ঘোষ লিখিত—

"পল্লী সতী" ১৲

সত্যা রম্যা পতিরেব দেবাঃ
দুঃখান্ধকারে পতিরেব সূর্য্যঃ—

সতী সাবিত্রীর গুণে মৃত সত্যবান্ কৃতান্তের কাছে পুনর্জ্জীবন পাইয়াছিল। আবার জগজ্জননী মহাদেবী দক্ষসুতা পিতৃমুখে পতিনিন্দা শ্রবণে পতির চরণ চিন্তা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন! আমাদের সুজলা সুফলা ধর্ম্ম-সর্ব্বস্ব ভারত-ভূমে পল্লী সতীর অপ্রতুল নাই। ইহারই একটা অংশ লইয়া এই অপরূপ গল্পটীর সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার বহিরাবরণ হইতে আভ্যন্তরিক অংশ অবধি একই সৌন্দর্য্যে ভরপুর!